ও হেনরির
শ্রেষ্ঠ গল্প

চিরায়ত গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

ও হেনরির শ্রেষ্ঠ গল্প

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪৪

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ জুন ১৯৯০

তৃতীয় সংস্করণ দ্বাদশ মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0043-8

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক জনপ্রিয় গল্পকার ও হেনরি। প্রকৃত নাম উইলিয়াম সিড্‌নি পোর্টার হলেও, তাঁর ছদ্মনামের আড়ালে তা ঢাকা পড়ে গেছে।

জন্মেছিলেন তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যারোলিনার গ্রিন্‌স্‌বরোতে ১৮৬২ সালে। তাঁর কর্ম ও ব্যক্তি জীবনের ঘটনাবলি বহু বৈচিত্র্যে মণ্ডিত। সাপ্তাহিক পত্রিকার ব্যবস্থাপক, কলাম-লেখক, ওষধের দোকানের কর্মচারী, শেষত ব্যাঙ্কের কেরানির পদে নিযুক্তি। আর এই শেষ দায়িত্বটি পালন করতে গিয়ে ও হেনরির জীবনে নেমে আসে এক আকস্মিক অনভিপ্রেত বিপদের ছায়া। তিনি অভিযুক্ত হন ব্যাঙ্কের অর্থ ঘাটতি আর হিশেব-নিকেশের গরমিলের দায়ে। ফলত, তিনি পালাবার সিদ্ধান্ত নেন। চলে যান নিউ অর্লিন্সে। সেখান থেকে পরে হন্ডুরাসে। কিন্তু স্ত্রীর ভয়ানক অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি ফিরে আসেন স্বদেশের মাটিতে। এবং ধৃত হন পুলিশের হাতে। জেল হয় তার পাঁচ বছরের। তবে তিন বছরের বেশি তাঁকে জেল খাটতে হয় নি। এ কথা সুবিদিত যে, জেল জীবনেই শুরু হয় ও হেনরির প্রকৃত সাহিত্য-জীবন।

তাঁর অধিকাংশ গল্পেরই ঘটনাস্থল 'ক্যাটল কান্ট্রি', সেন্ট্রাল আমেরিকা বা নিউইয়র্ক। তাঁর শহর-জীবনভিত্তিক গল্পগুলো—অর্থাৎ যে-গুলোর জন্যে তিনি বিশেষভাবে খ্যাত তার প্রায় অধিকাংশই এই আহৃত অভিজ্ঞতারই নির্যাস।

ও হেনরি ছিলেন গল্পের প্লটের আবিষ্কারক। এবং তাঁর গল্পের অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে চরিত্রগুলো শুধু জীবন্তই হয়ে ওঠে না, তারা যেন নৃত্যও করে ওঠে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিছক আনন্দ দেয়া, তাই তিনি পাঠকদের কৌতূহল জাগ্রত রাখবার জন্যে চরিত্রগুলোকে দিয়েই ঘটনা ঘটাতেন। তাঁর চরিত্রগুলোকে তিনি কল্পনা করে নিতেন বৈচিত্র্যের সন্ধানী বলে—তাই দুর্ভাগ্যের মধ্যেও তারা অসম সাহসী, তারা বিত্তবানদের অনুকরণ করতে গিয়ে অবস্থান করে কখনো কখনো আরব্য-উপন্যাসের জগতে। তিনি তাঁর চরিত্রদের সবিস্তার আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন না কিংবা তাদের মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করতেন না, বরং ব্যক্তি-মানুষ হিশেবেই দেখতে ভালোবাসতেন তাদের। তাঁর গল্পের এক-একটি চরিত্র যেন বিরাট শহরের জীবনধারায় এক একটি দ্বীপের মতোই। এই সঙ্কলনে ধৃত গল্পগুলোর ভেতর দিয়েও এই সত্য প্রকাশিত।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হচ্ছে : The four Million (১৯০৬), The Trimmed Lamp (১৯০৭), Heart of the West (১৯০৭), The Voice of the City (১৯০৮), Roads of Destiny (১৯০৯), Options (১৯০৯), Strictly Business

www.pathagar.com

(১৯১০), Whirligigs (১৯১০), আর The Gentle rafter, Rolling Stones এবং Waifs and Strays তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে ১৯১০ সালে যক্ষ্মা রোগের আক্রমণে তাঁর দেহান্তর ঘটে।

সারা জীবনে গল্প লিখেছেন তিনি ছ-শ'রও বেশি। তাঁর গল্পের সেই ভাণ্ডার থেকেই নির্যাসস্বরূপ কিছু গল্প নিয়ে সাজিয়ে তোলা হল এই গল্পগ্রন্থ।

আখতার হুসেন
১৯০ তেজকুনিপাড়া, ঢাকা ১২১৫
৮ জুন ১৯৯০

www.pathagar.com

সূচি

৯ উপহার
১৩ সুর ও বেসুর
১৮ শেষ পাতা
২২ বিশ বছর পর
২৫ প্রেম, ঘড়ি ও খলিফা
৩০ সাজানো ঘর
৩৫ কুবের ও ফুলশর
৪১ বিশ্ব নাগরিক
প্রথম প্রেম ৪৫
প্রকৃতির বিধান ৫০
জাত শহুরে ৫৪
দালালের প্রেম ৫৮
একটি অসমাপ্ত কাহিনী ৬১
সবুজ দরোজা ৬৭
প্রেমের পূজায় ৭২
গরম অমিয় তেল ৭৭

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্যের অমর ছোটগল্প-লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোকে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকদের হাতে তুলে দেবার উদ্দেশ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ঐসব লেখকদের সেরা গল্পসঙ্কলন এক এক করে প্রকাশ করে যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সঙ্কলনে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখক ও হেনরির কিছু সেরা গল্প প্রকাশিত হল।

www.pathagar.com

উপহার

মাত্র এক ডলার সাতাশি সেন্ট তার হাতে। এর মধ্যে ষাট সেন্ট আবার খুচরো। অনেকদিন ধরে বাজারে জিনিসপত্রের দর-দস্তুর করার সময় তা থেকে এক পেনি আধ পেনি বাঁচিয়ে অনেক কষ্ট করে এই ক-টা মুদ্রা জমিয়েছে সে। মুদ্রা ক-টা তিনবার গুনল সে। এক ডলার আর সাতাশি সেন্ট। অথচ কালকেই বড়দিন।

হতাশ হয়ে সে চেয়ারের ওপর ভেঙে পড়ল। কেঁদে উঠল। তার মনে হল জীবনটা শুধু কান্না আর দুঃখেই ভরা। এর ভেতরে কান্নার ভাগটাই বেশি।

ডেলা যখন কাঁদছে, কাঁদুক। তার আশেপাশের কথা এই ফাঁকে একটু বলি। সপ্তাহে আট ডলার ভাড়া দিতে হয় তাদের এই সাজানো ফ্ল্যাটটার জন্যে। খুব খারাপ নয় বাড়িটা। কিন্তু এই ভাড়া গুনতে অনেক কষ্ট করতে হয় তাদের।

নিচের দেয়ালে একটা চিঠির বাক্স ঝোলানো। কোনোদিন কোনো চিঠি হয়ত এখানে ফেলেনি কেউ। পাশেই বৈদ্যুতিক বোতাম কোনোদিন কেউ একটা টিপে ডেকেছে বলে মনে হয় না। এর পরেই ছোট্ট একটা নামের ফলক। সেখানে লেখা—মি. জেমস ডিলিংহ্যাম ইয়ং।

যখন তাদের অবস্থা ভালো ছিল তখন নামের ফলকটা ঝোলানো হয়েছিল। তখন ডিলিংহ্যাম সপ্তাহে তিরিশ ডলার করে পেত। এখন পায় বিশ ডলার। আর তার অবস্থার অবনতির সাথে-সাথেই বুঝি নাম-ফলকের ঔজ্জ্বল্যও অনেকখানি ম্লান হয়ে এসেছে। তবু এখনও যখন সে বাড়ি ফিরে আসে, ডেলা তার আদরের নাম 'জিম' বলে ছুটে আসে, তাকে জড়িয়ে ধরে। অনেক সুখে আছে ওরা।

ডেলা আর কাঁদল না। পাউডারের তুলি দিয়ে গালের অশ্রু মুছে নিল। জানালার পাশে এসে দাঁড়াল সে। দূরে উঠোনের পাশে বেড়ার ওপর দিয়ে একটা ছাই-রঙ বেড়াল হেঁটে যাচ্ছিল। কালকেই বড়দিন। অথচ ঐ এক ডলার সাতাশি সেন্ট দিয়ে জিমকে তার একটা উপহার কিনে দিতে হবে। এ-জন্যেই সে মাসের পর মাস কষ্ট করে পয়সা জমিয়েছে। সাপ্তাহিক যা আয় তা থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু জমানো যায় না। অনেক চেষ্টা করেছে, পারে নি। জিমের জন্যে এ-পর্যন্ত যা জমাতে পেরেছে তা ঐ কটা টাকা মাত্র। কী তাকে কিনে দেবে এ-দিয়ে, অনেকদিন সে অনেক অবসরে বসে বসে ভেবেছে। সুন্দর আর অসাধারণ একটা কিছু কিনতে চেয়েছে সে। এমন কিছু যা জিমকে মানাবে, যা পেয়ে জিম গর্বিত হবে।

দু-জানালার মাঝখানে একটা আয়না ঝোলানো। আট ডলার ভাড়ার ফ্ল্যাট আয়না আর কেমনই-বা হবে? লম্বা, বড় একটা আয়না। যে-কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে পুরো দেখতে পাবে। ডেলাও দেখতে পায়।

www.pathagar.com

আচমকা জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল সে। মুখ তার বিবর্ণ কিন্তু চোখজোড়া উজ্জ্বল। ঘনকালো আর দীর্ঘচুলের গোছাটা খুলে দিল সে পিঠের ওপর।

দুটো জিনিস ছিল তাদের স্বামী-স্ত্রীর। দু-জনেই যে-যার জিনিসের জন্য ছিল গর্বিত। একটা হচ্ছে ডেলার সুন্দর আর লম্বা চুলের গোছা। আর একটা হচ্ছে জিমের সোনার একটা ঘড়ি। এ-ঘড়িটা তার ঠাকুরদার কাছ থেকে পাওয়া। যদি উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে শেবা-র রানি থাকতেন আর ডেলা জানালায় তার ভিজে চুল ছড়িয়ে রাখত তবে রানিও হয়ত সে চুল দেখে ঈর্ষায় মরে যেতেন। এমন অসাধারণ সৌন্দর্য ছিল সে চুলের। আর যদি বাদশা সোলেমান নিচের তলায় সমস্ত ধনরত্নের মাঝে বসেও থাকতেন আর জিম যেতে আসতে তার সোনার ঘড়িটা বের করে সময় দেখত, তবে বাদশাও তাকে হিংসে না করে পারতেন না। এই দুটো জিনিস নিয়ে এত গর্বিত ছিল ওরা।

সোনালি জলের মুক্তো-ধারার মতো ডেলার উজ্জ্বল চুল ছড়িয়ে পড়ল তার হাঁটু অবধি। কম্পিত হাতে তাড়াতাড়ি সে আবার খোঁপা বেঁধে রাখল। মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। দু-এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। ঝরে পড়ল লাল মেঝের ওপর।

তাড়াতাড়ি সে বাদামি রঙের জ্যাকেট আর টুপিটা তুলে নিল। তারপর দ্রুত স্কার্ট দুলিয়ে উজ্জ্বল চোখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রাস্তায়।

যেতে-যেতে একটা সাইনবোর্ডের সামনে এসে দাঁড়াল সে। সেখানে লেখা—'ম্যাডাম সোফ্রানি, যাবতীয় চুলজাত দ্রব্যের দোকান'। ডেলা হাঁপাতে-হাঁপাতে ওপরে উঠে ম্যাডামের সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নিয়ে বলল :

'আপনি চুল কিনবেন?'

'কিনব। টুপি খুলে চুল ছড়িয়ে দিন, আগে দেখি।'

সোনালি চুলের বোঝা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ব্যবসায়ী চালে ম্যাডাম চুল তুলে ধরে বললেন :

'বিশ ডলার দিতে পারি।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি করুন।'

পরের দু-ঘণ্টা যেন হাওয়ায় ভেসে গেল। ডেলা হন্যে হয়ে খুঁজছিল সব দোকান—কী সে কিনবে জিমের জন্যে?

অবশেষে তার পছন্দ হল। ঠিক জিমের সাথে খাপ খাবে।

যেন শুধু জিমের জন্যেই ওটা তৈরি হয়েছিল। এ-রকমটি সে আর কোনো দোকানে দেখে নি। একটা প্ল্যাটিনামের চেন, সুন্দর নকশা করা, দেখেই দামি মনে হয়। শুধু নকশা নয়, জিনিসটা আদতেই সুন্দর। জিমের ঘড়িতে আশ্চর্য মানাবে। দামও জিনিস অনুপাতে বেশি নয়। একুশ ডলার মোট নিল দোকানদার। বাকি সাতাশি সেন্ট নিয়ে সে ফিরে এল ফ্ল্যাটে। জিম ওই চেন ঘড়িতে লাগিয়ে বন্ধু-বান্ধবের কাছে খুব বাহবা নেবে। দেখাবার জন্যে বারবার সময় দেখবে। ডেলা ভাবল ঐ দামি ঘড়িটার সাথে সাধারণ চামড়ার ব্যান্ড মোটেই মানায় না। এবার এই চেনে অদ্ভুত মানাবে। আরো সুন্দর লাগবে ঘড়িটাকে। বাসায় ফিরে এসে চুলের কথা মনে পড়ল। জিমের কথা ভাবতে-ভাবতে সে ভুলেই গিছল চুলগুলো ঠিক করা দরকার। চল্লিশ মিনিটের ভেতরে সমস্ত চুল কোঁকড়ানো

www.pathagar.com

হয়ে গেল। আশেপাশে, কানের লতির নিচে ছড়িয়ে পড়ল চূর্ণ চূর্ণ হয়ে। একরাশ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। বাচ্চা ছেলের মতো যেন দেখাতে লাগল তাকে। অনেকক্ষণ ধরে আয়নার সামনে সে দাঁড়িয়ে রইল সাবধানি চোখে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল নিজেকে। তারপর আপন মনেই বলল :

'যদি জিম রাগ না করে তাহলে বলবে সে আমাকে ঠিক কনি আইল্যান্ডের গাইয়ে মেয়ের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু আমার তো কোনো উপায় ছিল না। এক ডলার সাতাশি সেন্ট দিয়ে কী কিনতে পারতাম আমি?'

ঠিক সাতটার সময় কফি বানানো হয়ে গেল। চুলোর ওপর কড়াই বসিয়ে রাখল ডেলা। জিম এলেই গরম-গরম ক-টা চপ ভেজে দেবে। কিন্তু এত দেরি-তো ও কোনোদিন করে না। ডেলা সেই চেন হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে ঘরে ঢোকবার দরোজার পাশে চুপ করে বসে রইল। বাইরে সিঁড়ি থেকে ভেসে এল জিমের পায়ের আওয়াজ। ফ্যাকাশে হয়ে গেল সে এক মুহূর্তের জন্যে। ডেলার অভ্যেস ছিল প্রত্যেক কাজের আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা। সে ফিস-ফিস করে উচ্চারণ করল, 'হে ঈশ্বর, আমাকে কুৎসিত দেখাচ্ছে বলে জিম যেন রাগ না করে।'

ঘরে ঢুকে জিম দরোজা বন্ধ করে দিল। কেমন শুকনো আর গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে। বেচারা! মাত্র বাইশ বছর বয়সে সংসারের ঝামেলায় পড়ে গেছে। একটা ওভারকোটও নেই। বেচারা!

জিম বিহ্বল হয়ে, বোকা হয়ে দরোজার সামনে নিশ্চল হয়ে গেল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল ডেলার দিকে আর তার চোখের সেই শূন্যদৃষ্টির সামনে ডেলা কুঁকড়ে এল, এতটুকু হয়ে গেল। তার চোখে রাগ ছিল না, বিস্ময় ছিল না, কিছুই ছিল না। ডেলা যা ভেবেছে তার কোনো ছায়াই সেখানে নেই। সে শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ডেলার দিকে অদ্ভুতভাবে।

ডেলা সরে এল কাছে। কান্না-ভাঙা গলায় বলল :

'জিম, জিম, অমন করে তাকিও না। আমি চুল বিক্রি করে ফেলেছি—বড়দিনে তোমাকে কিছু না দিয়ে থাকতে পারব না, সেজন্যে। আবার তো চুল বড় হয়ে যাবে, তুমি আমায় একটুও বোকো না। এ-ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমার চুল খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। এস বড়দিনের আনন্দ করি। দেখ, তোমার জন্যে কী কিনে এনেছি, তুমি ভাবতেও পারবে না—দেখ।'

জিম যেন এখনও কিছুই বুঝতে পারে নি। কিছুই দেখে নি। সে শুধু উচ্চারণ করল :

'তুমি চুল কেটে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ, বিক্রি করেছি। চুল ছাড়া কি আমাকে দেখতে খুব খারাপ লাগছে?'

জিম অদ্ভুতভাবে ঘরের চারদিকে তাকাল। বোকার মতো বলল :

'সব চুল কেটে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ, বিক্রি করে ফেলেছি। সব দোকানে চলে গেছে। আজ বড়দিনের সন্ধে। তোমার জন্যেই এ-কাজ করেছি। আমার চুল হয়ত গোনা যাবে, কিন্তু তোমাকে যে আমি কত ভালোবাসি কী করে তার হিসেব দেব। চপগুলো কি গরম করব?' ডেলা মিষ্টি সুরে বলল।

জিম যেন এতক্ষণে চৈতন্য ফিরে পেল। জড়িয়ে ধরল ডেলাকে।

www.pathagar.com

আপনি এখানে একটা কথার জবাব দিন—সপ্তাহে আট পাউন্ড আর বছরে একলাখ, দুয়ের ভেতর কী তফাৎ? একজন অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ যা উত্তর দেবেন তা এখানে মিথ্যে। আজ দু-জন পরস্পরের জন্যে যে উপহার এনেছে সে-সব জিনিসে তাদের আর প্রয়োজন নেই। এই রহস্যময় উক্তি একটু পরেই পরিষ্কার বোঝা যাবে।

জিম তার কোটের পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে টেবিলের ওপর রাখল। বলল :

'আমাকে ভুল বুঝো না ডেলা। চুল থাকলেও বা না থাকলেও আমার ভালোবাসার কোনো তারতম্য কোনোদিন ঘটবে না। একইভাবে তোমাকে ভালোবাসব আমি। কিন্তু যদি ওই প্যাকেট খুলতে তাহলে বুঝতে কেন আমি এমন করছি।'

দ্রুত হাতে ডেলা নরম আঙুলে প্যাকেটটা ছিড়ে ফেলল। উল্লাসে চিৎকার করে উঠল সে। তারপরই বিষাদ ম্লান হয়ে এল। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

হাতে তার নতুন চিরুনি—আর মাথা আঁচড়াবার সাজ-সরঞ্জাম। কতদিন ব্রডওয়েের দোকানে এই সেট দেখে কিনতে চেয়েছে ও। সুন্দর হাড়ের তৈরি, পাথর-বসানো কিনারা। আর রঙটা এত মানানসই যে চুলে দিলে বোঝা যায় না যে, চিরুনি আছে। ডেলা জানে অনেক অ-নে-ক দাম এগুলোর। তবুও সে ব্যথিত হৃদয়ে কতদিন ভেবেছে—আহা, সে যদি কিনতে পারত! আজ সে তা পেয়েছে, কিন্তু কী হবে তা দিয়ে? তার চুল আজ আর নেই।

সে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরল চিরুনিটা। তারপর আলতো চোখ তুলে খুশি-ভরা গলায় বলল :

'তাতে কী? আমার চুল শিগগিরই বড় হয়ে যাবে।' তারপর ডেলা খুশিতে নেচে উঠল।

জিম এখনো তার নিজের জন্যে কেনা উপহার দেখে নি। ডেলা মেলে ধরল সেটা এবার তার সামনে। উজ্জ্বল চেনটা তার হাতে আলোয় ঝকমক করছে।

'বেশ সুন্দর না জিম? সব দোকান খুঁজে কিনেছি। দাও, তোমার ঘড়িটা দাও তো, আমি নিজের হাতে লাগিয়ে দেব।'

কিন্তু তা না দিয়ে জিম চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। দু-হাত মাথার পেছনে রেখে সে যেন কেমন হয়ে গেল। হাসল একটু, তারপর বলল :

'ডেলা, কিছুক্ষণের জন্যে উপহার পাশে রেখে দাও। এত ভালো আর দামি ও-গুলো যে সব সময় ব্যবহার করা যাবে না। আসল কথা কী জানো, তোমার চিরুনি কেনবার জন্যে আমি আমার ঘড়িটা বিক্রি করে দিয়েছি। দাও এবার চপটা ভেজে দাও।'

সেই রাজন্যবর্গ ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী—যাঁরা একদিন সেই নবজাত শিশুর জন্যে উপহার বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরাই বড়দিনে উপহার দেবার নিয়ম চালু করেছিলেন। তাঁরা জ্ঞানী ছিলেন। তাই এমন উপহার হয়ত এনেছিলেন তাঁরা, যাতে করে দুটো উপহার এক হয়ে না যায়, বদলে নেয়া যায়। আর এখানে আমি দুটি সরল হৃদয়ের গল্প বলেছি। তারা পরস্পরের জন্যে নিজের শ্রেষ্ঠ ধন বিসর্জন দিয়েছিল। কিন্তু এ-কথাও সত্যি যে, আজকের এই বড়দিনে তাদের উপহারই শ্রেষ্ঠতম। যারা উপহার দেন তাঁরা আছেন। তাঁরা হচ্ছেন সেই রাজন্যবর্গ। আর আমাদের এই দুটি নায়ক-নায়িকা, এরা আজ ঐসব রাজাদের চেয়েও জ্ঞানী, তাঁদের চেয়েও বোধ করি সুখি।

www.pathagar.com

সুর ও বেসুর

ম্যাডিসন স্কোয়ারের বেঞ্চের ওপর সোপি একটু নড়ে বসল। রাতের এই নিস্তব্ধ প্রহরে যখন পাতিহাঁস ডেকে ওঠে, শীলের চামড়ার কোট ছাড়াই মেয়েরা স্বামীর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে, আর যখন পার্কের বেঞ্চে সোপি এমনিভাবে নড়াচড়া করে তখন তুমি বুঝবে যে শীত এসে গেছে।

সোপির কোলের ওপর একটা ঝরাপাতা এসে পড়ল। জ্যাকফ্রস্টের পাতা। শীত আসবার আগে প্রতি বছর সে ম্যাডিসন স্কোয়ারের প্রতিটি প্রাণীকে এমনি করে জানান দিয়ে আসে। আর তার এই সঙ্কেত চৌমাথার বাড়িতে যে-লোকগুলো থাকে, তাদের কাছেও পৌঁছায়। তারা সাবধান হয়ে যায়। সোপি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। শীত আসছে। নিজেকে তার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে এবার একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আর তাই সে বেঞ্চের ওপর একটু অস্বস্তিকরভাবে নড়েচড়ে উঠল।

শীতের হাত থেকে বাঁচার আশা সোপির কিছু নতুন নয়। ভূমধ্যসাগরের জাহাজ, দক্ষিণের স্কি-খেলা আর ভিসুবিয়ান উপসাগরের কথা সে জানে না। কেবল সেই দ্বীপটাতে তিন মাস থাকার কথা তার কাছে স্বপ্ন। তিন মাস খাও, দাও, থাকো, আড্ডা মারো। কোনো ঝামেলা, কোনো ঝক্কি নেই। সোপি তাই চায়।

ব্ল্যাকওয়েলের আস্তানাতেই সে এর আগে শীত কাটিয়ে এসেছে। নিউইয়র্কের সবাই যেমন এই সময়ে পামবিচ কিংবা রিভিয়েরায় টিকিট কেটে পালায়, সেও তেমনি বছর-বছর সেই দ্বীপে গিয়ে কাটিয়ে আসে। সেই যাবার সময় এখন এসে গেছে। পুরনো এই পার্কের একটা ফোয়ারার ধারে বেঞ্চের ওপর সে শুয়েছিল। তার পিঠে, হাঁটুর নিচে, কোলের ওপর কালকের খবরের কাগজ বিছানো। কোটের ভেতরেও কিছু পুরেছে সে কিন্তু তবু শীত লাগছে।

তাড়াতাড়ি সেই দ্বীপে গিয়ে উঠতে হবে। বিড়বিড় করে সে শহরের তাবৎ দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে গালাগাল দিল। সোপির মতে তাদের ঐ-সব দানের চেয়ে আইন অনেক ভালো, অনেক দয়ালু। শহরের এমন বহু প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে গিয়ে হাত পাতলেই মোটামুটি খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা ওরা করে দেয়। কিন্তু সোপির দান নিতে সম্মানে বাধে। ঐ সব প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু নিলে ফেরত দিতে হয় না সত্যি, কিন্তু তার বদলে যতটুকু মাথা নিচু করতে হয়, তা সে মোটেই সহ্য করতে রাজি নয়। আর সিজারের সাথে যেমন ব্রুটাস, তেমনি দানের সাথেও হীন হয়ে যাওয়ার যেন একটা ওতপ্রোত সম্বন্ধ। এর চেয়ে আইনের অতিথি হওয়া অনেক ভালো। অন্তত সেখানে কেউ ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে টানা-হেঁচড়া করে না।

www.pathagar.com

সোপি দ্বীপে যাওয়ার কথা ভাবতেই কয়েকটা সহজ উপায়ও তার মাথায় খেলে গেল। মেলা রাস্তা আছে। সবচেয়ে সোজা রাস্তা হচ্ছে কোনো বড় হোটেলে গিয়ে ভালো করে খেয়ে তারপর ম্যানেজারকে বলা যে, সে পয়সা দিতে পারবে না, সে দেউলে। তাহলেই ওরা তাকে নিয়ে পুলিশে দেবে। আর পুলিশে দিলেই বিচারের পর তাকে সেই দ্বীপে পাঠিয়ে দেবে সাজার জন্যে। এর চেয়ে সোজা রাস্তা আর নেই।

সোপি পার্ক ছেড়ে যেখানে ব্রডওয়ে আর ফিফথ এভিনিউ মিশে গেছে, সেখানে এসে দাঁড়াল। ব্রডওয়ে দিয়ে এগিয়ে একটা ঝকমকে কাফের সামনে এসে থামল সে। ভেতরে সব ঝলমলে সিল্ক-পরা মানুষ বসে।

আত্মবিশ্বাস তার যথেষ্ট আছে। মুখ পরিষ্কার করে কামানো। সুন্দর কোট গায়ে। 'থ্যাংকস গিভিং ডে-তে মিশনের এক মহিলা তাকে একটা টাই উপহার দিয়েছিলেন। এখন যদি সে কেবল গুটিসুটি মেরে ভেতরে গিয়ে নির্বিবাদে একটা চেয়ারে বসতে পারে, তাহলেই বাজিমাৎ করা যায়। টেবিলের ওপর তার পোশাক যতটুকু বেরিয়ে থাকবে তাতে ওয়েটার কোনো সন্দেহ করবে না। ভেতরে গিয়ে সে একটা রোস্ট-করা হাঁস, ক্যামেমবার্ট, এক বোতল মদ আর চুরুট নেবে বলে ঠিক করল। চুরুটে এক ডলারের বেশি লাগবে না। আর মোট বিলও এমন কিছু না, যাতে কাফের ম্যানেজার খেপে উঠবে। আর তাছাড়া ওগুলো খেলে পর শরীরটা বেশ চাঙা থাকবে জেল অবধি পৌঁছানো পর্যন্ত।

কিন্তু সোপি দরোজায় পা দিতেই হেড-ওয়েটারের চোখ পড়ল তার ময়লা পুরনো প্যান্ট আর ছেঁড়া জুতোর ওপর। শক্ত হাতে ঝপ করে সে সোপিকে ধরে বাইরের রাস্তায় ঠেলে নামিয়ে দিল। রোস্ট-করা হাঁসটা তাদের অজান্তেই রক্ষা পেয়ে গেল এবারের মতো।

ব্রডওয়ে থেকে বেরুল সোপি। নাহ্, দ্বীপে পৌঁছবার রাস্তাটা ঠিক যত সোজা মনে করা হয়েছিল, আসলে তত সোজা নয়। অন্য একটা উপায় বের করতে হবে।

সিক্সথ এভিনিউ। ইলেকট্রিক বালব আর রঙিন বাতি বিচিত্রভাবে জ্বলছে একটা দোকানের শো কেসে। সোপি একটা নুড়ি ইঁট তুলে নিয়ে ছুড়ে মারল শো-কেসের ওপর। ঝনঝন শব্দ করে কাচ ভেঙে গেল। লোকজন আর একটা পুলিশ আশপাশ থেকে দৌড়ে এল সে দিকে। সোপি চুপ করে পকেটে হাত দিয়ে একটা কোণে দাঁড়িয়ে। পুলিশ আসতেই মুচকি হাসল। পুলিশ ওকে জিজ্ঞেস করল :

'কই, লোকটা কোথায়, ইট মেরে পালাল কোন দিকে?'

'আচ্ছা আমিও তো কাজটা করে থাকতে পারি? তোমার কী মনে হয়?' সোপির স্বরে একটা স্থির নিশ্চিন্ত ভাব।

পুলিশ সোপির কথা একেবারেই বিশ্বাস করল না। যারা কাচ ভাঙে তারা অমন নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়িয়ে পুলিশের সাথে মিষ্টি কথা বলে না। পুলিশ দ্রুত অন্যদিকে চলে গেল। দূরে একটা লোক মোটর ধরবার জন্যে দৌড়ে যাচ্ছিল। পুলিশ তাকে দেখতে পেয়ে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে গেল। দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে সোপি হাঁটতে শুরু করল।

উল্টোদিকে একটা ছোটখাটো রেস্তোরাঁ। এখানে অল্প পয়সায় বেশ খাওয়া যায়। বাসন-কোসন আর ভেতরের পরিবেশ যদিও বেশ জমকালো। তবু ওদের রান্না-করা

www.pathagar.com

ঝোল বেশ তরল আর ন্যাপকিনগুলো সাদামাটা। এবারে সে তার পুরনো প্যান্ট আর ছেঁড়া জুতো নিয়ে বিনা বাধায় ভেতরে ঢুকে গেল। একটা টেবিলে বসে বেশ করে সে মাংস, মটর, আরো এটা-সেটা খেল। তারপর ওয়েটারের কাছে ধীরে-ধীরে বলল যে, জীবনে সে ফুটো তামার মুখ পর্যন্ত দেখে নি। পকেট তার গড়ের মাঠ।

'নাও, তাড়াতাড়ি একটা পুলিশ ডাকো। খামোকা বসে থেকে লাভ নেই।'

জ্বলজ্বলে চোখে ওয়েটারটা বললে, 'তোমার মতো লোকের জন্যে পুলিশ ডাকতে যাব? ছোঃ। এই কন, ইদিকে আয়ত দেখি।'

তারপর দু-জন ওয়েটার মিলে গলাধাক্কা দিয়ে তাকে ফুটপাথে ঠেলে ফেলে দিল। কোনো রকমে কাপড়-চোপড় ঝেড়েঝুড়ে ফুটপাথ থেকে উঠে দাঁড়াল সে। নাহ্, অ্যারেস্ট হওয়াটা সত্যি কঠিন ব্যাপার দেখছি। কিন্তু দূরে একটা ওষুধের দোকানের সামনে একটা পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। সোপিকে দেখে সে হেসে উঠল। তারপর চলে গেল।

গোটা পাঁচেক বাড়ি পার হয়ে সোপি আবার গ্রেপ্তার হবার জন্যে ফন্দি খুঁজতে লাগল। একটা দোকানের শো-কেসে দাড়ি কামাবার যন্ত্রপাতি, দোয়াতদানি এইসব। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে কৌতূহলী চোখে দেখছিল সেগুলো। তার থেকে দু-গজ দূরে জলের কলে হেলান দিয়ে গোমরা-মুখো একটা পুলিশ দাঁড়িয়ে।

সোপি ঠিক করল মেয়েটার গায়ে ধাক্কা লাগাবে। মেয়েটাও বেশ। দেখতে-শুনতে চমৎকার আর ওদিকে পুলিশটাও যেন ওঁৎ পেতে আছে। এবারে সে ধরা পড়বেই। তাহলেই শীতের জন্যে আর তাকে ভাবতে হবে না।

মিশনের মহিলার দেয়া সেই টাইটা ঠিক করে নিল সে। তারপর কোটের কলারটা উঁচিয়ে দিল। মাথার টুপি ভালো করে তুলে লাগালো। একবার মেয়েটার দিকে তাকাতেই কাশি পেল তার। সে একটু হাসল। তারপর এগিয়ে এল। বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখল পুলিশটা ওকে লক্ষ করছে। মেয়েটা কয়েক পা সরে গিয়ে আবার 'শেভিংমগ' দেখতে লাগল এক মনে। সোপি এগিয়ে এল মেয়েটার কাছে। কাছে এসে টুপি তুলে বলল :

'আরে বেভেলিয়া যে। আমার বাসায় খেলতে যাবে?'

পুলিশ তখন তাকিয়ে ছিল। এখন মেয়েটা একটু ইশারা করে পুলিশটাকে ডাকলেই সোপি তার শীতের স্বর্গে পৌঁছে যেতে পারে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে সেই জায়গার উষ্ণতা অনুভব করল। মেয়েটা সোপির দিকে ফিরে তার কোটের একটা হাতা ধরে খুশি-গলায় বলল :

'নিশ্চয়ই মাইক। আমি আগেই তোমার সাথে কথা বলতাম, কিন্তু পুলিশটা দেখছে যে।'

মেয়েটাকে নিয়ে মুখভার করে সোপি হেঁটে চলল। আর কোনো আশাই তার নেই। মোড়ের কাছে এসে সে তাকে একলা ফেলে ভোঁ-দৌড় দিল। থামল গিয়ে অন্য একটা এলাকায়। ফারকোট-পরা মহিলারা আর গরম কোট-পরা লোকজন সব বেড়াচ্ছিল সেখানে। সোপির ভাবনা হল, কেন তাকে কেউ গ্রেপ্তার করছে না। একটা থিয়েটারের সামনে একজন পুলিশকে দেখতে পেয়ে সে শেষ একটা চেষ্টা করে দেখবার জন্যে যেন মরিয়া হয়ে উঠল। সে পা বাড়াল। ফুটপাথের ওপর মাতালের অভিনয় করতে লাগল

www.pathagar.com

সোপি। আবোল-তাবোল বকতে লাগল চিৎকার করে। নেচে-নেচে হাত-পা ছুড়ে চলল। অল্পক্ষণেই বেশ একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলল সে। পুলিশ লাঠি নামিয়ে একটা লোককে গায়ে পড়ে বলল :

'হার্টফোর্ট কলেজের যারা ডিমের ব্যাপারি তাদের কেউ হবে। ফুর্তি করছে। চিৎকার করলেও ক্ষতি নেই। ওপর থেকে ওদের ছেড়ে দেবার হুকুম আছে।'

নিরাশ হয়ে সোপি মাতলামি বন্ধ করল। পুলিশ কি তাকে কোনো রকমেই গ্রেপ্তার করতে পারে না? সেই দ্বীপ তার কাছে এখন দূরবর্তী এক দেশ বলে মনে হতে লাগল। বাইরে শীতের বাতাস। সোপি তার সুতির কোটের বোতাম লাগিয়ে দিল।

সিগারেটের দোকানে একটা লোক দাঁড়িয়ে চুরুট ধরাচ্ছিল। দরোজার কাছেই তার সিল্কের ছাতাখানা রাখা। সোপি এগিয়ে এসে ছাতাখানা নিয়ে এক-পা এক-পা করে এগুতে লাগল। লোকটা চুরুট হাতে পেছন-পেছন নেবে এল।

'আমার ছাতা নিয়ে যাচ্ছেন কেন?'

'আরে তাই নাকি?' বিদ্রূপের স্বরে সোপি বলল, 'তাহলে পুলিশ ডাক না। ব'ল আমি নিয়েছি তোমার ছাতা। বাহ্! ডাক, পুলিশ ডাক। মোড়ের কাছেই দাঁড়িয়ে ডাক না।'

কিন্তু ছাতাঅলার আর উৎসাহ দেখা গেল না। সে থেমে গেল। সোপিও থামল। এবারো বোধ হয় ভাগ্য তার খারাপ। আর সেই পুলিশ অবাক হয়ে দু-জনকে দেখতে লাগল। ছাতাঅলা বলল :

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আপনার ছাতাই হয়ত হবে ওটা। হঠাৎ ভুল হয়ে গিয়েছিল মানে—মানে—আপনার ছাতা—আমাকে এই ভুলের জন্যে ক্ষমা করে দিন—ইয়ে-মানে আজ সকালে একটা রেস্তোরাঁয় এটা পেয়েছিলাম—যদি এটা আপনারই হয়—'

সোপি গর্জন করে উঠল, 'আপনার মানে? এটা আমারই।' ছাতাঅলা চলে গেল। পুলিশ একটা লম্বা মেয়েকে রাস্তায় মোটর চড়তে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল।

সোপি পুবদিকের একটা রাস্তা ধরে এগুতে লাগল। এদিকে রাস্তাটা মেরামত হচ্ছে এখন। একটা পার্কের মধ্যে সে ছাতাটা ছুড়ে ফেলে দিল। পুলিশদের বিড়বিড় করে গালাগাল দিল : 'ধরা পড়তে ইচ্ছে করেছি আর ব্যাটারা অমনি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আমি যেন দোষই করতে পারি না।'

পুবদিকের একটা অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি আর এঁদো রাস্তায় এসে দাঁড়াল সোপি। মুখ তার ম্যাডিসন স্কোয়ারের দিকে। ঘর বলতে তার কিছু নেই। পার্কের বেঞ্চই তার সব। তবু তারই টানে সে চলে এসেছে।

কিন্তু হঠাৎ সে একটা নিস্তব্ধ মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল একেবারে। সামনে একটা পুরনো গির্জা। অনেক পুরনো। বেগুনি রঙের শার্সির ভেতরে আলো জ্বলছে। সেই সাথে বাজছে অর্গান। সামনের রোববারের প্রার্থনা ওরা অভ্যেস করছে এখন। সেই সঙ্গীত, সেই মূর্ছনা এসে যেন তার হৃদয়কে অভিভূত করে ফেলল। সে লোহার বেড়া ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

· আকাশে বিরাট চাঁদ। সুন্দর পথে লোকজন খুব কম। গাড়ি-ঘোড়াও প্রায় নেই। গাছের ডালে ঘুম-ঘুম স্বরে চড়ুই ডেকে উঠল। হঠাৎ মনে হল স্তব্ধ এক গ্রামের ভেতরে সে দাঁড়িয়ে। অর্গানের মিষ্টি সুর তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই সুর তাকে ফিরিয়ে

www.pathagar.com

নিয়ে গেল তার সুদূর অতীতে। যখন তার মা ছিলেন, বাগানে গোলাপ ছিল, বন্ধু ছিল, আশা ছিল, আর ছিল ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন।

এই বেদনার স্মৃতি আর অর্গানের করুণ ধ্বনি তার হৃদয়কে যেন ধুয়ে দিয়ে গেল। তার চোখ খুলে গেছে। আজ এ কী অধঃপতন তার! এ-ভাবে কুকুরের মতো বেঁচে থাকা, আশা নেই, রঙ নেই। কোনো ভরসাও নেই। শুধু এক কুটিল অভিলাষ নিয়ে সে আজ যেন বেঁচে আছে।

ব্যথায় তার বুক ভরে উঠল। এই অভিশপ্ত ভাগ্যকে যদি সে ফেরাতে পারত! সে এই আবর্ত থেকে উঠে আসবে, সে আবার মানুষ হবে। সে তার কাঁধের শয়তানকে জয় করবেই। এখনো সময় আছে। তার বয়স এখনো তেমন কিছু হয়নি। অতীতের স্বপ্নকে সে ফিরিয়ে আনবে, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করবে। এই করুণ অর্গানের ধ্বনি তার ভেতরে আজ আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। কালই সে শহরে চলে যাবে। কাজ খুঁজবে। সে কাজ করবে। পশমের এক কারবারি তাকে একবার ড্রাইভারের চাকরি দিতে চেয়েছিল। সে কালই তার কাছে গিয়ে কাজটা চাইবে। তারপর সে আবার মানুষ হবে। আবার—। হঠাৎ কে যেন সোপির হাত ধরে ফেলল। চকিতে মুখ ফিরিয়েই সে দেখতে পেলে : পুলিশ।

'কী করছ এখানে, বাছাধন?'

'কিচ্ছু না।'

'তাহলে হাজতে চল চাঁদ।'

পরের দিন সকালে পুলিশ কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিলেন :

'তিন মাসের জন্য দ্বীপে কারাদণ্ড দেওয়া হইল।'

www.pathagar.com

শেষ পাতা

ওয়াশিংটন স্কোয়ারের পশ্চিমে রাস্তাগুলো এঁকেবেঁকে গেছে। কোথাও-বা একটুখানি গিয়েই শেষ হয়ে গেল। সেখানে একই রাস্তা হয়ত কোনো রাস্তা দু-বার কেটে বেরিয়ে গেছে।

এইসব অঞ্চলেই পুরনো বাড়ি সস্তায় ভাড়া পাওয়া যায়। শিল্পীরা অনেকে এইখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে।

একটা পুরনো নড়বড়ে তেতলা বাড়ির মাথায় স্যু আর জনসির ছবি আঁকবার স্টুডিও ছিল। একজন এসেছিল মেইন থেকে। আর একজন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। দু-জনেই একটা হোটেলে খেতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। তারপর দু-জনের সব বিষয়ে একই রকম পছন্দ হওয়াতে একসঙ্গে এই স্টুডিওটা করেছিল।

সেটা মে মাস। কিন্তু নভেম্বর মাসেই নিউমোনিয়ার আক্রমণ শুরু হল এ অঞ্চলে। জনসিকেও একদিন নিউমোনিয়ায় ধরল। অসুখে পড়ে সে তার বিছানায় শুয়ে পড়ে রইল। জানলার ফাঁক দিয়ে একটা ইটের বাড়ির পেছনের দিকটা দেখা যায়।

একদিন ডাক্তার এলেন। থার্মোমিটার ঝাড়তে স্যুকে ডেকে তিনি বললেন—'বাঁচবার আশা খুব কম দেখলাম। একমাত্র ভরসা যদি রোগীর বাঁচবার খুব আকাঙ্ক্ষা থাকে। তোমার বন্ধু যেন পণ করেছে যে সে আর ভালো হবে না। ওর মনে কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে?'

স্যু বলল—'ওর ইচ্ছে ছিল ও নেপলস-এর উপসাগর আঁকবে।'

'আঁকার কথা থাক! কোনো ছেলের কথা কখনো ভেবেছে—মানে কোনো ছেলেকে কি ও ভালোবেসেছিল?'

'ছেলে! না ডাক্তারবাবু, সে-রকম কোনো ঘটনার কথা আমি শুনি নি।'

'তাহলে আশা বড় কম। ওষুধের যা-কিছু ক্ষমতা আছে তা আমি করব। একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস কর ওকে—যদি কখনো ওর নতুন জামা-কাপড় পরতে ইচ্ছে হয়—তাহলে বুঝবে ওর কিছু আশা আছে।'

ডাক্তার চলে যাবার পর স্যু তার ছবি আঁকবার বোর্ডটা নিয়ে শিস দিতে দিতে জনসির ঘরে ঢুকল।

জনসি চুপ করে জানলার দিকে মুখ করে শুয়েছিল। স্যুর মনে হল জনসি বোধহয় ঘুমুচ্ছে—তাই শিস দেওয়া বন্ধ করল।

স্যু আপন মনে বোর্ডটা সাজিয়ে একটা সাময়িক পত্রিকার গল্পের জন্যে ছবি আঁকতে লাগল। যারা নতুন লেখক তারা যেমন সাহিত্যে নাম করবার জন্যে সাময়িক পত্রিকায় লিখে হাত পাকায়, তেমনি তরুণ শিল্পীরাও সাময়িক পত্রিকায় ছবি এঁকে হাত পাকায়।

স্যু যখন ছবি আঁকছিল, তখন হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ কানে আসতেই জনসির বিছানার পাশে গেল।

www.pathagar.com

জনসির চোখ খোলা ছিল। সে বাইরের দিকে চেয়ে কী যেন গুনছিল।

জনসি গুনছিল—'বার', তারপর 'এগার', তারপর 'দশ', তারপর 'নয়', তারপর 'আট', তারপর 'সাত'।

স্যুও জানলার বাইরে চেয়ে দেখছিল। কী গুনছে জনসি? কুড়ি ফুট দূরে একটা ইটের বাড়ির পেছনদিকটা ফাঁকা—আর একটা নীরব উঠোন—দেখবার কিছুই নেই সেখানে। একটা আইভিলতা ইটের দেওয়ালটা আধখানা বেয়ে উঠেছে—তার গোড়াটা শুকিয়ে গেছে। শরতের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে তার পাতাগুলো খসে গেছে—শুধু ডাঁটাটা ইটের দেওয়ালে আটকে আছে কোনো রকমে।

স্যু জিজ্ঞেস করলে—'ওদিকে কী দেখছ ভাই?'

জনসি চুপি চুপি বলল—'আর ছটা। খুব তাড়াতাড়ি খসে পড়ছে। তিন দিন আগে প্রায় একশোটা পাতা ছিল। গুনতে আমার মাথা ধরে যেত। এখন গোনা খুব সোজা হয়ে গেছে। ওই আর-একটা খসে গেল—এখন মাত্র পাঁচটা পাতা রইল।'

'কী বলছ জনসি?'

'পাতার কথা বলছি। ওই-যে আইভিলতা গাছটা দেখছ, ওর পাতা। যখন শেষ পাতাটা খসে যাবে তখন আমিও চলে যাব। আজ তিন দিন হল আমি জানতে পেরেছি—ডাক্তার তো তোমাকে সে-কথা বলে গেছে।'

স্যু বললে—'যত সব বাজে কথা। তোমার ভালো হওয়ার সঙ্গে পাতা-ঝরার কী সম্পর্ক? ও গাছটাকে তোমার তো খুব ভালো লাগত? তা ওসব কথা ভেব না তুমি। ডাক্তার বলেছিল—তুমি শিগগির সেরে উঠবে। এখন এই ঝোলটুকু একটু খেয়ে নাও। আমি এখন সম্পাদকের কাছে গিয়ে ছবিটা দিয়ে কিছু টাকা আনব—তোমার জন্যে ওষুধ আনব, আমার নিজের খাবারও কিনে আনব।'

জনসি বলল—'আমার জন্যে আর ওষুধ আনতে হবে না, ওই আর-একটা পাতা খসল। আমি আর ঝোল খাব না। আর চারটে পাতা রইল—সন্ধে হবার আগে বাকি ক-টাও খসে যাবে, তখন আমারও যাবার পালা আসবে।'

স্যু বললে—'জনসি, ওদিকে আর চেয়ে দেখো না ভাই, চোখ বুজে থাক। আমি আঁকাটা শেষ করে কালকেই দিয়ে আসতে চাই। আমি জানলাটা বন্ধ করে দিতাম, কিন্তু আমার একটু আলো দরকার হবে।'

জনসি বললে—'কেন, ও-ঘরে গিয়ে তুমি আঁকতে পার না?' স্যু বললে—না, আমি এ-ঘরে তোমার পাশে বসে থাকতে চাই—তা ছাড়া আমি চাই না তুমি ওই আইভি-পাতার দিকে চেয়ে দেখো।'

জনসি চোখ বুজে চুপ করে থেকে বললে—'তোমার আঁকা শেষ হলেই আমাকে বলবে। আমি শেষ পাতাটার খসে যাওয়া দেখতে চাই। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছি। আর ভাবতে পারি না। আমি আস্তে আস্তে সবকিছুর মায়া কাটাতে চাই—তারপর ওই পাতাগুলোর মতোন হাওয়ায় ভেসে যেতে চাই।'

স্যু বললে—'তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। আমি বুড়ো বেরম্যানকে ডেকে এনে তাকে মডেল করবো—আমি যাব আর আসব—তুমি যেন নড়বার চেষ্টা কর না।'

www.pathagar.com

বুড়ো বেরম্যান একজন শিল্পী। সে তাদের বাড়ির একতলায় থাকত। বয়েস তার ষাট পেরিয়ে গেছে। তার মুখে একটা দাড়ি। শিল্পী হিসেবে বেরম্যান কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। চল্লিশ বছর ধরে ছবি এঁকেও কোনো নাম হয় নি তার। চিরকাল তার ইচ্ছে যে সে একটা শ্রেষ্ঠ চিত্র আঁকবে—কিন্তু তা কখনো আরম্ভ করা হয় নি। অনেক বছর ধরে কেবল বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকেই কাটিয়েছে। নতুন শিল্পীদের কাছে মাঝে মাঝে মডেল হিসেবে কাজ করেও সে সামান্য কিছু আয় করত। নতুন শিল্পীরা অনেকেই জাত-মডেল নিয়ে কাজ করবার পয়সা দিতে পারত না। খুব মদ খেত সে। আর সে যে একদিন শ্রেষ্ঠ একটা ছবি আঁকবে সে-কথাও বলত। এ ছাড়া সে একজন ভয়ানক প্রকৃতির লোক ছিল—তার কাছে হৃদয়বৃত্তির কোনো মূল্য ছিল না। এই দুজন মেয়েশিল্পীকে সে একটু নেক-নজরে দেখত—তাদের ভালো-মন্দের সম্বন্ধে সে একটু ভাবত।

স্যু বেরম্যানের ঘরে গিয়ে দেখলে তার ঘরে ছবি আঁকবার সেই বোর্ডটা তখনো তেমনি ফাঁকা। গত পঁচিশ বছর ধরে একটা আঁচড়ও কাটেনি সে তাতে। বেরম্যানকে সমস্ত খুলে বললে সে। বললে—কেমন করে জনসি শুকনো পাতার মতো খসে পড়ে যাবার ভয় করছে।

বেরম্যান বললে—দূর, আইভি গাছ থেকে পাতা খসে যাবার সঙ্গে মরে যাবার কথা কেউ কল্পনা করতে পারে! যত সব উদ্ভট কল্পনা। আমি তো একরম কথা কখনো শুনিনি। আমি তোমার মডেল হব না—তোমারই তো দোষ, তুমি জনসির মাথা থেকে এইসব উদ্ভট কল্পনা দূর করতে পার না?

স্যু বললে—কী করব, অসুখে ভুগে ভুগে জনসি খুব রোগা আর দুর্বল হয়ে গেছে—তাই যত অদ্ভুত কল্পনা ওর মাথায় ভর করে। তা যাকগে—তুমি যদি আমার মডেল না হও আর কী করব!

বেরম্যান বললে—আসলে তুমি মেয়ে মানুষ বৈ তো নও—কে বললে আমি মডেল হব না? তুমি যাও—আমি তো আধঘণ্টা ধরে বলে আসছি আমি মডেল হব—মিস জনসির মতো ভালো মেয়ে এখানে অসুখ হয়ে পড়ে থাকবে, এটা ভালো কথা নয়। আমি বলছি একদিন আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি আঁকব—তখন আমরা সবাই এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব।

তারা দু-জনে যখন ওপরের তলায় গেল তখন জনসি ঘুমোচ্ছে। স্যু আস্তে আস্তে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে পাশের ঘরে গেল। সেখান থেকে ভয়ে ভয়ে আইভিলতাটার দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর দু-জনেই দু-জনের মুখের দিকে চাইলে। বৃষ্টি হচ্ছে—বৃষ্টির সঙ্গে বরফও পড়ছে। বেরম্যান তার নীল শার্টটা পরে মডেল হয়ে বসল।

পরের দিন সকালে যখন স্যু একঘণ্টা মাত্র ঘুমিয়ে উঠল তখন দেখলে জনসি বন্ধ জানালাটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

বললে—জানলাটা খুলে দাও—আমি দেখব।

স্যু জানলাটা খুলে দিলে।

কিন্তু আশ্চর্য, সমস্ত রাত ধরে অত বৃষ্টি আর ঝড়ের পরও ইটের দেয়ালের গায়ে সেই আইভিলতার গাছে তখনও একটা পাতা লেগে রয়েছে। ওইটেই শেষ পাতা। গোড়াটা এখনও সবুজ রয়েছে, যদিও ধারগুলো হলদে হয়ে গেছে। পাতাটা মাটির ওপরের প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে ডালের গাছে লেগে রয়েছে শক্ত হয়ে।

www.pathagar.com

জনসি বললে—ওইটেই শেষ পাতা। আমি ভেবেছিলাম, রাত্রে বৃষ্টিতে ওটা ঝরে পড়ে যাবে। বাতাসের শব্দ আমার কানে এসেছে। আজকে ঠিক পড়বে—আমিও ঠিক সেই সময়ে চলে যাব।

স্যু নিজের মুখটা বালিশের কাছে নিয়ে এসে বললে—জনসি, তোমার কথা তুমি না ভেবে আমার কথাটা একবার ভাব। তুমি চলে গেলে আমি কী করে থাকব একবার ভাব।

কিন্তু জনসি চুপ করে রইল। যে চলে যাবে, তার মতো নিঃসঙ্গ আর কে আছে? যেন তার সঙ্গে এ-পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্ক আস্তে-আস্তে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আস্তে-আস্তে দিন গড়িয়ে চলল। সন্ধেবেলার অল্পান্ধকারে দেখা গেল পাতাটা তখনও দেয়ালের গায়ে আটকে রয়েছে। রাত আসবার সঙ্গে সঙ্গে আবার উত্তুরে বাতাস বইতে শুরু করল। বৃষ্টির ঝাপটা এসে জানলায় লাগতে লাগল।

সকাল হলে জনসি জেদ ধরলে জানলাটা খুলে দিতে।

আইভিলতার পাতাটা তখনও তেমনি রয়েছে।

জনসি সেইদিকে চেয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল। তারপর স্যুকে ডাকলে। স্যু তখন জনসির জন্যে খাবার তৈরি করছে।

জনসি বললে—'আমি খুব খারাপ মেয়ে স্যুডি। আমি খারাপ, তাই পাতাটাও পড়ছে না। আমি আর মরতে চাই না স্যুডি। আমার খাবার যা আছে নিয়ে এস—আমি খাব। আর একটা আরশি দাও তো—আর আমাকে পিঠে বালিশ দিয়ে একটু বসিয়ে দাও না।'

একঘণ্টা পরে সে বললে—'স্যুডি, একদিন হয়ত আমি নেপলস-এর উপসাগরটা আঁকতে পারব।'

বিকেলবেলা ডাক্তার এল। ডাক্তার চলে যাবার পর স্যু বাইরে গিয়ে দেখা করল।

ডাক্তার স্যুর হাতে হাত দিয়ে বললেন—'এখন একটু আশা হচ্ছে—কিন্তু আপনার সেবার জন্যেই হয়ত আপনার বন্ধু এ-যাত্রা বেঁচে গেল। একতলায় আমাকে আর-একটা রোগী দেখতে যেতে হবে—তার নাম বেরম্যান নাকি! শুনেছি লোকটা নাকি ছবি আঁকে। তারও বোধহয় নিউমোনিয়া হয়েছে। বুড়ো মানুষ, খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে—তার অবস্থাও খুব সঙ্গিন। তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে—'

পরের দিন সকালবেলা ডাক্তার এসে বলল—'আর কোনো বিপদ নেই, আপনার চেষ্টাতেই রোগী সেরে উঠল। এবার শুধু একটু সেবাযত্ন আর পুষ্টিকর খাওয়া দরকার।'

সেদিন বিকেলবেলা জনসি যেখানে শুয়েছিল সেখানে স্যু এল। একটা নীল শস্তা পশমের স্কার্ফ বুনছিল সে। জনসির গলা জড়িয়ে ধরে বলল—'আজ তোমাকে একটা কথা বলব জনসি। মিস্টার বেরম্যান আজকে হাসপাতালে নিউমোনিয়ায় মারা গেছে। দু-দিন শুধু অসুখে ভুগেছে। প্রথম দিন চাকরটাই তাকে দেখতে পায় ঘরের মধ্যে যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। তার জুতো জামা সব ভিজে গিয়েছিল। ওই রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে যে কোথায় গিয়েছিল কেউ জানে না। তারপর একটা লণ্ঠন দেখতে পেল। একটা মইও পড়ে ছিল—কয়েকটা তুলি, কিছু রঙ—জানলার বাইরে চেয়ে দেখ ভাই, দেয়ালের গায়ে আইভি গাছে এখনও শেষ পাতাটা লেগে রয়েছে। কখনো তোমার মনে হয় নি ওটা বাতাসে কেন নড়ছে না? ভাই কী বলব তোমাকে, যেদিন শেষ পাতাটা পড়ে যায়—সেদিন সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবিটা এঁকে রেখে গিয়েছে ওখানে।'

www.pathagar.com

বিশ বছর পরে

ভারিক্কি চালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে পাহারাওয়ালা। চলনটা অভ্যেস, লোক-দেখানো নয়, কারণ আশপাশে দর্শক ছিল না কেউ। রাত বড়জোর গোটা দশ, কিন্তু ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর হিমেল হাওয়ায় বহু আগেই লোকজন রাস্তা ছেড়েছে। এক একটা দরজা পরখ করছে সে, নানান ভঙ্গিতে আন্দোলিত হচ্ছে হাতের লাঠি, এক-একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে রাতের সুপ্ত রাজপথকে। চলার ইঙ্গিতে ঈষৎ আন্দোলিত লম্বা-চওড়া পাহারাওয়ালাকে দেখাচ্ছে আইনের অভিভাবকের চমৎকার দৃষ্টান্তের মতো। এলাকাটা নিঝুম হয়ে যায় অল্প রাতেই। হেথা-হোথা সিগারের দোকান বা সারারাত খোলা খাবারের দোকানের আলো চোখে পড়লেও অন্য দোকান-পাট সবই বন্ধ।

বিশেষ এক জায়গায় এসে পায়ের গতি শ্লথ করল পাহারাওয়ালা। একটা লোহা-লক্কড়ের দোকানের আঁধার দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক, ঠোঁটের ফাঁকের সিগারেটটায় এখনো আগুন ধরানো হয় নি। পাহারাওয়ালা কাছে আসতেই ওকে আশ্বাস দিয়ে তাড়াতাড়ি বলল সে, 'ঠিক আছে অফিসার। আমি শুধু এক বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছি। আজকে এখানে দেখা করার কথা হয়েছিল বিশ বছর আগে। হাস্যকর মনে হচ্ছে তোমার, তাই না? তোমার সন্দেহ দূর করার জন্যে বুঝিয়ে বলছি ব্যাপারটা। অনেক কাল আগে ঠিক এখানটায় একটা রেস্তোরাঁ ছিল—বুড়ো জো ব্র্যাডির রেস্তোরাঁ।'

'পাঁচ বছর আগেও ছিল। তারপর উঠে যায়', বলল পাহারাওয়ালা।

দরজায় দাঁড়ানো লোকটা দেশলাই ঠুকে সিগারেট ধরাল। তারই আলোয় দেখা গেল বিবর্ণ মুখ, চওড়া চিবুক, উজ্জ্বল চোখ আর ডান চোখের ভুরুর কাছাকাছি একটা কাটা দাগ। ওর স্কার্ফে লাগানো পিনে বড়সড় হীরে একটা—খাপছাড়াভাবে বসানো।

লোকটা আবারো বলল, 'বিশ বছর আগে এই রাতে আমি আর আমার সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু জিমি ওয়েলস বুড়ো জো ব্র্যাডির দোকানে খেয়েছিলাম। ওর মতো খাসা লোক হয় না। ও আর আমি জন্মেছি নিউইয়র্কে, বড় হয়েছি এক সাথে, ভাইয়ের মতো। আমার বয়েস তখন আঠার আর জিমির কুড়ি। পরের দিন সকালবেলা সৌভাগ্যের সন্ধানে আমার পশ্চিমে যাবার কথা। জিমিকে কিছুতেই নিউইয়র্কের বাইরে নেয়া গেল না, তার মতে দুনিয়াতে এ-ই একমাত্র জায়গা। হ্যাঁ, আমরা ঠিক করলাম সেই তারিখ ও সময় থেকে ঠিক বিশ বছর পরে জো ব্র্যাডির দোকানে দেখা করব আমরা, তা আমাদের অবস্থা যা-ই থাক আর যতদূর থেকেই আসতে হোক। আন্দাজ করেছিলাম, যে-ভাবেই হোক, এই বিশ বছরে আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে আর সুদিনের মুখও দেখব আমরা।'

www.pathagar.com

'খুব মজার ব্যাপার মনে হচ্ছে', পাহারাওয়ালা মন্তব্য করল। 'দু-বারের দেখা হবার ভেতর সময়টা খুব লম্বা বলে মনে হচ্ছে, তাই না? চলে যাবার পর বন্ধুর খোঁজ-খবর পান নি আর?'

'তা, হ্যাঁ, কিছুদিন চিঠিপত্র লেখালেখি ছিল বটে। কিন্তু বছর খানেক পর যোগাযোগ হারিয়ে ফেললাম। বুঝলেন কিনা, পশ্চিম অঞ্চলটা খুব বিরাট জায়গা আর আমিও খুব ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু আমি জানি বেঁচে থাকলে জিমি আসবেই। অমন সত্যবাদী আর অটল লোক আর হয় না। ও ভুলবে না কখনো। আজ রাতে ওর সাথে দেখা করব বলে হাজার মাইল দূর থেকে এসেছি, বন্ধুর দেখা পেলেই সেটা সার্থক হবে।'

ডলার ওপর ছোট-ছোট হীরে-বসানো সুন্দর একটা ঘড়ি পকেট থেকে বের করল লোকটা।

'দশটা বাজতে তিন মিনিট। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় রেস্তোরাঁর দরজা থেকে বিদায় নিয়েছিলাম আমরা।'

'পশ্চিমে গিয়ে বরাতটা খুলে গেছে, তাই না?' পাহারাওয়ালা জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই! জিমির ভাগ্যে তার অর্ধেক জুটে থাকলেও খুশি হব আমি। এত খাসা ছেলে, অথচ খুব দুরবস্থায় দিন কাটছিল ওর। কপাল বানাবার জন্যে জনকয়েক ঘাগু লোকের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছিল আমার। নিউইয়র্ক লোকের বুদ্ধিতে জং ধরিয়ে দেয় আর পশ্চিম করে তোলে ক্ষুরধার।'

হাতের লাঠিঠা নাচাতে-নাচাতে দু-পা এগোল পাহারাওয়ালা। 'যেতে হচ্ছে আমাকে। আশা করছি আসবেই আপনার বন্ধু। ঠিক দশটা বাজলেই চলে যাচ্ছেন নাকি?'

'তা কেন? অন্তত আধঘণ্টা সময় দেব ওকে। নাকের আগায় দম থাকলে নিশ্চয়ই তার ভেতর হাজির হবে জিমি। বিদায়, অফিসার।'

'শুভরাত্রি, স্যার।' দরজা পরখ করতে-করতে রোঁদে এগিয়ে যায় পাহারাওয়ালা।

ততক্ষণে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাতাসও বইতে শুরু করেছে সজোরে। তখনো যে দু-চারজন পথচারী বাইরে ছিল তারা কোটের কলার কান অবধি টেনে পকেটে হাত ঢুকিয়ে চলে গেল ত্রস্তে। লোহা-লক্কড়ের দোকানের দরজায় হেলান-দেয়া যে-লোকটা হাজার মাইল দূর থেকে এসেছে ফেলে-আসা দিনগুলোর বন্ধুর সাথে অবিশ্বাস্য-রকম পুরনো সাক্ষাৎকার বজায় রাখতে, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অপেক্ষা করে চলল সে।

প্রায় কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করেছে সে। এমন সময় কান অবধি ওভারকোটের কলারে ঢাকা লম্বামতো একটা লোক রাস্তা পেরিয়ে এল। সরাসরি লোকটার কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি নাকি, বব?' সন্দেহের দোলা তার কণ্ঠস্বরে।

'আর তুমি কি জিমি ওয়েলস?' প্রায় চিৎকার করে ওঠে দরজায় দাঁড়ানো লোকটা।

'হায় খোদা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নবাগত। ততক্ষণে পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরেছে তারা। 'আমার বিশ্বাস ছিল, বেঁচে থাক তো নিশ্চয়ই তোমার নাগাল পাব এখানে। তা বেশ—বিশ বছর খুব লম্বা সময়। পুরনো রেস্তোরাঁটা ওঠে গেছে, বব, থাকলে ভালো হত। আবারো এক সাথে খাওয়া যেত। পশ্চিমে গিয়ে কপালটা খুলেছে তো?'

'খাসা! যা কিছু চেয়েছিলাম সবই পেয়েছি। তুমি কিন্তু অনেক বদলেছ, জিমি। আমি ভাবি নি যে আরো দু-তিন ইঞ্চি লম্বা হবে তুমি।'

www.pathagar.com

'তা কুড়ির পর কিছুটা বেড়েছি বৈ কী।'

'নিউইয়র্কে ভালোই চলছে, জিমি?'

'কোনো রকম। একটা সরকারি অফিসে কাজ করি। চল, আমার জানা একটা জায়গায় বসে পুরনো সব দিন নিয়ে গল্প করা যাবে।'

হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলে ওরা। সাফল্য পশ্চিম থেকে আসা লোকটার মধ্যে কিছুটা হামবড়া ভাব এনে দিয়েছে। তাই নিজের কথাই বলে যাচ্ছিল সে। ওভারকোটে কান পর্যন্ত মোড়া লোকটা শুনে যাচ্ছিল নীরবে।

মোড়ের মাথার ড্রাগ স্টোরটার সামনে উজ্জ্বল বিজলি আলো। এক সাথে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাইল ওরা। পশ্চিম থেকে আসা লোকটার হাত নেমে এল হঠাৎ করে।

'তুমি জিমি ওয়েলস নও। বিশ বছর দীর্ঘ সময়, কিন্তু তাতে রোম্যান ধাঁচের নাক বদলে খ্যাঁদা হয়ে যায় না।'

'ভালো লোক মাঝে-মাঝে খারাপ হয়ে যায়', বলল লম্বা লোকটা। 'গত দশ মিনিট ধরে তুমি গ্রেফতার হয়ে আছ, 'পিছলে' বব। শিকাগো পুলিশ আন্দাজ করেছিল যে তুমি এদিকটায় আসবে। তাই তার-করে আমাদের জানিয়েছে যে তোমার সাথে গল্প করতে চায় তারা। হ্যাঙ্গামা না করেই যাবে, কী বল? সে-ই ভালো। থানায় যাবার আগে এই চিঠিটা পড়ে দেখ। এই আলোতেই পড়তে পারবে। পাহারাওয়ালা ওয়েলস পাঠিয়েছে।'

চিরকুটটার ভাঁজ খুলল পশ্চিম থেকে আসা লোকটা। গোড়ায় স্থির ছিল তার হাত, কিন্তু কাঁপতে লাগল একটু পরেই। গোটাকয় কথা লেখা চিরকুটটায় :

'বব। ঠিক সময় যথাস্থানে হাজির হয়েছিলাম। সিগার ধরাবার জন্যে যখন দেশলাই জ্বালালে তখনই চিনতে পারলাম, এই চেহারার লোকটিকেই শিকাগো পুলিশ খুঁজছে। কাজটা নিজের হাতে করতে পারলাম না, তাই ছদ্মবেশী গোয়েন্দা পাঠালাম একজন।—জিমি।'

www.pathagar.com

প্রেম, ঘড়ি ও খলিফা

ভ্যালেলুনা রাজ্যের রাজকুমার মাইকেল বসে আছে। পার্কের পছন্দমতো একটা বেঞ্চে সেপ্টেম্বরের রাত্রির ঠাণ্ডা তার শরীরে দুর্লভ ওয়াইন টনিকের মতো দ্রুত জীবন সঞ্চার করছে। বেঞ্চগুলো শূন্য। পার্কচারীরা তাদের উত্তাপহীন রক্তস্রোত নিয়ে হেমন্ত-শীতের প্রথম স্পর্শেই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেছে।

পুবদিকে বাড়িগুলোর ছাদের ওপর দিয়ে আকাশ আলো করে এইমাত্র চাঁদ উঠল। মিহি ধারায় ঝরে-পড়া ফোয়ারার পাশে ছেলেমেয়েরা হৈ-হল্লায় ব্যস্ত। ছায়াবৃত কোণগুলোতে হরিণ-দম্পতিরা প্রেম নিবেদনে রত। মানুষের দৃষ্টি সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অচেতন। দেশি মিস্ত্রির তৈরি মাউথ-অর্গান কে যেন বাজিয়ে চলেছে পথের ধারে। ছোট্ট পার্কের মনোরম পরিবেশের চারদিকে রাস্তার মোটরগুলো বিচিত্র হর্ন বাজিয়ে চলেছে—পিপ, মিউ, ভ্যাপ। চলমান ট্রেনের গর্জন যেন বাঘ-সিংহের মতো পার্কটির নির্জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। গাছের মাথার ওপর শোভা পাচ্ছে প্রাচীন পাবলিক বিলডিঙের টাওয়ারের একটা গোল আলোকোদ্ভাসিত ঘড়ি।

প্রিন্স মাইকেলের ছেঁড়া জুতো-জোড়া মেরামত করা সুদক্ষ মুচিরও আয়ত্তের বাইরে। জীর্ণ বস্ত্রের যে-কোনো ব্যবসায়ী তার পরিহিত পোশাক সম্বন্ধে কথা বলতে অস্বীকার করবে। দুই হপ্তার ক্লান্তির রেখা পড়েছে তার চেহারায়। ধূসর—বাদামি—লাল—সবজে—হলুদ—এসব বিচিত্র রঙের সম্মিলিত সমন্বয় বা কোরাসের সুর যেন। যার প্রচুর পয়সা আছে তেমন কোনো মানুষই ওর মতো জঘন্য টুপি ব্যবহার করে না।

প্রিয় বেঞ্চটিতে বসে মৃদু হাসল প্রিন্স মাইকেল। সে ভেবে সুখ পাচ্ছে যে, ইচ্ছে করলে সামনের সব কয়টি আলোকিত জানলাওয়ালা বিরাট-বিরাট অট্টালিকা কিনে নেবার সামর্থ্য তার রয়েছে। মানহাট্টানের এই গর্বোন্নত নগরীর যে-কোনো কুবেরের সমান সোনা, হীরে-জহরৎ, মূল্যবান শিল্প-সামগ্রী জড়ো করতে পারে সে, এত বেশি জমিদারি ও সম্পত্তি কিনতে পারে যে তাদের সবগুলো ঘুরে দেখার সময়ও হবে না তার। শাসক রাজন্যবর্গের সাথে একাসনে বসতে পারে সে।

সামাজিক জগৎ... শিল্পের জগৎ... সুন্দরের সমাবেশ... সর্বোচ্চ সম্মান... জ্ঞানীর প্রশংসা... তোষামোদ... অনুকরণ... ধনী জমিদারের সঙ্গ... বিবেচনা... যোগ্যতা... ক্ষমতা... আনন্দ... যশ... জীবনের সমস্ত মধু ভ্যালেলুনা রাজ্যের প্রিন্স মাইকেলের জন্যে যেন সঞ্চিত। যখন খুশি সে তা নিতে পারে। কিন্তু জীর্ণবাসে পার্কের বেঞ্চে বসে ধ্যানস্থ হতেই তার সাধ। কারণ জীবন-বৃক্ষের ফল সে আস্বাদ করেছে। মুখের তিক্ত স্বাদ নিয়ে তাই সে স্বর্গ থেকে এগিয়ে এসেছে মর্ত্যের নিপীড়িত হৃদয়-বেদনার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে।

www.pathagar.com

রাঙা দাড়িওয়ালা মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতেই এসব চিন্তা স্বপ্নের মতো ছায়া ফেলে গেল তার মনের পর্দায়। দরিদ্রতম ভিক্ষুকের বেশে পার্কে ঘুরে বেড়িয়ে মানুষকে চিনতে ভালো লাগে তার। ধনৈশ্বর্য, উচ্চাসন, মোদ্দা কথায় জীবনের কাম্য জিনিসের চেয়ে সত্যানুসন্ধানেই বেশি আনন্দ তার।

ওর প্রধান শান্তি ও সান্ত্বনা মানুষকে বিপদমুক্ত করা। সত্যিকারের প্রয়োজনে সাহায্য করা, ভাগ্যাহতকে অপ্রত্যাশিত ও রাজসিক উপহারে সুখি করা—সত্যিকারের রাজকীয় মাহাত্ম্যে সবকিছু সুবিবেচনার সাথে বিচার করা।

টাওয়ারের গায়ের বিরাট ঘড়িটার ওপর নজর পড়তেই প্রিন্স মাইকেলের হাসি কতকটা বিরক্তিতে পর্যবসিত হল। অনেক বিরাট ব্যাপার নিয়ে ভাবছে সে। সময়ে বিতর্কমূলক গণ্ডিরেখার কাছে গোটা দুনিয়ার বশ্যতা ক্ষিপ্ত করে তোলে তাকে। এই-যে মানুষের অবিরাম দ্রুত আসা-যাওয়া ঘড়ির ক্ষুদ্র কাঁটার মাপে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—এই চিন্তা সব সময়ই তাকে বিমর্ষ করে তোলে।

ইতিমধ্যে সান্ধ্য-পোশাকে এক যুবক এল। প্রিন্সের বেঞ্চ থেকে একটু দূরে তৃতীয় বেঞ্চটিতে সে বসল। মানসিক অস্থিরতার সঙ্গে সে প্রায় আধঘন্টা সিগারেট টানল, বারবার করে চাইল গাছের ওপর দিয়ে টাওয়ারের মাথার বড় ঘড়িটার দিকে। সুস্পষ্ট ওর অস্থিরতা। প্রিন্স লক্ষ করল যে, যুবকের মনঃপীড়ার কারণ যে-ভাবেই হোক ঐ ধীর গতিতে চলা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে জড়িত। মহামান্য প্রিন্স উঠে গেল যুবকের বেঞ্চে।

'আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে মাফ চাইছি', বলল সে। 'আমার মনে হয় আপনি মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন। আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনো উপকার হয়, আমি সাহায্য করতে রাজি। আমি প্রিন্স মাইকেল, ভ্যালেলুনা রাজ্যের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। আমাকে দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না নিশ্চয়ই—তাই না? ওটা আমার সুখ। যাকে সাহায্য করা প্রয়োজন মনে হয় তাকে সাহায্য করি। হয়ত-বা আপনার কষ্ট আমাদের দু-জনের সম্মিলিত চেষ্টায় লাঘব হতে পারে।'

যুবক প্রিন্সের দিকে চাইল। দৃষ্টি উজ্জ্বল বটে কিন্তু ভ্রূকুটির বঙ্কিম রেখা তখনও সোজা হয় নি। ভ্রূভঙ্গি নিয়েই সে হাসল। ঠিক হাসল কি না যেন বোঝা গেল না। বলল, 'প্রিন্স আপনাকে দেখে সুখি হলাম। হ্যাঁ, সত্যি-সত্যি আপনাকে চেনার যো নেই। আপনার সাহায্যের প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবান। কিন্তু আপনার সাহায্যে এতে কোনো সুবিধা হবে বলে তো মনে হয় না। ব্যক্তিগত ব্যাপার, বুঝলেন? তবু ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

যুবকের পাশে বসে পড়ল প্রিন্স মাইকেল। সাহায্য দিতে চেয়ে বহুবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সে, কিন্তু কখনোই ঔদ্ধত্যের সাথে কেউ প্রত্যাখ্যান করে নি। তার উন্নত ললাট আর নম্র ব্যবহারে এমন কিছু ছিল যা ঠেকিয়ে রেখেছে অবমাননাকে।

'ঘড়ি হল মানুষের পায়ের বিরুদ্ধতার নিগড়। দেখলাম, বারবার করে ঘড়ি দেখছেন আপনি। ওটার চেহারাটা অত্যাচারীর মতো, নম্বরগুলো লটারির টিকিটের মতোই ভুয়ো আর হাত দুটো নিশি ভূতের হাতের মতোই ভয়ঙ্কর, দয়ামায়াহীন। অনুনয় করে বলছি, চোখ-রাঙানো পেতল আর ইস্পাতের ঐ দৈত্যটার দাসত্ব ঝেড়ে ফেলে দিন আপনি।'

যুবক বলল, 'সাধারণত সেটা করি না আমি। কাজকর্মের সময় প্রায়ই ঘড়িটা সঙ্গে রাখি।'

www.pathagar.com

'গাছপালা আর দূর্বাঘাসের মতোই মানব-প্রকৃতিটা আমার ভালোভাবে জানা'—প্রিন্স বলল গভীর আন্তরিকতার সাথে। 'দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত লোক আমি। চারুকলার গ্র্যাজুয়েট। আর তাছাড়া সৌভাগ্যে-দেবতার খাজাঞ্চিখানা আমার হেফাজতে। মানুষের এমন দুঃখ কমই আছে ইচ্ছে করলে যা দূর করা আমার সাধ্যতীত। আপনার চেহারায় দেখতে পাচ্ছি সততা, আভিজাত্য আর অসহায়তার সংমিশ্রণ। দয়া করে আমার উপদেশ বা সাহায্য নিন। আপনাকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হচ্ছে। চেহারা দেখে আমার সামর্থ্য বিচারের মতো আহাম্মকি করবেন না।'

ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তেই যুবকের কপাল কুঞ্চিত, নিষ্প্রভ হয়ে এল। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল সে চারতলা এক লাল ইঁটের বাড়ির দিকে। বাড়ির খড়খড়িগুলো নামানো, তাদের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে আলোর সামান্য একটু আভাস।

'নটা বাজতে দশ মিনিট!'—হতাশায় যুবকের হৃৎপিণ্ডটাই যেন নিঙড়ে বেরিয়ে আসছে। ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর পা বাড়াল হনহন করে।

'দাঁড়ান!'—প্রিন্সের গর্জনে তড়াক করে ঘুরে দাঁড়াল যুবক। হেসে ফেলল।

'দশ মিনিট সময় দিচ্ছি ওকে, তারপরেই ইতি', বিড়বিড় করে বলল সে। তারপর গলা চড়িয়ে—'আপনারই মতো ঘড়ির দৌদ্দ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করব এবার, আর সে সঙ্গে মেয়েদেরও।'

'বসুন,' শান্ত স্বরে বলে প্রিন্স। 'ঘড়ির সাথে মেয়েদের ভাব-সাব একটু কম। সময়রূপ দৈত্যই আমাদের আনন্দকে সঙ্কীর্ণ—সীমাবদ্ধ করে দেয়। আমার ওপর যদি আস্থা থাকে তবে আপনার গল্প বলুন শুনি।'

উদ্ভাসিত হাসিতে যুবক নিজেকে যেন ছুড়ে দিল বেঞ্চের ওপর। সকৌতুকে সে বলতে শুরু করল, 'মহামহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজের চরণে নিবেদন করছি। আপনি কি ঐ বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন—ঐখানে—ঐ যে তিনটে জানলায় যেখানে আলো দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আজ বিকেলে ওখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমি—অর্থাৎ ইয়ে, মানে আমরা—সে আমার বাগদত্তা। আমি কুপথে চলছিলাম—প্রিন্স, অতি বদ ছেলে আমি। সে সবই শুনতে পেয়েছে, আমি ওর কাছে ক্ষমা চেয়েছি। আমরা সব সময়ই চাই মেয়েরা আমাদের ক্ষমা করুক, তাই নয় কি প্রিন্স?

'সে বলেছে—'ভেবে দেখার সময় চাই। তবে, নিশ্চিত জেনো তোমাকে হয়ত সম্পূর্ণ ক্ষমাই করব—নয়ত কখনো আর তোমার মুখ দেখব না। এর ভেতর আপস-রফা নেই।' সে বলেছে—ঠিক সাড়ে আটটায় ওপরের তলার মাঝখানের জানালার দিকে তাকাবে। তোমায় ক্ষমা করব, এই যদি ঠিক করি তবে জানালায় সাদা সিল্কের চাদর ঝুলিয়ে দেব। তাহলেই তুমি জানতে পারবে সবকিছুই ভুলে গেছি। তুমি আমার কাছে আসবে। আর যদি চাদর না দেখ তবে বুঝবে আমার সব সম্বন্ধ চিরদিনের মতো চুকে গেছে।'

তিক্ত সুরে যুবক বলল, 'সে জন্যেই আমি ঘড়ি দেখছি। সঙ্কেত পাবার নির্দিষ্ট সময়ের পর তেইশ মিনিট পার হয়ে গেছে। কাজেই আমি এখন কিছুটা অস্থির বলে আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন না, জীর্ণ চীরধারী প্রিন্স?'

www.pathagar.com

আবেগ-জড়িত কণ্ঠে প্রিন্স মাইকেল বলল, 'আবার বলছি, মেয়েতে-সময়ে সম্পর্কটা সাপে-নেউলে। ঘড়িগুলো এক-একটা শয়তান আর মেয়েরা আশিস-স্বরূপা। আপনার সঙ্কেত-চিহ্ন এখনও তো দেখা যেতে পারে?'

যুবক বলল, 'মোটেই না। আপনার ধারণা ভুল। মেরিয়ানকে আপনি চেনেন না। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে সে। এটাই প্রথম আমাকে আকর্ষণ করে। আহ্বানের পরিবর্তে আমি প্রত্যাখ্যানই পেয়েছি। আমার বোঝা উচিত ছিল যে আটটা একত্রিশ মিনিটেই আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। জ্যাক মিলবার্নের সঙ্গে পশ্চিমে যাব আজ রাত পৌনে বারোটায়। এবার ওঠা যাক। কিছুদিনের জন্যে জ্যাকের খামারে যাব—তারপর ডুবে যাব হুইস্কির মধ্যে—গুড নাইট, প্রিন্স।'

প্রিন্স মাইকেল হাসল। সুন্দর, ভদ্র, বিনীত সে হাসি। যুবকের কোটের প্রান্ত টেনে ধরল সে। রাজকুমারের চোখের ঔজ্জ্বল্য কোমল, স্বপ্নাতুর, ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এল। 'ধীরে বন্ধু, ধীরে।' নির্লিপ্তভাবে প্রিন্স বলল। 'ন-টার ঘণ্টা পড়া পর্যন্ত দেরি করুন। অনেকের চেয়ে বেশি আমার সম্পদ—ক্ষমতা—জ্ঞান। কিন্তু ঘড়িতে ঘণ্টা বাজলে আমার বড্ড ভয় হয়। ন-টা বাজা পর্যন্ত আপনি আমার কাছে বসুন। ঐ মেয়ে আপনারই হবে। ভ্যালেন্নার উত্তরাধিকারী প্রিন্সের কথা রাখুন। আপনার বিয়েতে এক লাখ ডলার আর হডসন নদীর তীরে একটা বাড়ি উপহার দেব আমি। কিন্তু একটা শর্তে। সে বাড়িতে কোনো ঘড়ি থাকবে না। ওটা আমাদের সুখের সময়কে সীমাবদ্ধ করে—দুঃখ দেয়। আপনি কি এতে রাজি?'

'নিশ্চয়ই।' খুশি হয়ে যুবক উত্তর দিল। 'ওগুলো অর্থহীন, বাজে—সারাক্ষণ টিকটিক করে, ঘণ্টা বাজায়—আর ডিনারে দেরি করিয়ে দেয়।' সে আবার টাওয়ারের ঘড়ির দিকে চোখ তুলল। ঘড়ির কাঁটা ন-টার তিন মিনিট দূরে দাঁড়িয়ে।

প্রিন্স মাইকেল বলল—'ভাবছি, একটু ঘুমোব—সারাদিন বড্ড ক্লান্তিতে কেটেছে।' দেহটাকে বেঞ্চে ছড়িয়ে দিল, যেন সে এর আগেও এমনি করে শুয়েছে বহু। ঘুম-জড়ানো চোখে প্রিন্স বলল, 'যে-কোনো দিন সন্ধ্যায় আমার দেখা পাবেন এখানে। অবশ্যি ভালো আবহাওয়া থাকলে। বিয়ের দিন ঠিক হলে আসবেন—চেক দেব আপনাকে।'

'ধন্যবাদ, ইওর হাইনেস'—এতটুকু ব্যঙ্গের লেশ নেই যুবকের কণ্ঠস্বরে। 'হডসন নদীর তীরের বাড়িটার আর দরকার হবে না বলেই মনে হচ্ছে। তবু বড্ড খুশি হয়েছি আপনার সদয় উপহারের প্রস্তাবে।'

প্রিন্স মাইকেল গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল। ছেঁড়া টুপিটা বেঞ্চের তলায় গড়িয়ে পড়েছে। যুবক সেটা তুলে প্রিন্সের ঘুমন্ত মুখের ওপর রেখে আরাম করে একটু নড়ে বসল, যেন একটা গভীর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে।

'হতভাগ্য!' বলল সে ছেঁড়া কাপড়গুলো ওর বুকের ওপর ঠিক করে দিয়ে—।

সারা এলাকাটাকে চমকে দিয়ে টাওয়ারের ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন-টা বাজল। বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নির্দিষ্ট জানলায় শেষবারের মতো তাকাল যুবক—আর উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই।

ওপরতলার মাঝখানের জানলায় হেলে-দুলে পৎপৎ করে উড়ছে বাঞ্ছিত মার্জনার তুষার-শুভ্র সঙ্কেত-চিহ্ন—আলো-আঁধারির কারচুপিতে চাদরটাকে দেখাচ্ছে স্বর্গীয় কোনো বিহঙ্গীর শ্বেত পক্ষের মতো।

www.pathagar.com

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক ঘর-মুখো নাগরিক। গোল-গাল, বিলাসী গোছের। বৈচিত্র্যবিহীন এ-শহরের বিশেষ একটা জানলায় সাদা সিল্কের একখানি চাদর কতবড় আনন্দের বার্তা ঘোষণা করছে সেটা সে কল্পনাও করতে পারবে না। এগিয়ে গিয়ে যুবক তাকে পাকড়াও করল। 'দয়া করে সময়টা একবার বলবেন?'

বিষয়ী লোকের মতো সাবধানে পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে লোকটি বলল :

'আটটা বেজে সাড়ে উনত্রিশ।' অভ্যেসের বশেই টাওয়ারের ঘড়ির দিকে চাইল সে। 'ওরে বাবা! ও-ঘড়িটা আধঘন্টা এগিয়ে! দশ বছরে এই প্রথমবার বিগড়াতে দেখলাম, মশাই। আমার এ-ঘড়ি কিন্তু এক সেকেন্ডও—'

শেষের কথাগুলো শূন্যতাকে লক্ষ করেই বলা। ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখল বিলীয়মান ছায়ার মতোই দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে শ্রোতা—যেদিকে ওপরতলার তিনটে জানলায় আলো।

পরদিন সকালে এল দু-জন পুলিশওয়ালা। বেঞ্চির ওপর গুঁড়ি মেরে পড়ে-থাকা ন্যাকড়া-সর্বস্ব একটা মূর্তি ছাড়া গোটা পার্কটা জনমানব-শূন্য। ওর দিকে তাকাল তারা।

একজন বললে, 'মাতাল মাইকটা। রোজ রাতে মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকবে, কুড়ি বছর ধরে এ-পার্কেই আস্তানা ওর। মনে হচ্ছে এবারে বাছার শেষ হয়ে এল।'

আর একজন পুলিশওয়ালা ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখল ওর হাতের মুঠোয়, 'দেখেছ, কাকে ঠকিয়ে ৫০ ডলারের একখানা নোট মেরে এনেছে ব্যাটা। আফিম না চণ্ডু, কী খায় ব্যাটা, বলতে পার?'

তারপর ভ্যালেনুনার রাজকুমার মাইকেলের জুতোর তলায় বাস্তবের লাঠির ঘা শোনা গেল, 'থপ, থপ, থপ'।

www.pathagar.com

সাজানো ঘর

লাল ইঁটের বাড়িঅলা শহরের এই পশ্চিম এলাকাটার বাসিন্দারা কাল-দেবতার মতোই যাযাবর, সদা চঞ্চল। ঘরের বালাই নেই বলে হাজারো ঘর তাদের। এক সাজানো ঘর থেকে আর-এক সাজানো ঘরে উড়ে বেড়ায় তারা, সদা ক্ষণস্থায়ী—আস্তানার দিক থেকে ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী মনে-প্রাণে। ছেঁড়া বিছানায় শুয়ে গলা ছেড়ে গান ধরে, 'ঘর, ঘর হে মোর মধু-মাখা।' গৃহ-দেবতাকে তারা হাতবাক্সে বয়ে বেড়ায়।

কাজে কাজেই হাজার হাজার বাসিন্দার পদধূলি-ধন্য এখানকার বাড়িগুলোর বলবার মতো হাজার হাজার গল্প থাকাটাই স্বাভাবিক। নিঃসন্দেহেই এগুলো প্রায়শই নিরানন্দ, একঘেয়ে, কিন্তু এতসব হা-ঘরের ভেতর দু-চারটি প্রেতাত্মার অস্তিত্ব না থাকাটাও অস্বাভাবিক।

এক সন্ধেয় ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এক যুবক ঘুরে বেড়াচ্ছিল এসব নুয়ে পড়া লাল বাড়ির দরজায় দরজায়। দ্বাদশ বাড়ির সামনে এসে সে জীর্ণ হাতব্যাগটা নামিয়ে রাখল সিঁড়ির ওপর, তারপর টুপি ও কপালের ধুলো মুছে নিল রুমাল দিয়ে। ঘণ্টাটা বেজে উঠল ক্ষীণস্বরে, বহু দূরে, যেন কোনো পাতালপুরীতে।

দরজায় এসে দাঁড়াল যে-নারীমূর্তি তাকে দেখে মনে হল নোংরা এক পোকার কথা; ভেতরের সবটা শাঁস খেয়ে নিয়ে সে যেন ভোজ্য কোনো বাসিন্দা দিয়ে খোসাটা আবার পূরণ করে নিতে চাইছে। ভাড়া দেবার মতো ঘর খালি আছে কি না জানতে চাইল যুবক। 'ভেতরে আসুন', বললেন গৃহকর্ত্রী। যেন আঁটো লোমশ-কোটে ঘেরা গলা থেকে বেরিয়ে এল কথাটা। 'চার-তলার একটা ঘর হপ্তাখানেক ধরে খালি পড়ে আছে। ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন।'

তার পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল যুবক। অজানা উৎস থেকে আসা একটা নিষ্প্রভ আলো আর হলগুলোর ঘুরঘুট্টি আঁধারের কোলাকুলি। সিঁড়িতে বিছানো কার্পেটের দুর্গতি দেখলে লজ্জায় মরে যেত তার নির্মাতা। সেটা যেন রূপান্তরিত হয়েছে উদ্ভিজ্জে। রৌদ্রবিহীন সিঁড়িতে যেন নরম শ্যাওলা গজিয়েছে, মনে হচ্ছে, কোনো জান্তব পদার্থের ওপর পা পড়ছে। সিঁড়ির মোড়ের কুলুঙ্গিগুলোতে এককালে হয়ত চারাগাছ সাজানো ছিল। দূষিত বাতাসে বহুদিন আগেই অক্কা পেয়েছে তারা। হয়ত-বা ছিল মুনি-ঋষিদের প্রতিকৃতি, কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয় না যে, জ্বিন-পরি আর শয়তানরা মিলে সেগুলোকে টেনে নামিয়ে নিয়ে গেছে নিচের আঁধার আর অশুভভাবে সুসজ্জিত কোনো গর্তে।

ফ্যাসফেঁসে গলায় গৃহকর্ত্রী ঘোষণা করলেন, 'এই সেই ঘর। খাসা ঘরটা কিন্তু! এ-ঘর সহজে খালি পাবেন না। গত গ্রীষ্মে নামজাদা লোক সব ছিল এখানে—কোনো হ্যাঙ্গামা নেই, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ভাড়াটা আগাম দিয়েছিল তারা। হলঘরের ও-ধারে

www.pathagar.com

জলের কল। স্প্রাউলস আর মুনি তিনমাস ছিল এ-ঘরে। তাঁরা একটা ভদেভিলের ছবি এঁকেছিল। মিস বিরেটা স্প্রাউলস-এর নাম অবশ্যি শুনেছেন আপনি—সেটা তার মঞ্চের নাম—দেয়াল-আলমারির মাথার ওপর ওই ওখানে ঝোলানো ছিল তাদের বিয়ের সার্টিফিকেটটা—বাঁধানো। গ্যাসটা এখানে, আর তাছাড়া জিনিসপত্র রাখবার জায়গা যে কত সেটা তো দেখছেনই। ঘরটা সবারই পছন্দ। বেশি দিন খালিও পড়ে থাকে না।'

'থিয়েটারের লোকজন কি এখানে অনেক থাকে?'

তা তাঁরা আসেন আর যান। আমার ভাড়াটেদের অনেকেরই থিয়েটারের সাথে আনাগোনা আছে। হ্যাঁ মশাই, এটাকে থিয়েটারি বস্তি বলতে পারেন। অভিনেতারা বেশি দিন তিষ্ঠে না কোথাও। আমার এখানেও আসেন অনেকে। তা, তাঁরা আসেন আর যান।'

এক হপ্তার ভাড়া আগাম দিয়ে ঘরটা নিতে রাজি হল যুবক। বলল, বড় ক্লান্ত সে, তক্ষুনি দখল নেবে। গুনে গুনে টাকা কয়টা দিয়ে দিল। ঘরটা সাজানো-গোছানো আছে, মায় জল-তোয়ালে তক, বলল বুড়ি। গৃহকর্ত্রী নড়বার নামটি করতেই গো-গুনতি হাজার বারের বার প্রশ্নটা করল যুবক—যে প্রশ্ন সাপটে আছে তার জিবের ডগায়—

'একটা যুবতী মেয়ে—নাম মিস ভাসনার—মিস ইলয়ম ভাসনার ভাড়াটেদের ভেতর এমন কেউ ছিল বলে মনে পড়ে কি? ফর্সা রঙ, মাথায় মাঝারি, তন্বী, লালচে-সোনালি চুল আর বাম ভুরুর নিচে একটা কালো তিল।'

না, নামটা 'স্মরণ' হয় না। তাঁরা থিয়েটারের লোক, যতবার ঘর বদলায় তার বাড়া বদলায় নাম। তাঁরা আসেন আর যান। নাহ্, তেমন কোনো নাম 'স্মরণ' হয় না।

না, না, না আর না! পাঁচমাস ধরে সীমাহীন জিজ্ঞাসা আর ঐ একই নেতিবাচক জবাব। সারা দিনমান ম্যানেজার-এজেন্ট, স্কুল-কোরাস, আর রাতের বেলা দর্শক থেকে শুরু করে অভিনেতা-অভিনেত্রী আর বাজনদারদের পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি আর প্রশ্ন। এমন সব নোংরা জায়গায় সে খুঁজেছে প্রত্যাশিতাকে যে, সেখানে পাবার সম্ভাবনা আতঙ্কিত করে তুলেছে তাকে। ওকে ভালোবাসে সে, আর তাই খুঁজেছে পই পই করে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর নিরুদ্দেশের সময় থেকে জলঘেরা এই শহর স্থিতিহীন চোরাবালির মতো হেথা-হোথা লুকিয়ে বেড়াচ্ছে ওকে।

লোলচর্ম অপদেবতার আকর্ণ-বিস্তৃত কুটিল হাসির মতোই সাজানো ঘরটা স্বাগত জানাল তার সর্বশেষ ভাড়াটেকে। ক্ষীয়মাণ আসবাব, একখানা কৌচ আর দু-খানা চেয়ারের জীর্ণ বিবর্ণ ব্রোকেড, দু-জানলার মাঝের সস্তা আয়নাখানা আর এককোণের শোবার খাটটা যেন মুখব্যাদান করে আছে তাকে।

একখানা চেয়ার আশ্রয় করল নতুন অতিথি—এলিয়ে বসল জড় পদার্থের মতো। ঘরটা তাকে বলতে চাইল হাজারো ভাড়াটের বহুতর বিচিত্র কাহিনী, বিক্ষিপ্ত অসংবদ্ধ যে-কাহিনী ভারাক্রান্ত করে রেখেছে ঘরের বাতাসকে, ঠোকাঠুকি করছে চার দেয়ালে।

উষ্ণমণ্ডলীয় ছোট দ্বীপের মতো বহু রঙের ফুল-কাটা একখানা কম্বল আর তাকে ঘিরে সমুদ্ররূপী নোংরা মাদুর। রঙচঙে কাগজে মোড়া দেয়ালে ঝুলছে সেই ধরনের খানকয় ছবি, যেগুলো হা-ঘরেদের ধাওয়া করে একঘর থেকে গৃহান্তরে—'উদ্দাম প্রেম', 'প্রথম ঝগড়া', 'বিয়ের রাতের শেষে', 'ঝরনার ধারে', ইত্যাদি ইত্যাদি। একখানা ময়লা কাপড়ে যেভাবে দেয়ালের তাকটাকে আড়াল করবার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে, তা দেখে মনে হতে

www.pathagar.com

পারে, আমাজান নদীর ঘোমটার কথা। আর তার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে গোটা-দুই খেলো ফুলদানি, অভিনেত্রীদের ছবি, একটা ওষুধের বোতল আর খানকয় তাস।

এবারে শুরু হল গুহা-গাত্রের ছবির চরিত্রগুলোর ক্রমিক আত্ম-প্রকাশ। অভ্যাগতদের বিরাট শোভাযাত্রা যে-সব ছোটখাটো চিহ্ন ফেলে গেছে তারা বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিল। দেয়াল-আলমারির সামনের পর্দায় গেঁথে-রাখা সুঁচের ফোঁড় দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে গেল, এই অফুরন্ত জনস্রোতে সুন্দরীদের সংখ্যাও কিছু নগণ্য নয়। দেয়ালের গায়ের ছোট্ট আঙুলের ছাপ সাক্ষ্য দিল, এতটুকু রোদ আর বাতাসের জন্যে ক্ষুদে বন্দিদের করুণ আকুতির। ভেতরের বস্তুসমেত ছুড়ে-মারা বোতল বা অনুরূপ কোনো কাচের জিনিস যেখানে দেয়ালের গায়ে পড়ে ভেঙে শতধা হয়ে গিয়েছিল, ফাটা বোমার ধোঁয়ার মতোই একটা দাগ স্থায়ী হয়ে আছে সেখানে। আয়নার ওপর কোনো মেয়েলি হাত হীরে দিয়ে কাঁপা হাতে 'মেরি' নামটা খোদাই করে রেখেছে। মনে হয় কবরের মতো দম বন্ধ হয়ে আসা ঠাণ্ডায় ধৈর্য হারিয়ে ক্ষিপ্ত ভাড়াটে-প্রবাহ ঝাল মিটিয়েছে আসবাবপত্রের ওপর। ক্ষত-বিক্ষত সেগুলো। স্প্রিং বেরিয়ে এসে কৌচটাকে বীভৎস করে রেখেছে, যেন কোনো অতিকায় দানবকে মেরে ফেলে রাখা হয়েছে অমানুষিক নৃশংসতার সাথে। আরো কোন প্রচণ্ড প্রলয়ের ফলে শ্বেত-পাথরের তাকটার একটুকরো নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। মেঝের প্রতিটি তক্তা নিজস্ব বিশিষ্ট সুর ও ছন্দে শুনিয়ে যাচ্ছে তার মর্মব্যথা। এককালে যারা একে ঘরবাড়ি বলে ভেবেছে, এসব প্রলয়কাণ্ড তাদেরি হাতে ঘটেছে বলে বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ এ-ও হতে পারে যে, ঝুটা গৃহ-দেবতার প্রতি বিদ্রোহ বা প্রতারিত ঘর বাঁধার স্পৃহাই দায়ী এর জন্যে।

চিন্তারা লঘু পায়ে সার বেঁধে এগিয়ে যায় যুবক ভাড়াটের মনের পথে। ইতিমধ্যে ঘরের ভেতর ভেসে এল সাজানো শব্দ আর সাজানো গন্ধ। হালকা, টুকরো হাসি এল এক ঘর থেকে; অন্য ঘরগুলো থেকে গালাগালি, পাশা খেলার চাল, ঘুমপাড়ানি গান বা টানা কান্না। ওপরতলায় প্রাণ ঢেলে ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে কেউ। কোথায় যেন সশব্দে বন্ধ হল একটা দরজা, কী ঘর্ঘর শব্দই না করতে পারে ট্রলিগুলো। পেছনের দেয়ালের ওপর করুণ সুরে ডাকছে বেড়ালটা। আর মাটির নিচের নর্দমা আর পচা কাঠের মিলিত গন্ধের মতো দুর্গন্ধ-বাতাসে দম আটকে আসার জোগাড় নতুন ভাড়াটের।

আচমকা দমকা হাওয়ার সাথেই যেন হেনা ফুলের গন্ধে ভরে গেল ঘরটা। এত আচমকা যে, মনে হবে, কোনো আগন্তুকের পোশাকের গন্ধ সেটা। 'কী, কী মণি?' চেঁচিয়ে উঠল যুবক। মিষ্টি গন্ধটা লেপ্টে ধরেছে তাকে, আলিঙ্গন করছে যেন। সেও এগিয়ে গেল দু-হাত বাড়িয়ে, তার সমগ্র চেতনা শ্লথ, অভিভূত। গন্ধ কী করে এমন সুস্পষ্টভাবে ডাকতে পারে? নিশ্চয়ই কোনো শব্দ শুনেছে সে। তার কানে কি মধু ঢালে নি সে শব্দ, পুলকিত করে নি তাকে?

নিশ্চয়ই এ-ঘরে ছিল সে, চিৎকার করে বলল সে। পাগলের মতো হাতড়ে বেড়াতে লাগল সে ঘরময়। ওর সামান্যতম জিনিস চিনতে পারবে সে, যে-কোনো জিনিসে ওর ছোঁয়াচ লেগেছে তাতেই ওর গন্ধ পাবে। হেনা ফুলের এই বিশিষ্ট গন্ধটা এত প্রিয় ছিল ওর—কোত্থেকে এল এটা?

ঘরের জিনিসপত্র খাপছাড়াভাবে সাজানো। দেয়াল-আলমারির তাকে গুটিকয় চুলের কাঁটা—নারীজাতির বৈশিষ্ট্যবিহীন নিত্য-সহচরী। এই বাহুল্য মেয়েলি জিনিসপত্র কোনো

www.pathagar.com

পরিচয়ই ইঙ্গিত করে না, সেদিকে তাকালোও না সে। দেরাজ হাতড়ে পেল একখানা ছেঁড়া রুমাল। নাকে চেপে ধরল সেটা। হেলিওট্রোপের কড়া গন্ধে নাকে জ্বালা ধরে উঠল। রুমালখানা মেঝেয় ফেলে পায়ে মাড়িয়ে দিল যুবক। আর-এক দেরাজে পাওয়া গেল কটা বোতাম, একটা থিয়েটারের প্রোগ্রাম, মার্শমেলোর পাপড়ি আর স্বপ্নের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত একখানা বই। শেষ দেরাজে পাওয়া গেল কালো সার্টিনের চুলের একটা বিড়াল। আশা-নিরাশার ছন্দদোলায় দোল খেল মনটা, কিন্তু চুলের কাঁটার মতো বিড়াটাও এত বিশেষত্ব-বর্জিত মেয়েলি অলঙ্কার যে, তা থেকে কোনো কাহিনীই প্রকাশ পায় না। উত্তেজিত শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঘরময় ছুটোছুটি করতে লাগল সে, মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। তোশকের গদির আর গালচের ফোলা জায়গাগুলো অনুভব করে দেখতে লাগল হাতে, পায়ে, হাঁটুতে। এতটুকু পরিচিত জিনিসের সন্ধানে টেবিল, তাক, কুলুঙ্গি, পর্দা সব একাকার করে ছাড়ল। এ-ঘরেই আছে সে, কিন্তু কোথায়, দেখতে পাচ্ছে না। এ-ধারে, এখানে, পাশে, আলিঙ্গনে, পায়ের তলায়, মাথার ওপর—কোথাও-না-কোথাও আছে সে, তার ডাকও শুনতে পাচ্ছে। আবারও চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এই যে, কী মণি?' ঘুরে দাঁড়িয়ে চাইল পেছনে, কিন্তু সেখানে শুধু সীমাহীন শূন্যতা। হায় খোদা! কোত্থেকে এল গন্ধটা, আর কবে থেকে গন্ধ কথা বলতে শিখেছে?

ঘরের নোংরা আনাচে-কানাচে পাওয়া গেল ভাঙা কর্ক আর পোড়া সিগারেট। অবজ্ঞায় সে-গুলো সে ফেলে দিল। গালচের ভাঁজ থেকে বেরুল আধপোড়া সিগারেট একটা। রাগে গজরাতে-গজরাতে পায়ে পিষে ফেলল সেটা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভাড়াটেদের আরও অনেক অবজ্ঞের স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া গেল। কিন্তু যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে হন্যে হয়ে: এ-ঘরে থেকেছে যে, আর এখনও যার আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে; কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না তার।

তারপর মনে পড়ল বাড়িউলির কথা। ভুতুড়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে, তর তর করে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। একটা ভেজানো দরজার ফাঁকে একফালি আলো। ধাক্কা দিতেই বুড়ি বেরিয়ে এল। গলায় উত্তেজনা যদ্দূর সম্ভব শান্ত করে যুবক বলল, 'দয়া করে বলবেন, আমার ঠিক আগে কে ছিল এ-ঘরে?'

'নিশ্চয়ই। বলি আবার। তারা হল স্প্রাউলস আর মুনি। থিয়েটারের নাম ছিল মিস বিরেটা স্প্রাউলস আর আসল নাম মিসেস মুনি। বাঁধাই-করা বিয়ের সার্টিফিকেটটা একটা পেরেকের ওপর—'

'মিস স্প্রাউলস কেমন ছিল—মানে দেখতে?'

'হুম, মনে আছে ঠিক। বেঁটে, মোটাসোটা আর সঙের মতো মুখ। মাত্তর মঙ্গলবারে তো গেল তারা।'

'আর তার আগে?'

'এক আইবুড়ো ভদ্দরলোক। মদের দোকানে কী যেন করত। একহপ্তার ভাড়া বাকি রেখে চলে গেলেন তিনি। তার আগে চার মাস ছিলেন মিসেস ক্রাউডার আর তার দুই বাচ্চা। তারও আগে ছিলেন মি. ডয়েল, ভাড়া দিত তার ছেলেরা। তিনিও ছিলেন ধরুন ছ-মাস। এই হল গিয়ে এক বছরের হিসেব। তার আগের কথা ঠিক বলতে পারব না বাছা।'

www.pathagar.com

বুড়িকে ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে এল সে। ঘরটা যেন মরে গেছে এতক্ষণে। পাগল-করা গন্ধটার লেশমাত্র নেই আর। এক-শ বছরের থুত্থুরে বুড়োর ভাঙা গালের মতো অসহায় মনে হচ্ছে ঘরটাকে আর গুদামঘরের বদ্ধ বাতাসের মতো গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে।

হতাশায় ভেঙে পড়ল তার বিশ্বাস। শব্দায়মান হলদে গ্যাসবাতিটার দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলে বসে রইল সে। তারপর উঠে গিয়ে খ্যাপার মতো ছিঁড়তে লাগল তোশক, বালিশ আর জাজিম। ছুরির মাথা দিয়ে সে-গুলো গুঁজে দিল দরজা আর জানালার ফাঁকে। বাতাস ভারি হয়ে এল মুহূর্তে, গ্যাসবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে আবার খুলে দিল গ্যাস; তারপর পরম তৃপ্ত মনে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

সেদিন রাতে বিয়ার খাওয়াবার পালা মিসেস ম্যাককুলের। ভরা পাত্রটা এনে সে বসল মিসেস পার্ডির সাথে। ঘুরঘুট্টি আঁধারে এ-ধরনের ঘরে বাড়িওলিরাই শুধু আসর জমাতে পারে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ পোকাও এতে এসে মরতে চাইবে না এখানে।

ফেনিল পাত্রে চুমুক দিয়ে মিসেস পার্ডি বলল, 'আজ সন্ধেয় তোমার চৌ-তলার ঘরটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। নিয়েছে একটা জোয়ান লোক। ঘণ্টা-দুই হয় শুয়ে পড়েছে।'

'তাই নাকি?' অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে বলল মিসেস ম্যাককুল। 'ঘর ভাড়া দেবার ক্ষমতা তোমার আশ্চর্য। সবকিছু বলেছ ওকে?' শেষের কথাগুলো বলল সে ফিসফিসিয়ে।

আবার সেই ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল মিসেস পার্ডি, 'সাজানো গোছানো ঘর, সে-তো ভাড়া দেবেই। এতে আর বলাবলির কী আছে?'

'তা যা বলেছ। ঘর ভাড়া দিয়েই তো ভাত জুটবে আমাদের। আর ব্যবসার বুদ্ধি তোমার পাকা বলতেই হবে। এ-ঘরের বিছানায় শুয়ে কেউ আত্মহত্যা করেছে শুনলে বহু লোকই ঘর ভাড়া নিতে রাজি হবে না।'

'ঠিকই বলেছ। ঘর ভাড়া দিয়ে ভাত জুটবে আমাদের', মন্তব্য মিসেস পার্ডির।

'তা বটে! মাত্তর একহপ্তা আগে চৌ-তলাটা গোছাতে তোমাকে সাহায্য করেছি। খাসা মেয়েটা ছিল কিন্তু। আহা! কেমন করে গ্যাস ছেড়ে দিয়ে মরল। কী সুন্দর ছিল ছোট্ট মুখটা!'

'সে ঠিক। বাঁ ভুরুর নিচের ঐ তিলটা না থাকলে সুন্দরীই বলতে হত তাকে। তোমার গেলাসটা যে খালি হয়ে গেল!'

www.pathagar.com

কুবের ও ফুলশর

রকওয়াল ইউরেকা সোপ কোম্পানির মালিক ও অবসরপ্রাপ্ত সাবান প্রস্তুতকারক বুড়ো অ্যান্টনি রকওয়াল তার ফিফথ এভিনিউর বাড়ির লাইব্রেরি-ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। ডানদিকের প্রতিবেশী অভিজাত ক্লাবম্যান জি. ভ্যান সুইলাইট সাফোক জোনস তাঁর অপেক্ষামাণ মোটর গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সাবান-প্রাসাদের সামনের দিকে ইতালীয় রেনেসাঁ ধাঁচের ভাস্কর্যের দিকে তাকালেন। রোজকার মতো আজও তাঁর উদ্ধত নাকের ডগাটা কুঁচকে উঠল।

'দাম্ভিক অকর্মণ্য বুড়ো!' ভূতপূর্ব সাবান-রাজ মন্তব্য করলেন।

'সামনের গ্রীষ্মে আমি বাড়িটায় লাল, সাদা আর নীল রঙ লাগাব, দেখি তাতে ওর কুঁচকানো নাক কপাল পর্যন্ত ওঠে কি না।'

অ্যান্টনি রকওয়াল কোনোদিন ঘণ্টা বাজানোর ধার ধারতেন না। দরজায় গিয়ে সোজা তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'মাইক!' এ সে-ডাক যা একদিন কানসাসের তৃণভূমিকে চিরে খানখান করে দিত।

'আমার ছেলেকে বল', 'আদেশপ্রার্থী ভৃত্যকে হুকুম দিলেন অ্যান্টনি, 'বাড়ি থেকে বেরুবার আগে সে যেন একবার এখানে আসে।'

যুবক রকওয়াল লাইব্রেরিতে ঢুকলে বৃদ্ধ তাঁর হাতের খবরের কাগজ সরিয়ে রেখে তার দিকে তাকালেন। তাঁর প্রশস্ত, মসৃণ রক্তিম মুখে সদয় গাম্ভীর্য। এক হাতে মাথার সাদা চুলগুলোতে তিনি বিলি দিচ্ছেন আর হাতে পকেটের চাবিগুলোকে বাজাচ্ছেন।

'রিচার্ড', অ্যান্টনি রকওয়াল বললেন, 'তুমি কত দামের সাবান ব্যবহার কর?'

রিচার্ড একটু চমকে উঠল। মাত্র ছ-মাস হয় সে কলেজ থেকে বাড়ি এসেছে। কাজেই বাবাটিকে এখনও সে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে নি। প্রথম দিন পার্টিতে গেলে মেয়েদের যা হয়, তেমনি বাবার কাছ থেকেও প্রতিমুহূর্তে সে কোনো অপ্রত্যাশিত ব্যবহার আশা করছিল।

'ডজনে ছ-ডলারের মতো।'

'আর কাপড়-চোপড় বাবদ?'

'সাধারণত ষাট ডলারের কাছাকাছি।'

'তুমি খাঁটি ভদ্রলোক', অ্যান্টনি মত প্রকাশ করলেন। শুনেছি, আজকালকার ছেলেরা প্রতি ডজন সাবান বিশ ডলার আর পোশাক বাবদ একশো ডলারের ওপর খরচ করে। তাদের মতো করে নষ্ট করার মতো টাকা তোমারও আছে অথচ যেটুকু খরচ করা সঙ্গত ও উচিত, তার বেশি তুমি কখনো খরচ কর না। আমি এখনো সেই পুরনো

www.pathagar.com

'ইউরেকা'ই ব্যবহার করে থাকি। শুধু সেন্টিমেন্টের জন্য নয়, ওটাই সবচেয়ে খাঁটি বলে। একখানা সাবানের দাম যখনই দশ সেন্টের বেশি হবে তখনই জেনো, বেশি পয়সা দিয়ে তুমি শুধু বাজে গন্ধ আর লেবেলই কিনছ। কিন্তু বর্তমান যুগ, অবস্থা আর সমাজে তোমার স্থান বিবেচনা করে দেখলে পঞ্চাশ সেন্ট খরচ তোমার মতো ছেলের পক্ষে খুবই শুভবুদ্ধির পরিচায়ক। যা বললাম—তুমি খাঁটি ভদ্রলোকই বটে। লোকে বলে, তিন পুরুষের বুনিয়াদ না থাকলে কেউ ভদ্রলোক হতে পারে না। কিন্তু সেটা বাজে কথা। টাকা থাকলে সাথে-সাথেই মসৃণ পথে 'ভদ্রলোকত্বের' আবির্ভাব হয়। টাকাই তোমাকে ভদ্রলোক করেছে। শুধু কি তাই? টাকা আমাকেও প্রায় ভদ্রলোক বানিয়ে ফেলেছে। আমার দু-পাশে যে দু-জন বুড়ো 'ভদ্রলোক' আছেন তাঁদের বাড়ির মাঝখানের বাড়িটা আমি কিনেছি বলে রাতে তাঁদের ঘুম হয় না। ঠিক তাঁদের মতোই আমিও উদ্ধত, বদমেজাজি আর বিরক্তিজনক হয়ে উঠেছি।'

'কয়েকটা জিনিস আছে যা টাকা থাকলেও হয় না বা করা যায় না।' একটু বিষণ্নভাবে মন্তব্য করল তরুণ রকওয়াল।

'ও কথা বোল না', বুড়ো অ্যান্টনি ক্ষুব্ধ হলেন। 'সব সময়ই আমি টাকার ওপরে টাকা বাজি ধরি। 'ওয়াই' পর্যন্ত পুরো বিশ্বকোষ আমি তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, কিন্তু এমন কিছু পাই নি যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। ভাবছি সামনের হপ্তায় পরিশিষ্টটা ধরব। আমি সব সময়েই টাকার পক্ষে। এমন একটা জিনিসের নাম কর তো যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না?'

'যেমন ধরুন', একটু উত্তেজিত হল রিচার্ড 'টাকা লোককে সমাজের উঁচুতলায় অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণীতে ঢুকবার প্রবেশপত্র কিনে দিতে পারে না।'

'তাই নাকি?' 'অনর্থের মূল' অর্থের জোরাল সমর্থক অ্যান্টনি গর্জে উঠলেন, 'বল তো তোমার উঁচুতলার সমাজ আজ কোথায় থাকত যদি প্রথম অ্যাস্টরের কাছে সমুদ্র পেরোবার সামান্য জাহাজ ভাড়াটাও না থাকত?'

রিচার্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এই কথাটাই আমি বলতে চাইছি', শান্তস্বরে বৃদ্ধ আবার বললেন। 'আর এইজন্যই তোমাকে আমি ডেকেছিলাম। নিশ্চয়ই তোমার কিছু হয়েছে। আমি হপ্তা দুয়েক ধরে এটা লক্ষ করে আসছি। বলে ফেল কী হয়েছে তোমার। আসল সম্পত্তি বাদেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি এক কোটি দশ লাখ ডলার নগদ এনে দিতে পারি। যদি তোমার লিভারের দোষ হয়ে থাকে, সাগরে 'দি র‍্যাম্বলার' তোমাকে নিয়ে যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু-দিনেই সে তোমাকে বাহামায় পৌঁছে দিতে পারবে।'

'আপনার আন্দাজ খুব খারাপ হয়নি বাবা, কাছাকাছি গিয়েছেন।'

'ওহ্', অ্যান্টনি সাগ্রহে বললেন। 'কী নাম মেয়েটার?'

রিচার্ড লাইব্রেরির মেঝেতে পায়চারি করতে শুরু করল। তার এই অমার্জিত বুড়ো বাবার মধ্যে যথেষ্ট সাথিত্ব আর সহানুভূতির পরিচয় পেয়ে সে ভাবল—এঁকে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

'তুমি তাকে বল না কেন?' প্রশ্ন করলেন অ্যান্টনি।

www.pathagar.com

'তোমাকে পেলে সে নিশ্চয়ই লাফিয়ে উঠবে। তোমার টাকা আছে, দিব্যি চেহারা। স্বভাবও বেশ মার্জিত। তোমার হাত দুটোও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইউরেকা সাবান তাতে লেগে নেই। কলেজেও পড়েছ, অবশ্যি সে নিয়ে মাথা ঘামাবে না মেয়েটা।'

'কিন্তু আমি সে সুযোগই পাচ্ছি না', রিচার্ড বলল।

'তৈরি করে নাও।' অ্যান্টনি বললেন, 'তাকে নিয়ে বেড়াতে যাও পার্কে, নইলে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাবার বন্দোবস্ত কর বা গির্জা থেকে তার সাথে হেঁটে বাড়ি ফের। সুযোগ! হুঁ!'

'আপনি সমাজের কলটাকে চেনেন না, বাবা। যে স্রোত কলটাকে চালায়, মেয়েটা তারই অংশ। তার সময়ের ঘণ্টা ও মিনিট আগে-থেকেই হিসেব করা। মেয়েটাকে আমার পেতেই হবে বাবা, নইলে চিরদিনের জন্য আমার দুনিয়া আঁধার হয়ে যাবে। অথচ আমি তাকে লিখতেও পারি না। নাহ্, সে আমি পারবও না।'

'তুমি কি বলতে চাও যে, আমার সর্বস্বের বিনিময়েও তুমি দু-এক ঘণ্টার জন্যেও মেয়েটাকে কাছে পেতে পার না?'

'বড্ড বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে, বাবা। পরশু দুপুরে সে দু-বছরের জন্যে ইউরোপ যাচ্ছে। কাল সন্ধ্যায় মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য তার সাথে একা থাকবার সুযোগ পাব। বর্তমানে সে লার্কমাউন্টে তার খালার বাড়িতে আছে। সেখানেও আমার যাওয়া সাজে না। তবে আগামীকাল সন্ধ্যা সাড়ে আটটার ট্রেনে সে গ্র্যান্ডসেন্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছোবে। সেখানে একটা গাড়ি নিয়ে উপস্থিত থাকবার অনুমতি পেয়েছি আমি। ব্রডওয়ে হয়ে ওয়ালাকাস থিয়েটারে যাব আমরা। সেখানে তার মা ও আরো অনেকে লবিতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। আপনি কি মনে করেন যে, ঐ পরিবেশে ঐ সাত-আট মিনিট সময়ে সে আমার কথায় কান দেবে? অসম্ভব। আর থিয়েটারে অথবা তারপরেই-বা আমি তেমন কি সুযোগ পাব? কিছুই না। না বাবা, এ জট খোলার সাধ্য আপনার টাকারও নেই। টাকা দিয়ে এক মিনিট সময়ও কেনা যায় না। তা যদি যেত, তবে ধনীলোকেরা অনেক বেশিদিন বাঁচতে পারত। মিস ল্যানট্রির চলে যাবার আগে তার সাথে একটু কথা বলবার কোনো আশাই দেখছি না।'

'ঠিক আছে, রিচার্ড,' উৎফুল্ল বৃদ্ধ বললেন। 'তুমি এখন ক্লাবে যেতে পার। তোমার লিভারের কোনো অসুখ হয় নি জেনে আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু মাজুমা দেবের মন্দিরে মধ্যে-মধ্যে ধূপকাঠি পোড়াতে যেন ভুলো না। তুমি বলতে চাও টাকা দিয়ে সময় কেনা যায় না? অবশ্য নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে অনন্তকালকে বেঁধেছেঁদে কেউ তোমার বাড়িতে দিয়ে যাবে না। কিন্তু অনেক সময়েই দেখেছি, সোনার খনির ভেতর দিয়ে চলবার সময় 'কালদেব'-এর পা বেশ জখম হয়, ফলে তিনি আস্তে হাঁটতে বাধ্য হন।'

রাত্রে অ্যান্টনি যখন সান্ধ্য-কাগজ পড়ছিলেন, সেইসময় অ্যালেন পিসি এসে হাজির হলেন। যদিও লোলচর্ম বৃদ্ধা, তবু বেশ ভদ্র ও সহানুভূতিশীল তিনি একটু বেশি উচ্ছ্বাসপ্রবণ। তিনি এসেই প্রেমিকদের দুঃখের কাহিনী শুরু করলেন।

'সে আমাকে সবই বলেছে', অ্যান্টনি হাই তুললেন। 'আমি তাকে বলেছি যে, আমার সমস্ত টাকাই সে ইচ্ছেমতো কাজে লাগাতে পারে। তাতে সে কী বললে, জান? উল্টো

www.pathagar.com

টাকাকেই আক্রমণ করল। বলল, টাকায় কিছুই হয় না। বলল, আমি একা কেন, দশজন কোটিপতির চেষ্টায়ও সামাজিক নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হবে না।'

'অ্যান্টনি!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অ্যালেন পিসি, 'তুমি যদি টাকার কথা শুধু একটু কম ভাবতে! সত্যিকারের ভালোবাসার কাছে টাকা কিছুই না। প্রেম শাশ্বত, সর্বশক্তিমান। ও যদি একটু আগে মুখ খুলত, মেয়েটা নিশ্চয়ই আমাদের রিচার্ডকে প্রত্যাখ্যান করতে পারত না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, এখন সময় উৎরে গেছে। ওর কাছে আত্মনিবেদনের কোনো সুযোগই আর রিচার্ড পাবে না। তোমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তিও তোমার ছেলের জীবনে সুখ এনে দিতে পারল না।'

পরদিন রাত আটটায় অ্যালেন পিসি একটা পোকা-খাওয়া কাগজের বাক্স থেকে একটা অদ্ভুত রকমের সোনার আঙটি বের করে রিচার্ডকে দিলেন।

'আজ রাতে এটা পরো, কেমন?' প্রায় অনুনয় করলেন তিনি। 'তোমার মা এটা আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এটা ভালোবাসায় সৌভাগ্য আনে। তিনি আরও বলেছিলেন, রিচার্ড যখন তার সত্যিকারের ভালোবাসার পাত্রীকে খুঁজে পাবে, তাকে এটা দিও।'

তরুণ রকওয়াল সশ্রদ্ধভাবে আঙটিটা নিয়ে কড়ে-আঙুলে পরতে চেষ্টা করল। কিন্তু আঙুলের মাঝামাঝি এসে সেটা আর উঠতে চাইল না। তখন আংটিটা খুলে পৌরুষের সাথে সে ওটা বুকপকেটে রাখল। তারপর গাড়ির জন্য ফোন করল। স্টেশনে গিয়ে ঠিক ৮-৩২ মিনিটে বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে মিস ল্যানট্রিকে খুঁজে বের করল রিচার্ড।

'মা আর অন্য সবাইকে বসিয়ে রাখা উচিত হবে না, কী বলেন?' মিস ল্যানট্রি বলল।

'যত তাড়াতাড়ি পার ওয়ালাকস থিয়েটারে চল।' মিস ল্যানট্রির কথায় সায় দিয়ে ড্রাইভারকে হুকুম করল রিচার্ড।

ফর্টিসেকেন্ড স্ট্রিট পেরিয়ে তীরবেগে ওরা ব্রডওয়ে ধরে এগিয়ে চলল। থার্টিফোর্থ স্ট্রিটে এসে তরুণ রিচার্ড হঠাৎ একধাক্কায় গাড়ির দরজাটা খুলে ফেলল। তারপর ড্রাইভারকে গাড়ি থামাবার হুকুম করল।

'আমার আঙটিটা পড়ে গিয়েছে।' গাড়ি থেকে নামতে নামতে সে কৈফিয়ৎ দিল। 'আঙটিটা আমার মার, তাই হারাতে চাইনে। আমি আপনাকে এক মিনিটও দেরি করাব না। আমি দেখেছি ওটা কোথায় পড়েছে।'

এক মিনিট না হতেই সে আঙটিটা নিয়ে গাড়িতে ফিরে এল। কিন্তু সেই এক মিনিটের মধ্যেই একটা গাড়ি ঠিক আড়াআড়িভাবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ড্রাইভার বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু একটা ভারি এক্সপ্রেস ওয়াগন তাকে বাধা দিল। ডানদিক দিয়ে যাবার জন্যও চেষ্টা করল সে, কিন্তু একটা ফার্নিচার-ভ্যান, যার ওখানে যাবার কোনোই প্রয়োজন থাকতে পারে না,—পথ আটকাল। ড্রাইভারটা পিছিয়ে যেতেও চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। নিরুপায় হয়ে আশা ছেড়ে দিল সে—আপন মনে গালিগালাজ শুরু করে দিল। অসংখ্য গাড়িঘোড়ার ভিড়ে সবদিকের পথ বন্ধ।

মাঝে মধ্যে যে-ধরনের গাড়িঘোড়ার ভিড় বড় বড় শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য আর যাতায়াতের ব্যাপারে হঠাৎ অচলাবস্থা সৃষ্টি করে দেয়, ঠিক তেমনি ভিড় জমেছে এখানে।

www.pathagar.com

'গাড়ি চালাচ্ছ না কেন?' অধৈর্য হয়ে উঠল মিস ল্যানট্রি। 'আমাদের যে দেরি হয়ে যাবে।'

রিচার্ড উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। দেখল, ব্রডওয়ে, সিক্সথ এভিনিউ আর থার্টিফোর্থ স্ট্রিট যেখানে মিলেছে সেই জায়গাটায় ওয়াগন, ট্রাক, ট্যাক্সি, ভ্যান ইত্যাদির এত ভিড় যে, মনে হয় ছাব্বিশ ইঞ্চি কোমরে বাইশ ইঞ্চি বেলট পরানো হয়েছে। এর ওপর চারদিক থেকে আরো গাড়ি পূর্ণবেগে এগিয়ে আসতে চাইছে যে ভিড়ের চাপ আরো বাড়ছে। ফলে ড্রাইভারদের রাগারাগি আর ক্রুদ্ধ গালাগাল-গোলমাল আরো বাড়িয়ে তুলছে। মনে হয়, ম্যানহাট্টানের সমস্ত যানবাহন তাদের আশেপাশে জড়ো হয়েছে। রাস্তার দু-পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যে হাজার হাজার লোক এই দৃশ্য দেখছিল, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশিদিন ধরে নিউইয়র্কে আছে, সেও কখনো হয়ত এ-রকমটা দেখে নি।

'আমি সত্যি বড্ড দুঃখিত', বসে পড়ে বলল রিচার্ড। 'আমরা বোধ হয় আটকা পড়ে গিয়েছি। এক ঘণ্টার কমে এই ভিড় কমবে বলে মনে হয় না। আমারই দোষ! আমার আঙটিটা যদি না পড়ত, তবে এতক্ষণ আমরা...'

'আঙটিটা একটু দেখি তো,' মিস ল্যানট্রি বাধা দিল, 'কিছুই যখন করা যাবে না, তখন ভেবে আর কী হবে? তাছাড়া থিয়েটার আমার কাছে বড্ড একঘেয়ে লাগে।'

রাত এগারটায় অ্যান্টনি রকওয়ালের ঘরের দরজায় কে যেন মৃদু টোকা দিল।

'ভেতরে এস', লাল ড্রেসিংগাউন পরা অ্যান্টনি চেঁচিয়ে উঠলেন। জলদস্যুদের সম্বন্ধে একটা বই পড়ছিলেন তিনি। ভেতরে ঢুকলেন অ্যালেন পিসি। দেখে মনে হল তিনি যেন কোনো ধূসরকেশী দেবদূতী, ভুল করে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন।

'ওদের বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে', মৃদু কোমল স্বরে বললেন তিনি। 'মেয়েটা রিচার্ডকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে। থিয়েটারে যাবার পথ এমনভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, দু-ঘণ্টার আগে তাদের গাড়িটা সেই ভিড় ঠেলে কোনোমতেই বেরোতে পারে নি। বুঝলে অ্যান্টনি, আর কখনো টাকার ক্ষমতা নিয়ে বড়াই করো না। প্রকৃত প্রেমের একটা ক্ষুদ্র প্রতীক—অফুরন্ত আর নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রতীক একটি ছোট্ট আঙটিই রিচার্ডের জীবনে সুখ এনে দিয়েছে। আঙটিটা রাস্তায় পড়ে যাওয়ায় সেটা নিতে সে রাস্তায় নামে কিন্তু আবার চলতে শুরু করার আগেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। সেই অবরুদ্ধ গাড়িতে সে তার প্রিয়াকে প্রেম নিবেদন করে তাকে জয়ও করে। প্রকৃত প্রেমের কাছে টাকা সত্যিই কিছু নয়।'

'যাক', বুড়ো বললেন, 'ছেলেটা যা চেয়েছিল তাই সে পেয়েছে। এতেই আমি খুশি। আমি তাকে বলেছিলাম, এ-ব্যাপারে যত খরচই হোক না কেন, আমি পিছিয়ে যাব না, যদি...'

'কিন্তু অ্যান্টনি, তোমার টাকা কিই-বা করতে পারল?'

'অ্যালেন', বললেন অ্যান্টনি, 'আমার জলদস্যু ভীষণ বিপদে পড়েছে। তার জাহাজ ফুটো হয়ে গিয়েছে। টাকার দাম সে এত বেশি বোঝে যে তাকে ডুবিয়ে দেয়া মোটেই ভালো হবে না। একটু অপেক্ষা কর বোন। এই আধ্যায়টা পড়ে শেষ করে নিই।'

গল্পটা এখানেই শেষ হওয়া উচিত। পাঠকদের মতো আমারও আন্তরিক ইচ্ছা তাই। কিন্তু সত্যকে উদ্ধার করতে হলে কুয়োর নিচ পর্যন্ত যেতেই হবে।

www.pathagar.com

পরদিন একজন লোক অ্যান্টনি রকওয়ালের বাড়িতে এল। তার মুখ থেকেই জানা গেল, তার নাম কেলি। আসামাত্রই সে লাইব্রেরি-ঘরে সাদরে অভ্যর্থিত হল।

'এই যে', অ্যান্টনি তার চেক বই-এর জন্যে হাত বাড়ালেন, 'সাবানের বিলটা তো ভালোই ছিল। তুমি তো ৫,০০০ ডলার নগদই পেয়েছ, তাই না?'

'আরও ৩০০ ডলার নিজেই দিয়েছি।' কেলি বলল, 'হিসেবের চাইতে কিছু বেশিই খরচ হয়েছে। এক্সপ্রেস ওয়াগন আর ট্যাক্সি প্রতিটির পেছনে ৫ ডলার করে পড়েছে। কিন্তু ট্রাক আর ঘোড়ার গাড়ি বেশির ভাগই ১০ ডলার করে নিয়েছে। মোটর-চালকরা চেয়েছিল ১০ ডলার করে, আর কয়েকটা মাল-বোঝাই গাড়ির প্রত্যেকে নিয়েছে ২০ ডলার করে। সব চেয়ে মুশকিলে ফেলেছিল পুলিশ। তাদের দু-জনকে দিতে হয়েছে ১০০ ডলার আর বাকি সবাইকে ২০ আর ২৫ ডলার করে। কিন্তু মি. রকওয়াল, অভিনয়টা কি নিখুঁত হয় নি? মি. উইলিয়াম এ ব্র্যাড বাইরের গাড়ি-ঘোড়ার এই অরাজক অবস্থা দেখতে হাজির ছিলেন না এতে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি। যদিও তাঁকে দুঃখ দেবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না, তবু মনে হয় ঐ দৃশ্য দেখলে হিংসায় নিশ্চয়ই তাঁর বুক ফেটে যেত। বিনা রিহার্সেলেই সবকিছু কী নিখুঁতভাবে শেষ হয়! সবাই ঠিক নির্দিষ্ট সময়টিতে কী করে যে হাজির হন, আশ্চর্য! দু-ঘণ্টার কমে একটা সাপেরও সাধ্য ছিল না যে গ্রিলির মূর্তি পর্যন্ত যায়।'

'তের শ' ডলার—এই নাও কেলি', চেকখানা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন অ্যান্টনি। 'তোমার পাওনা ১,০০০ আর তুমি যে ৩০০ খরচ করেছ দুয়ে মিলে তের শ'। তুমি নিশ্চয়ই টাকাকে ঘৃণা কর না, কী বল?'

'আমি?' কেলি বলল। 'যে লোকটা 'দারিদ্র্য' কথাটা আবিষ্কার করেছিল, তাকে ধরতে পারলে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে কিছু রাখতাম না তার।'

কেলি দরজা পর্যন্ত গেলে অ্যান্টনি তাকে আবারও ডাকলেন। 'আচ্ছা, ঐ ভিড়ের মধ্যে তুমি কি তীরধনুকধারী আর উলঙ্গ একটি মোটামতো ছেলেকে দেখেছিল?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'কই না তো?' কেলি বিস্মিতভাবে বলল। 'আমি তো দেখি নি। আপনি যা বলছেন, সে যদি ঐরকমই হয়, তাহলে আমি যাবার আগে পুলিশ নিশ্চয়ই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'আমি আগে ভেবেছিলাম, কাজের সময় শয়তানটাকে পাওয়া যাবে না', হেসে উঠলেন অ্যান্টনি। 'আচ্ছা, এবার তুমি যেতে পার, কেলি। বিদায়।'

www.pathagar.com

বিশ্ব-নাগরিক

মাঝরাতেও কাফেটা লোকজনে গমগম করছিল। আমি যে ছোট টেবিলটার পাশে বসেছিলাম সেটা কী করে যেন কারুর চোখে তখন অবধি পড়েনি। কাজেই ভিড় হলেও আমার টেবিলের আর দুটো চেয়ার খালিই পড়ে ছিল।

কিছুক্ষণ পরে একজন আন্তর্জাতীয় ভদ্রলোক এসে একটা চেয়ারে বসলেন। আমি খুশিই হলাম। কেন-না আমার মতে, আদমের পরে সত্যিকারের কোন নাগরিক পৃথিবীতে আসে নি। এদের কথা প্রায়ই আমরা শুনি। কারু কারু বাক্সে সব বিদিশি লেবেল আঁটাও দেখি। কিন্তু তারা কেউই ঠিক আন্তর্জাতীয় নয়। সবাই এক কথায় ভ্রমণকারী। এই ফাঁকে আমার আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে আপনাকে বলে নিই। মার্বেল দিয়ে বাঁধানো সব টেবিল। তার চারধারে চামড়ায়-মোড়া চেয়ার সাজিয়ে রাখা। চারদিকে খুশি বইছে। মেয়েদের পরনে বিচিত্র রঙের পোশাক। কথা বলছে তারা অদ্ভুত ছন্দ বজায় রেখে। মিষ্টি বাজনা বাজছে। হাসি আর হুল্লোড়। কথার গমক। কথার তোড়, কথার কবিতা। আমাকে মচ ব্যাকের একজন ভাস্কর বলেছিলেন, নিখুঁত প্যারির ছাপ এই কাফেতে।

আমার এই আন্তর্জাতীয় ভদ্রলোকের নাম ই. রুশমোর কোগলান। পরের গ্রীষ্মে একে কনি আইল্যান্ডে দেখা যাবে। তিনি অভিজ্ঞাত চালে আমাকে বললেন যে, সেখানে তিনি একটা নতুন 'আকর্ষণ' সৃষ্টি করতে চান। তারপর তিনি সারা পৃথিবী নিয়ে গল্প করতে শুরু করলেন। বলতে গেলে সারা পৃথিবীই তাঁর হাতের মুঠোয়। পৃথিবী তাঁর কাছে এখন একটা আঙুরের বীজের চেয়ে এমন কিছু বড় নয়। বিষুবরেখা সম্পর্কে তার প্রবল বিতৃষ্ণা। এ-মহাদেশ থেকে সে-মহাদেশ, এ-দেশ থেকে সে-দেশে তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়িয়েছেন। সমস্ত সমুদ্র তাঁর চেনা হয়ে গেছে। এ-মুহূর্তে হাত নেড়ে তিনি হয়ত হায়দ্রাবাদের এক বাজারের কথা তুললেন। তারপরই হয়ত এল ল্যাপল্যান্ডে স্কি-খেলার কথা। কিলাই কাহিকিতে কানাকার সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। তারপরেই হয়ত তাঁকে দেখা গেল আর্কেনসাসে। এর পরেই তিনি শুরু করলেন ভিয়েনার আর্কডিউকদের কথা। তারপরেই তিনি বললেন কী করে চিকাগো হ্রদের ঠাণ্ডা বাতাসে তাঁর একবার ভীষণ সর্দি লেগেছিল। আর সে সর্দি কী করে বুয়েনস এরিসের এক বুড়ো এসকামিলা একটা পাতার সেঁক দিয়ে ভালো করে দিয়েছিল। কথা শুনে মনে হয় তাঁর কাছে চিঠি লিখতে হলে এই ঠিকানায় লিখতে হবে :

'ই. রুশমোর কোগলান, এক্সোয়ার, পৃথিবী, সৌরগ্রহ, অনন্ত বিশ্বজগৎ।'

তা হলেই শুধু তিনি চিঠি পাবেন বলে আশা করা যায়।

আমি এ-বিষয়ে নিশ্চিত যে বাবা আদমের পরে এই প্রথম একজন আন্তর্জাতীয় মানুষের দেখা আমি পেয়েছি। আমি তার গল্প শুনতে-শুনতে শুধু ভয় করছিলাম, এই

www.pathagar.com

বুঝি একজন সাধারণ বিশ্বভ্রমণকারীর পর্যায়ে তিনি পড়ে গেলেন। কিন্তু সেদিক দিয়ে তিনি ঠিক ছিলেন। প্রত্যেকটা শহর, রাজ্য, মহাদেশ সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে মতামত প্রকাশ করছিলেন তিনি।

ই. রুশমোর কোগলানের গল্প শুনতে শুনতে আর-একজন প্রায় আন্তর্জাতীয় চরিত্রের লোকের কথা মনে পড়ে আমার খুশি লাগল। তিনি বোম্বেতে থাকতেন, কিন্তু সারা পৃথিবীর জন্যে লিখতেন। একটা কবিতায় তিনি লিখেছিলেন যে, 'পৃথিবীর প্রত্যেকটা শহর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তাদের ভেতরে অহমিকা আছে। এক-একটা শহরের নাগরিকেরা জন্ম নেবার পর নানা জায়গায় ঘোরে কিন্তু শেষতক আবার ফিরে আসে তার নিজের শহরেই। এ যেন ঠিক একটা ছোট ছেলে, যে চারদিকে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু শেষ অবধি মার আঁচলের তলাতেই ফিরে আসে।' আর যখন তারা অজানা শহরের মুখর রাজপথ দিয়ে হেঁটে বেড়ায়, 'তখন তাদের হৃদয়ে তার নিজের শহরের স্মৃতি জাগরূক থাকে। তাকে তার বড় আপন, বড় স্নেহময়ী বলে মনে হয়।' আমি খুশি হয়েছিলাম সেই কিপলিং-এর কথা মনে করে। আজ এমন একজনার সাথে পরিচিত হয়েছি যিনি সারা পৃথিবীর মানুষ, ক্ষুদ্র স্বাদেশিকতা তাঁর ভেতরে নেই। আর তাঁর যদি কোনো স্বাদেশিকতা থাকে তো সে মঙ্গল গ্রহ অথবা চাঁদে যারা বাস করে তাদের কাছেই।

কোগলান যখন সাইবেরিয়ান রেলওয়ের পারিপার্শ্বিক গ্রামের গল্প শোনাচ্ছিলেন তখন অর্কেস্ট্রা উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। শেষের সুর ছিল 'ডিকিস'। যখন বাজনা শমে নেমে এল, তখন চারদিকে এত জোরে-হাততালি পড়ল যে শেষটুকু আর ভালো করে শোনাই গেল না।

এ-ধরনের অসংখ্য পরিবেশ নিউইয়র্ক শহরের প্রচুর কাফেতে দেখা যায়, এ আমি জোর করে বলতে পারি। এ-নিয়ে অনেক তুমুল তর্ক হয়ে গেছে। অনেকের মতে, দক্ষিণের লোকেরা সন্ধের সাথে-সাথেই কাফেগুলোতে এসে ভিড় করে। শহরের উত্তর অংশকে এদের হৈ-হুল্লোড় বেশ ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এর কারণও আছে। স্পেনের সাথে যুদ্ধ, টাঁকশাল, তরমুজের চাষ, নিউ অর্লিনের রেসের গল্প, ইন্ডিয়ানা এবং ক্যান্সাস নগরীর মিলিত সভা, নর্থ ক্যারোলিনা সোসাইটির পার্টি, এমনি সব হুল্লোড় আর গল্প লেগেই থাকত।

'ডিকিস' যখন বাজছিল তখন কালো চুলঅলা এক যুবক একটা মসবি গরিলা নিয়ে কোথেকে যেন উঠে দাঁড়াল। হ্যাট তুলে সে ভীষণভাবে নাড়তে লাগল। তারপর এগিয়ে এসে আমাদের খালি চেয়ারে বসে সিগারেট বের করল।

আমাদের একজন তিনজনের জন্যে উরজবারজারস মদ আনতে বলল বেয়ারাকে। কালো চুলঅলা যুবক, একটু হেসে মাথা নুইয়ে আতিথেয়তা স্বীকার করল। একটা কথা আমার মনে হয়েছিল, সেটা যাচাই করবার জন্যে যুবকটিকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম :

'আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন, আপনার দেশ কি—।' ই. রুশমোর কোগলান টেবিলের ওপর চাপড় মারলেন। আর সাথে-সাথে আমি চুপ করে গেলাম। তিনি বললেন :

'মাফ করবেন, এ-ধরনের প্রশ্ন কেউ কাউকে করে, এটা আমি পছন্দ করি না। কোনখানে তার বাড়ি সে কথা শুনে কী লাভ? কারু ঠিকানা শুনে তাকে বিচার করাটা

www.pathagar.com

কি ন্যায় সঙ্গত? জীবনে কত রকমের লোক দেখেছি। কেন্টাকিয়ানরা হুইস্কি ঘৃণা করে, ইন্ডিয়ানার কেউ একজনও উপন্যাস লেখেনি, রুপোর টানা-সেলাই-করা ট্রাউজার পরে না কোনো মেক্সিকান—কত সব বিচিত্র মানুষ। হাস্যকর ইংরেজ, অমিতব্যয়ী ইয়াংকি, খুনে দক্ষিণের লোক, ক্ষুদ্রমনা পশ্চিমবাসী—এমনি কত বিচিত্রি এরা। এই ধরুন-না নিউইয়র্কের লোক—এত ব্যস্ত যে এক মিনিটও রাস্তায় দাঁড়াতে চায় না। এমনি কত। মানুষ মানুষই। তাকে কোনো অঞ্চলের লেবেল এঁটে খাটো করে দেখা অন্যায়।'

বললাম, 'ক্ষমা করবেন, আমার প্রশ্নের একটা উদ্দেশ্য ছিল। আমি দক্ষিণের লোকদের চিনি। যখন 'ডিকিস' বাজে তখন যদি কেউ ও-ভাবে উদ্বেলিত হয়, উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে যে, আমার মতে হয় সে নিনাউকাস এন জে' এলাকার লোক, নয়ত মারিহিল লাইনেয়াস আর হারলেম নদীর মধ্যবর্তী জেলার লোক। আমি সেই কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম এই ভদ্রলোকটির বেলায়। কিন্তু আপনি বাধা দিলেন। অবশ্যি স্বীকার করব আপনার মতবাদ আরো ব্যাপক।'

এতক্ষণে কালো চুলঅলা যুবক মুখ খুলল। বোঝা গেল, সে নিজের মনে একটা কিছু ভাবছিল এতক্ষণ।

'আমি শামুক হয়েই পাহাড়ের চুড়োয় থাকতে চাই আর কিটকিট করে ডাকতেই চাই।' তার কথা হেঁয়ালির মতো শোনাল। কিছুই বোঝা গেল না। আমি তাই আবার কোগলানের দিকে মুখ ফেরালাম। কোগলান বললেন :

'সারা পৃথিবী আমি বারো বার ঘুরেছি। উপেরনাভেকে একজন এস্কিমোকে চিনতাম, যে সিনসিনাটিতে নেকটাই কিনত। একজন উরুগুয়ের ছাগল-পালককে জানতাম, সে ব্যাটল ক্রাকের 'প্রাতরাশ হেঁয়ালি' রহস্যের সমাধান করে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। ইয়োকোহামা আর কায়রোতে আমি সারাবছর বাড়ি ভাড়া করে রাখতাম। সাংহাই-এর এক চা-খানায় আমার একজোড়া স্যান্ডেল এখনও পড়ে আছে। রিও-ডি-জেনিরো আর সিউলে তো আমাকে বলে দিতে হয় না কীভাবে আমার জন্যে ডিম রান্না করতে হবে। ওরা তা ভালো করেই জেনে গেছে। পৃথিবীটা বড্ড ছোট্ট বুঝলেন? এখানে কে কোন দেশের লোক, কোন শহরের নাগরিক, কী তার ঠিকানা, এসব জিজ্ঞেস করার কি মানে হয়? আমাদের এই ক্ষুদ্রমনা ভাব না কাটাতে পারলে পৃথিবীর কোনো উন্নতি নেই।'

আমি গলা নরম করে বললাম, 'আপনি দেখছি একজন খাঁটি আন্তর্জাতিক লোক। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, দেশাত্মবোধকে আপনি স্বীকার করেন না।'

'হ্যা তাই। ওসব অতীতের জিনিস। আমরা সবাই ভাই ভাই। চীনে, ইংরেজ, জুলু, পাটাগোনিয়ান, সকলেই ভাই। এমন দিন আসবে যেদিন পৃথিবীর সমস্ত রাজত্ব এক হয়ে যাবে, আমরা সবাই এক পৃথিবীর নাগরিক বলে পরিচিত হব। আর সেটাই কাম্য।'

'কিন্তু আপনি যখন বিদেশ ঘুরে বেড়ান তখন কি আপনার কোনো শহরের কথা, কোনো প্রিয় গ্রামের কথা—'।

ই. আর কোগলান বাধা দিলেন,

'মোটেই না, মোটেই না। কোনো বিশেষ শহর নয়, সম্পূর্ণ পৃথিবী, গোল, উত্তর-দক্ষিণে কমলালেবুর মতো চাপা, এই গ্রহই আমার বাসস্থান। ঠিক আমার মতো লোক অনেককে আমি বাইরে দেখেছি, মিশেছি। শিকাগোর একজনকে দেখেছি, সে

www.pathagar.com

জিনিসের গণ্ডোলায় চাঁদনী-রাতে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন দক্ষিণের লোককে জানি, যে ইংল্যান্ডের রাজার সাথে পরিচিত হয়েছিল। একবার আফগানিস্তানে এমনি একজন নিউইয়র্কের লোক ডাকাতের হাতে পড়েছিল। তার পরিবার টাকা পাঠিয়ে দেবার পর সে বেচারি ছাড়া পেয়ে কাবুলে ফিরে আসে। দো-ভাষীর সাহায্যে সেখানে সে বলেছে নিউইয়র্কের ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের কথা। আট হাজার মাইলের কম যে জায়গার ব্যাস, তার সম্বন্ধে আমি মোটেই উৎসাহী নই। আমাকে আপনি সারা পৃথিবীর নাগরিক বলে মনে করতে পারেন।'

এরপর সুদীর্ঘ অভিবাদন করে কোগলান বিদায় নিলেন। দূরে হুল্লোড় আর ধোঁয়ার আড়ালে একজন দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে নাকি তিনি চেনেন, তাই উঠে গেলেন। এখন আমি আর সেই যুবক বসে রইলাম।

ভাবতে লাগলাম সেই আন্তর্জাতীয় লোকটির কথা। আর ভাবলাম এঁর কথা কেন সেই কবি লিখলেন না। আমি তাঁকে আবিষ্কার করেছি। তিনি আমাকে মুগ্ধ করেছেন। কী ভাবে 'এক-একটা শহরের নাগরিক জন্ম নেবার পর নানা জায়গায় ঘোরে, কিন্তু আবার ফিরে আসে নিজের শহরে। এ যেন ঠিক একটা ছোট্ট ছেলে, চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু শেষ অবধি মার আঁচলের তলাতেই ফিরে আসে।'

ই. রুশমোর কোগলান সে-রকম নন। কেননা সারা পৃথিবী তাঁর—।

কাফের আর এককোণে ভীষণ একটা গোলমাল আর হল্লায় আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। আমি সকলের ওপর মাথা তুলে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, ই. রুশমোর কোগলান আর তাঁর সেই চেনা ভদ্রলোক তুমুল হাতাহাতি করছেন। টেবিলের দু-পাশে দাঁড়িয়ে তারা লড়াই করছেন। কাচ ভেঙে গেছে। আশেপাশের লোকেরা তাদের হ্যাট সরিয়ে নিয়েছে। তারা দু-জনেই মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছে।

আমার এই আন্তর্জাতীয় ভদ্রলোক যেন সারা পৃথিবীর সম্মান একাই রক্ষা করছেন। বেয়ারাগুলো দু-জনকে চ্যাংদোলা করে তুলে বের করে দিল। তখনো তারা হাতাহাতি করছিলেন।

ম্যাকার্থি বলে এক ফরাসি ভদ্রলোককে ঝগড়ার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন :

'সেই লাল টাই-পরা লোকটি (মানে আমার আন্তর্জাতীয় বন্ধু, কোগলান) অন্য ভদ্রলোকটির কাছে তার শহরের ফুটপাথ আর পানির ব্যবস্থার বদনাম শুনে খেপে উঠে এই কাণ্ড বাধিয়েছিলেন, সাহেব।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'মানে? ও তো সারা পৃথিবীর নাগরিক। তার কেন—'

ম্যাকার্থি বলল, 'বাড়ি ওর মেইনের ম্যাটাওয়ামকিগে। কেউ সে-জায়গার বদনাম করলে, কিছুতেই তিনি তা সহ্য করতে পারেন না, বুঝলেন।'

www.pathagar.com

প্রথম প্রেম

আপনি যদি বোগলস-এর চপ হাউজ এবং ফ্যামিলি রেস্তোরাঁ না চেনেন, তবে আপনার দুর্ভাগ্য। যদি প্রচুর পয়সা খরচ করে খাবার মতো ভাগ্যবানদের একজন হয়েও থাকেন তবুও অপর শ্রেণী কতটা খাবার গিলতে পারে জানতে আপনার ভালো লাগবে। আর ওয়েটারদের বিল দেখে মুহূর্তের জন্যে যারা চোখে শর্ষে ফুল দেখে তাদের একজন হলে তো বোগলস-এর দোকান আপনার জানা থাকারই কথা, কারণ নিদেনপক্ষে পরিমাণের দিক থেকে পয়সার উপযুক্ত মূল্য পাবেন সেখানে।

বোগলস-এর দোকানটা গাছপালা-শোভিত অভিজাত রাস্তা এইটথ অ্যাভেন্যুর ওপর। প্রতি সারিতে ছ-টা করে দুই সারি টেবিল পাতা। সব টেবিলেই একটা করে মসলাদানি, যদিও গুঁড়ো মরিচের শিশিটা যদি আপনি ঝাঁকি দেন তবে দেখতে পাবেন, ওটা থেকে খানিকটা বিস্বাদ-ধূম্রায়িত গুঁড়ো ঝরে পড়বে—মনে হবে আগ্নেয়গিরির খানিকটা ধুলো। শুকনো ওলকপি চিপড়ে টসটসে রসে বের করতে যারা সক্ষম তারাও বোগলস-এর নিমকদানি থেকে নুন বের করতে গিয়ে ব্যর্থ হতে বাধ্য হবে। তা ছাড়াও প্রতি টেবিলে আছে 'কোনো ভারতীয় সাধুর ব্যবস্থামতে তৈরি সর্বগুণসম্পন্ন চাটনি'র অচল সংস্করণ।

খাজাঞ্চির আসনে বসে খোদ বোগল, নিষ্প্রাণ—স্বার্থপর তিমে। ধোঁয়ার মতো থমথমে মুখে আপনার পয়সা নেবে সে। স্তূপীকৃত দাঁত-খিলানের ভেতর থেকে আপনাকে খুচরো পয়সা দেবে বের করে। আপনার চেকটা ফাইলে গেঁথে রাখবে এবং ব্যাঙের মতো ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে, হয়ত-বা আবহাওয়া সম্বন্ধে একটু মন্তব্য করে আপনাকে বিদেয় করবে। তার আবহাওয়া সম্পর্কীয় মন্তব্যের পর আপনার পক্ষে আর-কিছু না বলাই সঙ্গত হবে। আপনি বোগলস-এর বন্ধু নন। আপনাকে সে খাইয়েছে—ক্ষণস্থায়ী খদ্দের মাত্র আপনি। জিব্রাইলের প্রলয়-বাঁশি বাজাবার আগে আপনার সঙ্গে ওর আর দেখা নাও হতে পারে। আপনার খুচরো পয়সা নিয়ে চলে যান—এমনকি জাহান্নামেও যেতে পারেন ইচ্ছে হলে। হ্যাঁ, বোগলের মনের কথাটা এবারে আপনি ঠিক ধরেছেন।

দু-টি পরিচারিকা আছে বোগলস-এর খদ্দেরদের চাহিদা মেটাবার জন্যে—আরও আছে একটি কণ্ঠস্বর। একজনের নাম এনিন। লম্বা...সুন্দরী...মনোহারিণী, জীবনরসে টইটম্বুর—মানুষকে মুগ্ধ করার কায়দা ওর জানা। ওর অন্য নাম। বোগলস-এর ওখানে অন্য নামের দরকার হয় না—যেনো দরকার নেই হাত ধোবার পেয়ালার।

অন্যজনের নাম টিলডি। কেন, ম্যাটিলডা হলে কি ভালো লাগত আপনার? দয়া করে শুনুন নামটা তার টিলডি—টিলডি। টিলডি নিষ্প্রভ, ভাবলেশহীন—নিতান্ত সাদামাটা চেহারা। আর আপনাকে খুশি করার জন্যে মরিয়া।

www.pathagar.com

আর বোগলস-এর কণ্ঠস্বরটা অদৃশ্য। ওটা শোনা যায় রান্নাঘর থেকে। কোনো মৌলিকতা নেই সে স্বরে। শুনতে পাবেন শুধু পরিচারিকাদের খাবারের ফরমায়েশের অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি।

এলিন সুন্দরী, কথাটা আবার বলা কি আপনার কাছে বিরক্তিকর মনে হবে? কয়েক-শ ডলার দামের কাপড়-চোপড় পরে সে যদি ইস্টারের প্যারেডে যোগ দিত তাহলে আমার কথার সত্যতা আপনি নিজের মুখেই স্বীকার করতেন।

বলতে গেলে বোগলস-এর খদ্দেররা তার এক ধরনের গোলাম। দুটো টেবিল-ভর্তি লোকের তাঁবেদারি একযোগে সে সামলাত। যাদের তাড়াহুড়ো বেশি তারাও আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকত শুধুমাত্র তার সুন্দর দেহের দ্রুত চলার তরঙ্গায়িত ভঙ্গি দেখবার জন্যে। আর যারা খাওয়া শেষ করেছে তারাও আরও কিছু খেত—এলিনের হাসির প্রতি প্রসন্নতায়। খদ্দেররা প্রায় সকলেই পুরুষ এবং তারা সবাই চেষ্টা করত ওর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে।

এলিন একসঙ্গে একডজন লোকের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে পারত। তার ওষ্ঠ-বিচ্ছুরিত হাসির ঝিলিক বন্দুকের গুলির মতো আহত করত একসঙ্গে বহু হৃদয়। একই সাথে শুয়োরের মাংস, শিম, ঝলসানো আলু, গম-মেশানো সসেজ ইত্যাকার খাবার জিনিস নিয়ে যেন ভোজবাজি দেখাত ও—হাঁড়ি থেকে টেবিলে হাজির করা পর্যন্ত। ভোজন, চিত্তরঞ্জন এবং সেইসঙ্গে হালকা রসের আদান-প্রদানের কারবারে বোগলস-এর দোকানটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন প্যারির কোনো স্যালোন, আর তার ডান হাত—মাদাম রিকামিয়ার—হল এলিন।

ক্ষণস্থায়ীরা মুগ্ধ হত এলিনের আকর্ষণীয়তায়, আর বাঁধা খদ্দেররা ছিল তার পূজারী। ওদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলত এলিনকে নিয়ে। ইচ্ছে করলে রোজ সন্ধ্যায় বেড়াতে নিয়ে যাবার লোক প্রচুর জোটাতে পারত সে। হপ্তায় কমপক্ষে দু-বার ওকে কেউ-না-কেউ নাচে নিয়ে যেত। একজন স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোককে এলিন ও টিলডি গোপনে নাম দিয়েছিল 'বুনো'। সেই 'বুনো' ভদ্রলোক এলিনকে একটা নীলার আঙটি দিয়েছে। আর একজনের নামকরণ করেছে ওরা 'কচি'। ট্রাক্টর কোম্পানির মিস্ত্রি সে। ওর ভাই এবারের ঠিকাদারিটা পেলেই সে এলিনকে লোমশ পুডল কুকুরের একটা বাচ্চা দেবে বলেছে। আর একজন সবসময় পাঁজবার হাড় চিবোয় ও পালং শাক খেতে ভালোবাসে। নিজের পরিচয় দেয় শেয়ারের দালাল বলে। এলিনকে সে তার সঙ্গে পারসিফলে যেতে বলেছে। টিলডির কাছে গল্প করার সময় এলিন বলেছে—'পারসিফল' কোথায় আমি জানি না কিন্তু যাত্রার আয়োজনের আগে তো অন্তত বিয়ের আঙটিটারও দরকার, কী বল? ঠিক নয় কি?

কিন্তু টিলডি? হাসি-গল্পস্রোতে ভরপুর আর বাঁধাকপির গন্ধওয়ালা বোগলসের দোকানে সে এক করুণ ট্রাজেডি। টিলডির নাক খ্যাঁদা, বিবর্ণ খড়ের মতো কটা চুলের রঙ—রুক্ষ চামড়া—বোগলস-এর খদ্দেরদের মধ্যে তার কোনো প্রিয়জন নেই। খাবার নিয়ে ও যখন-তখন চলাফেরা করছে কিন্তু ব্যাকুল ক্ষুধার্তদের মধ্যে খাবারের জন্য লোলুপতা ছাড়া আর কোনো ভাবান্তর ঘটত না তাতে। ব্যতিক্রমের লোভেও কেউ রসিকতা করে না ওকে নিয়ে। উল্লসিত 'সু-প্রভাত' ধ্বনি কানে তার মধু ঢালেনি—

www.pathagar.com

এলিনকে যেমন করে সবাই বলে। ডিম আসতে দেরি হলে ওকে দোষারোপ করা হত ঠিক তেমনিভাবে বিদ্বেষী প্রেমিক যেমন সাথীর বিলম্বের জন্যে অল্পতেই রেগে যায়। কেউ তাকে কখনো নীলার আঙটি দেয়নি—অজানা 'পারসিফল'-এর মতো দূরের অভিসারেও ডাকেনি।

পরিচারিকা হিসেবে টিলডি ভালোই—খদ্দেররা তাকে বরদাস্ত করে নিয়েছে। যারা ওর টেবিলে বসত তারা কথা বলত বিলের অঙ্ক নিয়ে। তারপর তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠে যেত মধুময় স্নিগ্ধতায়—সেটা এলিনের জন্যে। চেয়ারে আড় হয়ে ঘুরে বসে টিলডির ঘাড়ের ওপর দিয়ে চাইত তারা, যেন এলিন একটা সুস্বাদু আচার—তারই আস্বাদনে ওদের মুখের খাবার—অর্থাৎ ডিম, গোশত রুচিকর হয়ে উঠবে।

সবটা তোষামোদ আর শ্রদ্ধা এলিনের জন্যেই তোলা থাকুক, কেউ তাকে বিরক্ত করে না—এতেই টিলডি খুশি। ভোঁতানাকীও সেই মাধুর্যময়ীর অনুরক্ত। সে যে এলিনের বান্ধবী! টিলডি দেখে আনন্দ পেত—কেমন করে এলিন প্রাণের রানি সেজে খদ্দেরদের ধূমায়িত আলুর পায়েস আর লেবুর রসের তরকারির কথা ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু বিবর্ণ হলদে রঙ আর খোড়ো রঙের চুলের মালিক এই অসুন্দর আমরাই-বা কোন রাজপুত্তুর বা রাজকন্যের স্বপ্ন না দেখি? লোক-লস্কর নিয়ে নয়—একাকী এসে দাঁড়াবে যে সামনে।

একদিন সকালবেলা ফোলা চোখ নিয়ে এলিন কাজে এল—টিলডির উদ্বেগের কাছে সে জখম কিছুই নয়। এলিন বলল, 'আনাড়ি ছোকরা! কাল বাড়ি ফেরার পথে ২৩ আর ৬ নম্বর রাস্তার মোড়ে চোখ মারল। অবজ্ঞায় সরে গেলাম আমি। লোকটাও সরে গেল বটে কিন্তু আমাকে ১৮ নম্বর রাস্তা পর্যন্ত ধাওয়া করল। তারপর—আবার সে বিশ্রী ব্যাপারের চেষ্টা করল—কিন্তু বেশ একটা চড় কষে দিলাম আমি তার গালে। তারপর এই দশা করে দিল চোখটার। খুব বিশ্রী লাগছে? মি. নিকলসন দশটায় আসবেন চা আর টোস্ট খেতে। ফোলা চোখ তাকে দেখাতে হবে ভাবতেই লজ্জায় মরে যাচ্ছি আমি।'

টিলডি দম বন্ধ করে এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনছিল। কোনোদিন কেউ ওর পিছু নেয়নি। বাইরে চব্বিশ ঘন্টার যে-কোনো সময়েই সে নিরাপদ। ভালোবাসার মোহে অনুসরণ করা বা চোখ থেবড়ে দেয়া নিশ্চয়ই একটা আশীর্বাদ।

বোগলস-এর খদ্দেরদের ভেতর ছিলেন সিডারস বলে এক যুবক—লনড্রি অফিসে কাজ করত সে। মি. সিডারস রোগা-পাৎলা, মাথায় চুল কম—দেখে মনে হত ওকে এইমাত্র ধুয়ে মাড় দেয়া হয়েছে। সে এলিনের নজরে পড়ার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাই সাধারণত সে টিলডির টেবিলেই বসত—চুপচাপ সেদ্ধ-মাছের মধ্যে ডুবিয়ে দিত নিজেকে। রেস্তোরাঁয় তখন দু-তিনজন খদ্দের—একদিন এমনি সময় সে এসে বিয়ার পান করছিল। গরম মাছ শেষ করে সে উঠে দাঁড়াল—টিলডির কোমর জড়িয়ে সশব্দে চুমু খেল, তারপর রাস্তায় নেমে গেল। লনড্রির দিকে তাকিয়ে আঙুল তুড়ি দিল সিডারস, তারপর প্রমোদ-শালায় গেল শ্লট-মেশিনে জুয়ো খেলতে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে টিলডি জমে পাথর হয়ে গেল। ওর চেতনা ফিরে এল এলিনের প্রবল ঝাঁকানিতে। তর্জনী তুলে সে বললে—'টিল, দুষ্টু মেয়ে! বোকার মতো চেয়ে আছিস কেন? উঁহু, বুঝতে পারছি পয়লা সুযোগেই আমার কোনো-না-কোনো বন্ধুকে কেড়ে নিবি তুই। তোর ওপর এবার কড়া নজর রাখতে হবে, বুঝলি তো!'

www.pathagar.com

আরও একটা বিষয় টিলডির চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করল—মুহূর্তের মধ্যে সে নির্জন প্রীতিহীন জগৎ থেকে যোগ্যতর ইভ-ভগ্নী এলিনের মতো প্রীতিলোকে উত্তীর্ণ হল। সে নিজে এখন পুরুষের মনোহারিণী—মদন দেবতার ফুলশরের লক্ষ্য সে—উল্লসিত রোমানদের স্যাবাইন নারী! পুরুষের গ্রহণযোগ্য ওর কটিদেশ, ওষ্ঠদ্বয় তাদের কাম্য। অপ্রত্যাশিত প্রেমিক সিডারস মুহূর্তের রজক-কার্যে ক্লেদমুক্ত করে দিয়েছে তার মনের জগৎ। সে তার অস্বস্তিকর নোংরা ধুলো-মলিন জীর্ণ বসন ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে ফেরত দিয়ে গেল—আর টিলডি সেই পরিষ্কার সুন্দর কাপড়ে নিজেকে সাজিয়েছে প্রেমদেবী ভেনাসের মতো। টিলডির দুই গালে রক্তিমাভা খেলতে লাগল ক্ষণে-ক্ষণে। তার উজ্জ্বল দৃষ্টি থেকে ঝরে পড়তে লাগল কৌতুকানন্দের ঝলক। এলিনই একমাত্র নয় যাকে সবার সামনে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয়া যায়। বোগলস-এর ডেস্কের ভিড় কমে যেতেই সে একসময় গিয়ে ওখানে দাঁড়াল উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে। সতর্ক হল যাতে তার কথাগুলো দৃপ্ত অহঙ্কারের মতো না শোনায়। 'এক ভদ্রলোক আমায় অপমান করেছে—সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়েছে।' অনুযোগ করল টিলডি। ক্যাশবাক্সটাকে সশব্দে খুলতে-খুলতে বোগলস বলল, 'তাই নাকি? তাহলে আগামী হপ্তা থেকে তুমি এক ডলার করে বেশি মাইনে পাবে।—'

ও বেলায় খাওয়ার সময় খদ্দেরদের সামনে নিয়মিত খাবার সাজাতে-সাজাতে পরিচিতদের কাছে সবিনয়ে বলল—যেন এই কৃতকার্যতার জন্যে একটু সহানুভূতির প্রয়োজন আছে—'এক ভদ্রলোক আজ আমায় অপমান করেছে—আমার কোমর জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়েছে।'

খদ্দেররা ব্যাপারটাকে বিচিত্রভাবে গ্রহণ করল। জনকয়েক জানাল অভিনন্দন—কতক অবিশ্বাসের দৃষ্টি তুলে ধরল—কেউ-বা ঔৎসুক্যের স্রোত বইয়ে দিল, একসময় তারা যা এলিনের জন্যেই শুধু করত। টিলডির জগৎ আনন্দোদ্বেল—সে মনোজগতের দিগন্তে রোমান্সরূপ আলোর সন্ধান পেয়েছে। এতকাল সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ফাঁকা মাঠে।

দু-দিন মি. সিডারস আসে নি। ইতিমধ্যে টিলডি নিজেকে নায়িকা পদে উন্নীত করে বসে আছে। সে চুলের ফিতা এনে চুলগুলোকে এলিনের মতো করে সাজিয়েছে। কোমরের বেল্টটাকে আরও দু-ইঞ্চি কষেছে। ওর বুকে ভয়বিজড়িত আনন্দপূর্ণ একটা শিহরণ—হঠাৎ হয়ত মি. সিডারস এসে তাকে আক্রমণ করবে—পিস্তলের গুলিতে বিদ্ধ করবে—সে নিশ্চয়ই টিলডিকে অসম্ভব ভালোবেসেছে। ভাবপ্রবণ প্রেমিকরা সাধারণত অত্যন্ত ক্রোধান্ধ ও হিংসুটে হয়। তবে এলিনকে আজও কেউ পিস্তল দিয়ে গুলি করে নি। কাজেই ওকেও কেউ গুলি ছুড়বে না। কারণ সে এলিনের অনুগত সব সময়ই—তাছাড়া সে তার বান্ধবীকে ডিঙিয়ে যেতেও চায় নি কোনো দিন।

তৃতীয় দিন বিকেল চারটার সময় মি. সিডারস এল। টেবিলে কোনো খদ্দের নেই। রেস্তোরাঁর পেছন দিকে তখন টিলডি শর্বের, শিশিগুলো ভর্তি করছে আর এলিন ভাগ করছে পায়েস। টিলডি মাথা উঁচিয়ে সিডারসকে দেখে নিল—উত্তেজনায় শর্বের শিশিটা চেপে ধরল বুকে। লাল ফিতের বোকরা চুলে টিলডি পরেছে ভেনাসের ব্যাজ—গলায় রূপোলি লকেটসহ নীল নেকলেস।

www.pathagar.com

মি. সিডারসের লজ্জারুণ চেহারা, হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে। একটা হাত তার পেছনের পকেটে, অন্য হাত লাউয়ের পায়েসে। সে বলল, 'মিস টিলডি, সেদিন সন্ধ্যায় আমি যা করেছি তার জন্যে আমি মাফ চাইছি। সত্যি বলতে কি—সেদিন সন্ধ্যায় আমি একটু বেশিই মদ গিলেছিলাম। তা না হলে আমি অমনটা করতাম না। কারণ সাধারণ অবস্থায় আমি কখনো কোনো মহিলার সঙ্গে এমন ব্যবহার করি নি। অতএব আমি আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। বিশ্বাস কর মাতাল না হলে ও-কাজ আমি করতাম না।'

মনোজ্ঞ ক্ষমা প্রার্থনার পর হৃষ্টচিত্তে সিডারস চলে গেল পাপ-স্খালনের তৃপ্তি নিয়ে।

একটুখানি আড়াল পেতেই টিলডি বাটারচিপস আর কফি কাপের টেবিলের ওপর উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল। বুক ভেঙে যাচ্ছিল তার, মন আবার ফিরে আসছিল এক শূন্য প্রান্তরে—যেখানে ভোঁতা নাক, খড়ো রঙের চুল নিয়ে সে বিচরণ করত। চুল থেকে লাল ফিতের বোঁটা তুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল সে। চাপা কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'সিডারস।'

তার চুমু-কে সে গ্রহণ করেছিল জীবনের প্রথম মধুর পরশ বলে। তাকে ভেবেছে সে পবিত্র পুরুষরূপে—যার পরশে ওর মন পরির দেশের পাতায়-পাতায় ছুটোছুটি করে বেরিয়েছে। কিন্তু সে চুমু মূল্যহীন—মিথ্যে। সুখ-স্বপ্ন তো মিথ্যেকে আশ্রয় করে এগিয়ে যেতে পারে না। সারাজীবন তাকে কাটাতে হবে সুপ্ত সুন্দরী হয়েই।

তখনও হয়ত সব শেষ হয়ে যায় নি। দু-হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল এলিন। বান্ধবীর হাতকে খুঁজে না-পাওয়া পর্যন্ত টিলডির লালচে হাত ঘুরে বেড়াল বাটারচিপস-এর মধ্যে। এলিন বলল—'উতলা হোস নে টিল, কে না জানে—সেই গাজরমুখো খুঁদে ধোপার কেরানি সিডারস এর যুগ্যি নয়। আর যাই হোক ভদ্রলোক সে নয়। যদি তাই হত তবে কখনো এমন করে এসে ক্ষমা চাইত না।'

www.pathagar.com

প্রকৃতির বিধান

সেদিন এক আর্ট-একজিবিশনে পাঁচ হাজার ডলারের একটা ছবি বিক্রি হতে দেখেছি। ছবিটা ক্রাফট বলে এক তরুণের আঁকা। বাড়ি পশ্চিমে। অবস্থা তেমন ভালো নয়। ওর একটা প্রিয় মতবাদ ছিল। আর এই মতবাদের মতোই বিশেষ একটা রান্না ও পছন্দ করত। ও বিশ্বাস করত প্রকৃতির নির্ভুল বিধানের মতবাদে। আর তার এই মতবাদ গড়ে উঠেছিল মাংস আর পোঁচ-করা ডিমকে কেন্দ্র করে। তার আঁকা এই ছবির পেছনে যে গল্প আছে সেটাই আমি লিখছি। গল্পটা ওর ওখানে গিয়ে একদিন শুনে এসেছিলাম। কিন্তু তাই বলে এ-গল্পের শুরু তার সেই বিশ্বাস থেকে নয়। অন্য এক জায়গা থেকে।

তিন বছর আগে এইটথ অ্যাভেনুর সাইফারের হোটেলে আমি, ক্রাফট আর বিল জুডকিনস বলে এক কবি একসাথে আহার করেছিলাম। যখনই আমাদের হাতে টাকা হত তক্ষুনি সাইফার সেটা, তার নিজের ভাষায় 'ছিনিয়ে নিত' আমাদের কাছ থেকে। ধার করে কোনোদিন খেতাম না আমরা। সোজা ভেতরে যেতাম, অর্ডার দেয়া হত। ডিশ এলেই পাঠিয়ে দিতাম পেটে। পয়সা দিই বা না দিই সেটা যেন বড় কথা নয়। জানতাম সাইফার রাগলেও চুপ করে থাকে আর ওর রাগটাও খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায়। ওর এই ঔদার্য থেকে আমার এক এক সময় মনে হত—হয় ব্যাটা জমিদার, নয় গাধা; নয়তো শিল্পী—এই তিনটের একটা কিছু হবে। একটা ঘুণে-ধরা টেবিলের পাশে ও বসত। একরাশ শোধ-করা বিল ডাঁই করা থাকত টেবিলের ওপর। বিলগুলো এত পুরনো যে আমার মনে হয় ওর সবচে নিচেরটা বোধ করি সেই হেনড্রিক হডসনের। তৃতীয় নেপোলিয়নের মতো সাইফারেরও নিজেকে নির্বিকার রাখবার বিশেষ একটা ক্ষমতা ছিল। একবার পয়সা না দিয়ে আমতা আমতা করে হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলাম। দেখেছি ও মৃদু-মৃদু শুধু হাসছে। সে যাই হোক, পয়সা হলেই কিন্তু আগের বাকিটা শোধ করে দিতাম আমরা।

সাইফারের হোটেলে একমাত্র আকর্ষণ মিলি। মিলি এখানকার ওয়েট্রেস। ক্রাফটের সেই প্রকৃতির সাথে মানিয়ে নেবার মতবাদের চূড়ান্ত উদাহরণ এই মিলি। দেখলে হঠাৎ মিনার্ভা কি ভেনাসের কথা মনে পড়ে যেত। রান্নার মিহি নীল ধোঁয়ার আড়ালে আবছা হয়ে থাকত মিলির মুখ, তার সুঠাম তনু। হোটেলের রান্নার একটানা বিশ্রী গন্ধ, থালা-বাসনের ঝনঝনানি, খদ্দেরদের হাঁকডাক, খাওয়ার সপাসপ শব্দ আর মাছির ভনভন করে ক্রমাগত উড়ে যাওয়া—এত রকম শব্দ আর গোলমালের ভিতরেও মিলিকে অদ্ভুত শান্ত লাগত। মনে হত যেন অসভ্য আদিম লোকের ভেতরে একজন সাহসী আবিষ্কারক ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

মিলির শরীর দেখলে রীতিমতো ভয় পেয়ে যেতে হয়। সব সময়ে কামিজের হাতা কনুই অবধি গোটাত সে যেন যে-কোনো সময়ে আমাদের এই তিন-মূর্তির দলটিকে দু-হাতে তুলে জানলা গলিয়ে ছুড়ে বাইরে ফেলে দিতে পারে। আমাদের চেয়ে দু-এক বছরের মাত্র বড় ও, কিন্তু তা হলেও ওর ভেতরে এমন একটা নারীত্বব্যঞ্জক ভাব ছিল যে অল্পদিনেই ওর স্নেহে আমরা বাঁধা পড়ে গেলাম। সাইফারের ভাণ্ডার থেকে নির্বিবাদে যতকিছু সব নবাবি চালে মিলি আমাদের পরিবেশন করত। সে ভাণ্ডারও যেন কোনোদিন ফুরোবার নয়। সব সময়েই খাবার আসছে। মিলির গলার স্বর ছিল মিষ্টি, ঘণ্টার মতো মধুর। আর প্রায়ই হাসত সে। পাহাড়ের চূড়োয় প্রথম সূর্যের উঁকির মতো উজ্জ্বল ওর মুখ। ওকে আমি ওই সাইফারের হোটেল ছাড়া অন্য কোনোখানে ভাবতেও পারতাম না। এর সাথে ও যেন চিরকালের মতো জড়িয়ে পড়েছে। এখানে মিলি বেশ আনন্দেই ছিল। শনিবারের রাতে ও সপ্তাহের সামান্য যা বেতন পেত তা হাতে পেয়ে ছেলেমানুষের মতো উচ্ছল হয়ে উঠত।

আশঙ্কাটা সকলের ভেতরই সুপ্ত ছিল। তবে ক্রাফটের মনেই তা প্রথমে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছিল। একদিন চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা করতে করতে কথাটা আমাদের ভেতরেও উঠল। আমাদের একজন কথায়-কথায় বলল যে হেডন সিমফনির সাথে যেমন আইসক্রিম, তেমনি আমাদের এই সাইফার হোটেলের সাথেও মিলির কথা মনে পড়ে যায়। ক্রাফট উত্তর করেছিল :

'জানো মিলির একটা ফাঁড়া আছে। যদি সেটা ও না এড়াতে পারে তাহলে এখানে আমরা কেউ আর ওকে কোনোদিন দেখতে পাব না।'

জুডকিনস ভয়ে ভয়ে বলল, 'কেন? মিলি মুটিয়ে যাচ্ছে বলে?' আমি তখন পরামর্শ দিয়েছিলাম, 'কেন যে-কোনো নাইটস্কুলে ভর্তি হলেই তো সব মিটে যায়।'

ক্রাফট আঙুল দিয়ে কফির ফোঁটাটা মিশিয়ে দিতে-দিতে বলল, 'ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক যেমন সিজারের সাথে ব্রুটাস, তুলোর সাথে পোকা, বাগানের সাথে বিষাক্ত লতা, ধর যোদ্ধার সাথে মেডেল, শিল্পের সাথে মর্গান, গোলাপের সাথে—'

অস্থির হয়ে বাধা দিলাম, 'থামো, থামো, কী হয়েছে তাই বল!'

গম্ভীর হয়ে ক্রাফট উত্তর করল, 'কিছুদিনের মধ্যেই উইনকনসিন থেকে এক অপদার্থ লাখপতি খেতে আসবে সাইফারে। সে মিলিকে বিয়ে করবে।'

আমি আর জুডকিনস একসাথে গর্জে উঠলাম, 'কখনো না।'

'এক অপদার্থ!' ক্রাফট পুনরাবৃত্তি করল।

'এবং লাখপতি।' দীর্ঘশ্বাস পড়ল আমার।

জুডকিনস হতাশ সুরে বলল, 'উইনকনসিন থেকে?'

আমরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করলাম যে—হ্যাঁ, মিলির সত্যি একটা কঠিন বিপদ। মিলিকে দেখলে যে-কোনো অপদার্থ কাত হয়ে যাবে। আর আমরা জানি যে প্রায়ই এরকমটা হয়। নিউইয়র্ক অবধি এইসব লাখপতিরা ধাওয়া করে আর হোটেলের মেয়েদের কাছে প্রেম নিবেদন করে।

প্রায়ই দেখা যায় খবরের কাগজে লেখা থাকে, 'উইনকনসিনের ধনী ব্যবসায়ীর সাথে সুন্দরী ওয়েট্রেসের পরিণয়।'

www.pathagar.com

সত্যি মিলি তাহলে আর থাকছে না এখানে।

কিন্তু আশা ফিরে পেলাম প্রকৃতির নির্ভুল সুন্দর ব্যবস্থার কথা ভেবে। আমরা কিছুতেই তাকে ধনীর হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। অর্থ এবং প্রাদেশিকতা—দুটোই তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। ভাবতেও খারাপ লাগছিল যে মিলির আস্তিন কনুই অবধি আর গোটানো থাকবে না। আর সেই ঢাকা-হাতে মার্বেলের টেবিলের চা ঢেলে যাবে। কার জন্যে? না, একজন কাঠের ধনী কারবারির জন্যে। ছোঃ! এ কিছুতেই হতে পারে না। সে এখানেই থাকবে। সাইফারের হোটেলই তার একমাত্র স্থান। এখানেই শুধু তাকে মানায়। আর কোথাও না।

আমরা ঠিকই অনুমান করেছিলাম। সে সন্ধ্যাতেই এক ধনী কাঠের ব্যবসায়ী হোটেলে এল। তবে উইনকনসিন থেকে নয়, আলাস্কা থেকে।

আমরা বসে-বসে সেদ্ধ মাংস আর আপেল খাচ্ছিলাম। এমন সময়ে সেই ভদ্রলোক যেন কুকুর তাড়াতে-তাড়াতে ভেতরে এসে ঢুকলেন। এসে বসলেন আমাদের টেবিলেই। আমাদের বন্ধুত্ব কামনা করলেন তিনি। পর মুহূর্তেই আমরা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম তার সঙ্গে।

কাপড়-চোপড় এলোমেলো, মুখে এক গাল দাঁড়ি, শুকনো কাঠ-কাঠ মুখটা ভদ্রলোকের। এইমাত্র সে নাকি নর্থরিভারের খেয়া পার হয়ে এসেছে। শুনেই মনে হল যে এখনো তার কাঁধে সেখানকার একআধ মুঠো বরফ লেগে রয়েছে। এসেই টেবিলে সে রাখল বেশকিছু সোনাদানা, একগাছি মালা, আর কাঁচা চামড়ার একটা গাঁট। তারপর ক্রোভিকার বকবক করতে লাগল তার লাখ-লাখ টাকা-পয়সার বিষয়ে। তার কথা মোটামুটি দাঁড়াল যে, দু-লাখ আছে ব্যাঙ্কে। আর কারবার থেকে দিনে এক হাজারের মতো পায়। এখন কিছু সেদ্ধ মাংস আর সবজি খেলেই চলবে। সেই যে সিটল থেকে গাড়িতে উঠেছে, পথে আর কিছু খায় নি। ভীষণ খিদে পেয়েছে। গাড়িতে যা খেতে দেয় একেবারে অখাদ্য, মুখে দেয়া যায় না।' বলেই বলল, 'দিন, অর্ডার দিন আপনারা।'

মিলিকে দেখা গেল। দু-হাত ভর্তি একরাশ বাসন-কোসন—পাহাড়ের মতো উঁচু—আর ভোরের আলোর মতো হাসি লেগে আছে মুখে। দেখেই ক্রোভিকার গাঁট সরিয়ে ফেলল, টাকা-পয়সা রেখে দিল আর হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। যেন এখনি ওকে মুক্তোর টায়রা আর প্যারির সিল্ক-গাউন কিনে দেয়, এমনি একটা ভাব।

শেষ অবধি তুলোয় পোকা ঢুকল। আমাদের সেই অপদার্থ লাখপতি আলাস্কার ব্যবসায়ী ছদ্মবেশে মিলিকে হাত করে ফেলল! আমাদের প্রকৃতির বিধান এবার বুঝি উল্টে যায়!

ক্রাফটই প্রথম এগিয়ে এল। চেয়ার ছেড়ে উঠে ক্রোভিকারের পিঠে চাপড় মেরে বলল, 'চল, মদ খাওয়া যাক।' জুডকিনস আর আমি দু-হাত দু-দিক থেকে ধরে বললাম, 'চল প্রথমে মদ খাওয়া যাক, পরে খাবার খাব।' টানতে-টানতে অন্তরঙ্গতার সাথে তাকে হোটেল থেকে বের করে নিয়ে এলাম এক কাফেতে। আসবার সময়ে অবশ্য ওর সব জিনিসপত্র ওর পকেটেই ভরে দিলাম।

এবারে কিন্তু সে প্রতিবাদ করে উঠল। বলল, 'ও মেয়েকে আমার চাই। আমি ওকে জীবনসঙ্গিনী করব। এত সুন্দর মেয়ে আর দেখি নি হে, বুঝলে? এখুনি গিয়ে ওর কাছে

www.pathagar.com

প্রস্তাব করব আমি। ও আমাকে ফিরিয়ে দিলেও আমার টাকাকে ফিরিয়ে দেবে না। কী বল হে তোমরা?'

ক্রাফট দুষ্টু হাসি হেসে বলল, 'এখন তোমার আর-একটা হুইস্কি আর দুধ দরকার। তা না যত সব! ভেবেছিলাম গ্রামের মানুষগুলো ফুর্তিবাজ হয়।'

মদের আড্ডায় এসে ক্রাফট তার শেষ পয়সাটা পর্যন্ত খরচ করে ফেলল। ওর দেখাদেখি আমরাও সব খরচ করলাম ওকে মদ খাওয়াবার জন্যে।

কিন্তু ঘোর কেটে যেতেই ক্রোভিকার আবার মিলির কথা বলতে শুরু করল। ক্রাফট তাকে কানে-কানে জানিয়ে দিল যে যারা কৃপণ তাদের কোন স্থানই নেই পৃথিবীতে। শুনেই সে পকেট থেকে মুঠো-মুঠো টাকা বের করে ঢালাও হুকুম দিল মদের পিপে দিয়ে হোটেল সয়লাব করে দেয়ার জন্যে।

এভাবেই কাজ উদ্ধার করলাম আমরা। তার লাঠি দিয়ে তার ক্ষেত থেকেই বেচারাকে তাড়িয়ে দিলাম আমরা। তারপর ওকে গাড়িতে তুলে অনেক দূরের ছোট্ট এক হোটেলে রেখে এলাম। বিছানার পাশে রেখে দিলাম ওর জিনিসপত্র।

ক্রাফট বলল, 'ওর পক্ষে সাইফারের হোটেল আর খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না। দেখবে, পরদিন যে-ওয়েট্রেসকে দেখবে তাকেই সে বিয়ে করবে। এখন মিলির—মানে আমাদের এই প্রকৃতির বিধানেরই তো জিত হল। ঠিক কি না?'

সাইফার ফিরে গেলাম। খদ্দের তেমন ছিল না। আমরা তিনজন মিলিকে মাঝখানে রেখে একসাথে একটা ইন্ডিয়ান নাচ নেচে নিলাম।

তিন বছর আগের কথা এসব। এ-সময় আমাদের ভাগ্য একটু বেশিই খুলে গিয়েছিল। এর পরে ক্রাফটের সাথে আমার আর দেখা হয় নি। জুডকিনসের সাথে শুধু মাঝে-মাঝে দেখা হত। আমরা তিনজন তিনদিকে ছিটকে পড়েছিলাম।

আগেই বলেছি সেদিন একটা ছবি পাঁচ হাজার ডলার বিক্রি হতে দেখেছি। ছবিটার নাম 'বোডেসিয়া'। যে মেয়েটার ছবি তার চেহারাটা চেনা-চেনা লাগল। যারা ছবিটা দেখছিল তাদের মধ্যে শুধু আমিই একমাত্র ভাবছিলাম যে ছবি থেকে বোডেসিয়া আবার উঠে এসে আমাকে মাংস আর পোঁচ-করা ডিম এনে খেতে দিক। ক্রাফটের কাছে ছুটে গেলাম। চোখে তার সেই দুষ্টুমির ছাপ। চুল আরো অশান্ত। পোশাক আরও ভালো দর্জির দোকান থেকে তৈরি।

বললাম, 'আমি এসব কিছুই তো জানতাম না।'

ও বলল, 'ওই টাকা দিয়ে ব্রনকস-এ আমরা একটা বাড়ি কিনেছি। যে-কোনোদিন সন্ধে সাতটায় চলে এস।'

'তাহলে দেখছি সেদিন যখন সেই অপদার্থটাকে—মানে ক্রোভিকারকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলে সেদিন শুধু প্রকৃতির বিধানই তোমার লক্ষ্য ছিল না—সেই সাথে এই মতলবও ছিল।'

ক্রাফট একটু হেসে বলল, 'মোটেই না, মোটেই না। তবে হ্যাঁ, কিছুটা তো বটেই।'

www.pathagar.com

জাত শহুরে

রহস্য-টহস্য কিছু নয়, আমি শুধু দু-তিনটে বিষয় সম্বন্ধে জানতে চাই। আমাকে জানতে হবেই।

মেয়েরা পোশাকের বাক্সে কী রাখে, এই জানতে আমার পুরো দু-সপ্তাহ লেগেছিল। তারপরেই খোঁজ নিতে শুরু করেছিলাম ম্যাট্রেসগুলো সাধারণত দু-খানা হয় কেন? জিজ্ঞেস করাতে প্রথমে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। কী ব্যাপার? পরে শুনেছিলাম দু-খানা হয় এই জন্যে যে, তাতে জিনিসটা বেশ হালকা হয়। মেয়েদের বিছানা করবার সুবিধে হয়। তবুও বোকার মতো আমি আবার জিজ্ঞেস করেছি, তাহলে দু-খানা একই মাপের হয় না কেন? কিন্তু আমাকে এ-প্রশ্নের উত্তর আর কেউ দেয় নি।

তৃতীয় যে-ব্যাপারটা আমার মনে উঁকি দিয়েছিল তা হচ্ছে, পাকা শহুরে লোক আসলে কারা, এই প্রশ্নটা। এ-সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণাও নেই আমার। কোনো জিনিস নিয়ে ভাববার আগে তার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা দরকার। একটু তলিয়ে ভাবতেই প্রথম আমার সামনে জন ডোর ছবি ভেসে উঠল পরিষ্কার খোদাই-করা একটা মূর্তির আকার নিয়েই। চোখ তার ফ্যাকাশে নীল। পরনে বাদামি রঙের ভেস্ট আর চকচকে কালো সার্জের কোট। হাতে একটা ছোট ছুরি আধ-খোলা অবস্থায় প্রায় সব-সময়েই থাকে। বুড়ো আঙুল দিয়ে সে সেটা শুধু খোলে আর বন্ধ করে। আর রোদে দাঁড়িয়ে প্রায়ই কী যেন চিবোয়। উঁচুতলার লোকের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে। বেশ লম্বা আর ফ্যাকাশে রঙ হয় তাদের। কোটের হাতার ফাঁকে নীল আস্তিন উঁকি দেয়। আর খেলার মাঠের ধারে, কাছেই কোথাও জুতো পালিশ করাবার। কেমন যেন হিরে-জহরৎ-এর ঝিলিক পাওয়া যায় আশেপাশে।

কিন্তু শহুরে লোকেরা ঠিক তেমন তা এখনো ঠিকমতো বুঝতে পারি না। শহুরে লোকদের কেমন একটা ফালতু নাক-সিঁটকানো ভাব থাকে। নাক সিঁটকালে তাদের দেখায় যেন একটা বেড়াল হাসছে। আর মনে পড়ে আস্তিনের হাতা। ব্যস। যাহোক খবরের কাগজের এক রিপোর্টারের কাছে কথাটা পাড়লাম। সে বলল :

'কেন, শহুরে লোক বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে তারা যেমন ঠিক ক্লাবের লোকও না তেমনি আবার খামোখা ঘুরেও বেড়ায় না। মাঝামাঝি একটা কিছু। মানে প্রাইভেট বক্সিং-এও যায়, আবার মিসেস ফিসের পার্টিতেও তাদের দেখা মেলে। আবার এরা লোটর ক্লাব বা জেস ম্যাকগিওগেম্যান গ্যালভ্যানাইজড আয়রন ওয়ার্কার্সদের অ্যাসোসিয়েশনেরও হয় না। আমি, আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারছি না চরিত্রটা। আশেপাশেই কোথাও-না-কোথাও তাদের দেখা যায়। চিনে বের করবার মতো লোক

www.pathagar.com

বটে তারা। প্রত্যেক সন্ধ্যায় ঠিকঠাক পোশাক পরে। শহরের ওয়েটার আর পুলিশদের সব-সময়ে নাম ধরে ডাকে। প্রায়ই একেলা নয়ত অন্য আর-একজনের সাথে সাথে বেরোয়, বুঝলে?'

রিপোর্টার-বন্ধু চলে যাবার পর আরো ভাবতে শুরু করলাম। এতক্ষণে রিয়াল্টোতে ৩১২৬ নম্বর ইলেকট্রিক ট্রেন এসে গেছে। পাশ দিয়ে নির্বিকার লোকজন চলে যাচ্ছে। কত বিচিত্র লোক, দোকানের ছুকরি, সহকারিণী, ব্যক্তিগত সেক্রেটারি, অভিনেতা, ব্যবসায়ী, লাখপতি, কেউবা আবার শহরে খেতে-আসা লোক। সকলেই হুড়মুড় করে দলবেঁধে হৈ-চৈ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি তাদের দিকে তাকালামও না। প্রত্যেককেই চিনি আমি, দেখেই বুঝতে পেরেছি। তাদের কারুর মধ্যেই জাত শহুরে লোকটা নেই। আমি যাকে খুঁজছি এদের মধ্যে সে নেই। সে একটা বিশেষ চরিত্র। তাকে বাদ দিলে ভুল করা হবে। তাকে নিয়েই এগুনো যাক।

আচ্ছা, নৈতিক অধঃপতনের কথাই ধরা যাক। ধরা যাক একটা পরিবার রবিবাসরীয় খবরের কাগজ পড়ছে। পত্রিকা থেকে বিভাগগুলো আলাদা করে ফেলা হয়েছে। বাবার হাতে একটা পাতা। তাতে, জানলার ধারে একটা মেয়ে নুয়ে-নুয়ে ব্যায়াম করছে তার ছবি। আর এদিকে মা কাগজের অন্য একটা পৃষ্ঠা 'নি-ই-র্ক' এই শব্দের মাঝের হারানো অক্ষরগুলো বের করতে ব্যস্ত। ধাড়ি মেয়েরা অর্থনৈতিক সংবাদের পাতা পড়ছে। আর আঠারো বছরের ছেলে উইলি মনোযোগ দিয়ে পড়ছে একটা প্রবন্ধ। ওতে লেখা রয়েছে কী করে একটা পুরনো স্কার্টকে নতুন করা যায়। ওর ইচ্ছে সামনের বারে সেলাই-এর স্কুলে ও ফার্স্ট হবে। ঠাকুমা একদিকে ঘণ্টা-দুয়েকের জন্যে বসে আছেন কমিকের পাতাটা নিয়ে; আর বাচ্চা দুটিও ব্যস্ত আর-একদিকে। ছবিটাকে বিশ্বস্ত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এখন এই গল্পের কয়েক লাইন অনায়াসে বাদ দেয়া যেতে পারে। এবারে একটু চাঙা হওয়া দরকার।

একটা কাফেতে গিয়ে ঢুকলাম। একটা লোক বোতল থেকে ঢালছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে—গ্লাস ভর্তি হওয়ামাত্র সেটা টেনে নেয় চটপট—যাকে চলতি কথায় বলা যায়, 'জাত শহুরে লোক', তার সম্বন্ধে সে কিছু জানে কিনা। 'কথাটার অর্থ,' সে একটু ভেবে আবারো বলল, 'কেন, এর মানে হচ্ছে, যে-লোক সারারাত খুব তুখোড়ভাবে কাটায়। এমনি তার মাহাত্ম্য যে ফেরবার পথে একবারও রেললাইনে হোঁচট খায় না। আমি এদেরকেই জাত শহুরে বলে বুঝি।'

ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম তার কাছ থেকে।

রাস্তার একটা মেয়ে তার চাঁদার বাক্স আমার দিকে এগিয়ে দিল। ওকে শুধোলাম, 'আচ্ছা সারাদিন যে শহরে ঘোরাফেরা কর, জাত শহুরে লোক বলে কাউকে কখনো দেখেছ? বলতে পার কেমন এরা?'

একটু হাসল মেয়েটা।

'বোধ হয় বলতে পারব। আমি তাকে চিনি বলে মনে হচ্ছে। ওই সব লোক যাদেরকে রাতের পর রাত এক জায়গাতেই দেখা যায়। ওরা হচ্ছে শয়তানের অনুগত চেলা। আমরা ওদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করি, যাতে তাদের পয়সা কিছুটা অন্তত ঈশ্বরের সেবায় লাগতে পারে।'

www.pathagar.com

বলেই বাক্সটা ঝাঁকাল সে। একটা সিকি ফেলে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আবার। একটা ঝকমকে হোটেলের সামনে আমার এক সমালোচক-বন্ধু গাড়ি থেকে নামছিলেন। বেশ খোশ-মেজাজে আছেন বলেই মনে হল। ওঁকেও পাকড়াও করলাম। বেশ গম্ভীরভাবেই তিনি উত্তর করলেন, 'নিউইয়র্কে এ-ধরনের একদল লোক দেখতে পাওয়া যায়। কথাটা আমি আগেই জানতাম, কিন্তু কোনোদিন এর অর্থ যে কী তা আমি ভেবেছি বলে মনে হয় না। ঠিক আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলাটাও শক্ত। তবে সাদা কথায় বলতে গেলে নিউইয়র্কের সেই ব্যাধি, সবকিছু দেখতে হবে, জানতে হবে, এই বিশ্রী ব্যারামে এরা ভোগে। রোজ ছ-টার সময়ে দিনের কাজ শুরু হয় এদের। আচার-ব্যবহার আর পোশাকের দিক থেকে প্রাচীনপন্থী। শুধু পরের কাজে নাক ঢোকানোর অভ্যেস। সারা শহরে তাদের অবাধ গতি। যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই র‍্যাথনকেলার থেকে রুকগার্ডেন, হেস্টার স্ট্রিট থেকে হার্লেম অবধি। এমন কোনো হোটেল নেই শহরে, যেখানে তাদের পায়ের ধুলো পড়েনি। বলতে কি, এই হচ্ছে তোমার জাত শহুরে লোকের নিদর্শন। দেখবে, খালি নতুন কিছু খুঁজছে। সবসময়েই কৌতূহলী আর উদ্ধত। সবখানেই সদাই বিরাজমান। হাতে সোনালি লেবেলের চুরুট। পার্টির গান-বাজনা মাটি করতে এরা ওস্তাদ। তবে সুখের বিষয়, সংখ্যায় তারা খুব বেশি নয়। লোকে আবার কিন্তু এদের মতামতের যথেষ্ট দাম দেয়, বুঝলে?'

'আমি খুব খুশি হয়েছি এ-ভেবে যে তুমি আজ আমার চোখ খুলে দিয়েছ। রাতের এই শহরের ক্লেদ আর বীভৎসতা আমিও দেখেছি, কিন্তু কোনোদিন বিশ্লেষণ করে দেখি নি, ভাবি নি। এইসব শহুরে লোকদের সম্বন্ধে অনেক আগেই ভাবা উচিত ছিল। পোশাকের মডেল আর মদের এজেন্টগুলো যেন ওদের তাঁবেদার। ওদের একটা অনুরোধেই হ্যান্ডেলের মতো সুরকারের গান বাদ দিয়ে বস্তাপচা খেলো গান বাজায় যতসব হোটেলওয়ালারা। যেখানে আমরা একবার যাব ওরা সেখানে রোজ সন্ধেয় যাবে। আর যখন চুরুটের দোকানে পুলিশ হানা দেবে ওরা তখন নির্বিকারে অফিসারকে চোখ টিপে বেরিয়ে যাবে। আমরা হয়ত তখন মিথ্যে নাম বলতে গিয়ে শর্ষে ফুল দেখছি চোখে।'

দম নিয়ে নতুন করে শুরু করবার জন্যে বন্ধু-সমালোচক একটু থামলেন। এই অবসরে আমি খুশিভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তুমি ঠিক বলেছ। এবার স্পষ্ট চিনতে পারছি লোকগুলোকে। কিন্তু অন্তত একটাকে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই। কোথায় দেখা পেতে পারি? কী করে চিনব তাকে বলতে পার?'

গাড়িওয়ালা তখনও ভাড়ার জন্যে বসে আছে। আমার বন্ধু যেন কিছুই শুনতে পায় নি। তিনি বলে চললেন, 'কৌতূহল আর ঔৎসুক্য যেন এই লোকগুলোর হাড়ে-হাড়ে গাঁথা। সব সময়েই নতুন কিছুর জন্যে ছোঁকছোঁক করে বেড়াচ্ছে। যখন একটা জিনিস পুরনো হয়ে যায়, তখন তারা এক—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না। সব বুঝতে পেরেছি। এখন একটা নমুনা দেখাতে পারেন কি না তাই বলুন। আমার কাছে আগাগোড়া ব্যাপারটাই নতুন। আমি জানতে চাই। দরকার হলে সারা শহর খুঁজে দেখব তাদের। আচ্ছা বোধ হয় এই ব্রডওয়েতেই ওদের কাউকে পাওয়া যেতে পারে, না?'

www.pathagar.com

'ভেতরে চল। আমি খেতে এসেছি এখানে। যদি, যাকে জাত শহুরে লোক বলে এমন কাউকে পাই দেখিয়ে দেব তোমাকে। আমি এখানে প্রায় সকলকেই চিনি।'

'মাফ করবেন, আমি এখন খাচ্ছি না। আমি আজ রাতেই সারা নিউইয়র্ক চষে ফেলব ঠিক করেছি, সেই শহুরে লোকদের একজনকে বের করবই খুঁজে। বুঝলেন?'

হোটেল থেকে নেমে ব্রডওয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। খুঁজতে বেশ রোমাঞ্চকর লাগছিল আমার। এমন এক বিরাট বিচিত্র জটিল শহর আমার কাছে আজ অদ্ভুত ভালো লাগছে। ধীরে-ধীরে হাঁটতে-হাঁটতে ভাবতে লাগলাম, আমিও তো এই শহরেরই একজন বাসিন্দা। এ-বিশাল জনপদেরই একটা অঙ্গ। এর সৌভাগ্য, এর উন্নতি, এসবই যেন আমার নিজেরই সৌভাগ্য, আমারই উন্নতি। আমার বুক ফুলে উঠল গর্বে।

রাস্তাটা পার হবার জন্যে পা বাড়ালাম। আমার কানে এল হাজার মৌমাছির মিলিত গুঞ্জনের মতো একটা ধ্বনি। তারপর স্যান্টোস-ডুমন্টে আমি চেপে বসলাম।

চোখ খুলতেই, নাকে একটা গ্যাসোলিনের মৃদু গন্ধ পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখনো কি পার হয়ে যায় নি গাড়িটা?'

হাসপাতালের নার্স আমার কপালে হাত রেখে কী দেখল। অল্পবয়েসী একজন ডাক্তার ঢুকে একটু হাসল। তারপর সকালবেলার কাগজটা এগিয়ে দিল আমার সামনে।

'পড়ে দ্যাখো, কীভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা তুমি করেছিলে।'

ঠিক যে জায়গায় আমি মৌমাছির গুঞ্জন শুনেছিলাম কাল রাতে, সেই জায়গার নাম রয়েছে খবরের শুরুতে।

আর শেষ লাইনটা হচ্ছে,—'বেলেভ্যু হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছে যে, তার আঘাত খুব গুরুতর কিছু নয়। লোকটা হচ্ছে একজন 'জাত শহুরে লোক'।'

www.pathagar.com

দালালের প্রেম

সকাল সাড়ে ন-টায় মুনিবকে যুবতী স্টেনোগ্রাফারের সাথে অফিসে ঢুকতে দেখে ব্রোকার হার্ভি ম্যাক্রওয়েলের অফিসের কনফিডেনসিয়াল ক্লার্ক পিচারের নির্লিপ্ত-মুখেও কিছুটা বিস্ময় ও কৌতুকের ছাপ পড়ল। 'সুপ্রভাত পিচার' কথা দুটি ছুড়ে মেরে ম্যাক্রওয়েল ছুটে গেলেন নিজের ডেস্কে, যেন লাফিয়ে সেটা পেরোবেন তিনি। তারপরই অপেক্ষমাণ চিঠি ও টেলিগ্রামের দঙ্গলে ডুবে গেলেন।

যুবতী বছরখানেক ধরে ম্যাক্রওয়েলের স্টেনোগ্রাফার। সে এতটা সুন্দরী যা প্রায় অ-স্টেনোগ্রাফারসুলভ। বিলাস-ব্যসনের চিহ্ন নেই তার ভেতর—চেন, বালা বা লকেট পরে না। তার হাবভাবে মনে হয় না যে, সব সময় লাঞ্চের নিমন্ত্রণে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। সাদামাটা ছাইরঙের পোশাকে আজ। কিন্তু সেই পোশাকই যেন একটা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তাকে। তার পাগড়ি-ধরনের কালো টুপিতে সবজে-সোনালি জ্যাকাও পাখির পালক। আজকের সকালবেলাটায় যেন একটা হালকা লজ্জারুণ দীপ্তি ঘিরে আছে তাকে। উজ্জ্বল চোখ স্বপ্নিল, চিবুকে পাকা পিচের লালিমা, হাবভাবে উপচে পড়ছে সুখস্মৃতিজড়িত তৃপ্তি।

ওর ধরন-ধারণে একটা বৈসাদৃশ্য লক্ষ করল কৌতূহলী পিচার। বরাবরের মতো সরাসরি পাশের ঘরে নিজের ডেস্কে না গিয়ে আজ যেন সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঘোরাফেরা করছে বাইরের অফিসে। এমনকি ম্যাক্রওয়েলের টেবিলের ধার ঘেঁষেও সে ঘুরে এল একবার।

কিন্তু মানুষের বদলে একটা যন্ত্র যেন বসে আছে সে ডেস্কে। এই হচ্ছে ব্যস্তসমস্ত নিউইয়র্কের ব্রোকার, কল-কাটা চাকা আর স্প্রিং যাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

'কী? বলবে কিছু?' চটপট জিজ্ঞেস করলেন তিনি। টেবিলের চিঠিপত্রের গাদাটাকে দেখাচ্ছে ছোটখাটো একটা মাটির ঢিবির মতো। প্রায় অধৈর্য-মনে যান্ত্রিক আর কর্মব্যস্ত চোখে তিনি চাইলেন যুবতীর দিকে।

'কিছু না', একটুখানি হেসে সরে গেল স্টেনোগ্রাফার।

কনফিডেনসিয়াল ক্লার্কের কাছে গিয়ে সে বলল, 'মি. পিচার, মি. ম্যাক্রওয়েল কি আপনাকে আমার বদলে নতুন একজন স্টেনোগ্রাফার রাখার ব্যাপারে কিছু বলেছেন?'

'বলেছেন', পিচার বলল। 'বলেছেন অন্য কাউকে রাখতে। কাল বিকেলে এজেন্সিতে ফোন করে বলে দিয়েছি আজ সকালে গোটাকয় মেয়েকে পাঠাতে। পৌনে ন-টা বাজতে চলল কিন্তু এখনও কোনো চলন্ত টুপি বা ননীর পুতুলের দেখা নেই।'

www.pathagar.com

'তাহলে কেউ না-আসা পর্যন্ত আমাকে তো কাজ চালিয়ে নিতেই হবে, তাই না', নিজের ডেস্কে চলে গেল যুবতী। ম্যাকাওর পালক-লাগানো পাগড়ি-টুপি রাখল যথাস্থানে।

গরম বাজারের সময় ম্যানহাট্টানের ব্যস্তসমস্ত ব্রোকারকে যিনি দেখেননি, মানব-চরিত্রের অনেকখানিই তাঁর অজানা। 'দৃপ্ত জীবনের কর্মময় মুহূর্ত' নিয়ে কবিরা অনেক কবিতা লিখেছেন, কিন্তু ব্রোকারের মুহূর্ত শুধু কর্মময়ই নয়—তাদের চারপাশে উত্তপ্ত গাদাগাদি করে আছে প্রতিটি মিনিট আর সেকেন্ড।

আজকের দিনটা হার্ভি ম্যাক্রওয়েলের ব্যস্ততার দিন। একটানা গড়গড় করে বাজছে টেপযন্ত্র, আর ক্রিং-ক্রিং করে বাজাটাও যেন টেলিফোনটার পুরনো ব্যাধি। লোকের ভিড় জমে গেছে অফিসে, রেলিঙের ও-পাশে আনন্দে, ক্রোধে, উত্তেজনায় সুতীক্ষ্ণ চিৎকার করে চলেছে তারা। খবর ও টেলিগ্রাম নিয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে বার্তাবাহকেরা। ঝড়ের সময়কার নাবিকদের মতো কেরানিরা ছুটোছুটি করছে। এমনকি পিচারের নির্লিপ্ত মুখেও উষ্মার ছাপ।

একদিকে যেমন শেয়ারবাজারে চলছে ঘূর্ণিঝড়, তুষার ঝটিকা, আগ্নেয়গিরি আর তুষার ধসের প্রলয় কাণ্ড, তেমনি তাদেরি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ পুনরাভিনয় হচ্ছে ব্রোকারের অফিসে। চেয়ারখানা দেয়ালের দিকে সরিয়ে দিয়ে ম্যাক্রওয়েল যেন পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে নাচের কসরৎ দেখাচ্ছে। টেপযন্ত্র থেকে ফোন আর ডেস্ক থেকে দরজা পর্যন্ত একটানা লাফালাফি করে চলেছেন তিনি।

ক্রমবর্ধমান ব্যস্ততার ভেতর হঠাৎ ম্যাক্রওয়েল যেন লক্ষ করলেন উটের পালক-গোঁজা মখমলের টুপির নিচে কোঁকড়ানো সোনালি চুল, নকল সিলের চামড়ার পোশাক আর হিকোরি বাদামের মতো বড়-বড় নকল মুক্তোর মালা একছড়া—শেষপ্রান্তে রুপোর তৈরি একটা হৃৎপিণ্ডের প্রতিকৃতি মেঝেতে গিয়ে নেমেছে আর এ-সবের সাথে সংশ্লিষ্ট এক ভাবভোলা যুবতী; পাশেই দাঁড়িয়ে পিচার।

'এই মহিলা স্টেনোগ্রাফার্স এজেন্সি থেকে চাকরিটার ব্যাপারে এসেছেন', বলল পিচার।

হাত-বোঝাই কাগজপত্র আর টেপ নিয়ে ম্যাক্রওয়েল আধাআধি ঘুরে দাঁড়ালেন, 'কিসের চাকরি?' কপাল কুঁচকে এল তার।

'স্টেনোগ্রাফারের চাকরিটা', বলল পিচার। 'আজ সকালে একজনকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে এজেন্সিতে খবর দিতে বলেছিলেন কাল।'

'তোমার মাথা বিগড়ে যাচ্ছে, পিচার। কেন অমনধারা কথা বলব তোমাকে? এক বছর ধরে মিস লেসলি যা কাজ দেখিয়েছে তাতে আমি বড্ড খুশি। নিজে থেকে না ছাড়লে এ চাকরি তারই। এখানে চাকরি-টাকরি খালি নেই, মাদাম। এজেন্সিকে মানা করে দাও, পিচার, আর হুট করে কাউকে এনে হাজির কর না।'

ঘৃণাভরে বেরিয়ে যাবার মুখে রুপোর হৃৎপিণ্ডওয়ালি এখানে-ওখানে আসবাবপত্রগুলোকে ধাক্কা দিয়ে গেল। একমুহূর্ত কাজ ফেলে রেখে পিচার বুক-কিপারকে বলল, 'দিনকে-দিন আনমনা হয়ে যাচ্ছে 'বুড়ো'।'

ক্রমেই দ্রুতলয় হয়ে ওঠে ভিড় আর ব্যবসার গতি। এমন অন্তত গোটা-ছয় কোম্পানির শেয়ার মার খাচ্ছে আজ, যাতে রয়েছে ম্যাক্রওয়েলের মক্কেলদের মোটা টাকার লগ্নি। চাতক পাখির ডানা ঝাপটার মতোই দ্রুত বেচা আর কেনার ফরমাশ

www.pathagar.com

আসতে থাকে। তার নিজেরই গোটাকতক লগ্নির ভরাডুবি হবার জোগাড়। তবু শক্তিমান, সঠিক যন্ত্রের মতো অবিচল কাজ করে চলেছেন তিনি। জ্যা-টানা ধনুকের মতো প্রস্তুত, সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, ইতস্তত না করে দিচ্ছেন সঠিক, নির্ভুল নির্দেশ। কাজ এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটার মতো।

স্টক, বন্ড, কর্জ, বন্ধকি, মুনাফা, নিরাপত্তা—এ হচ্ছে টাকার জগৎ। মানবিক জগৎ বা প্রকৃতির জগতের প্রবেশাধিকার নেই এখানে।

খাবার সময় হতেই কিছুটা ভাটা পড়ল এ-উন্মাদনায়।

ডেস্কের পাশে দাঁড়াল ম্যাক্রওয়েল। হাত-ভর্তি কাগজপত্র, টেলিগ্রাম, চিঠি। ডান কানের ওপর একটা ফাউন্টেনপেন, অবিন্যস্ত চুল লেপটে রয়েছে ঘর্মাক্ত কপালে। খোলা জানলা-পথে বসন্তপ্রিয়া পাঠিয়ে দিচ্ছে হৃদয়াবেগের ছিটেফোঁটা উষ্ণতা।

জানলা-পথে হঠাৎ এল খাপছাড়া—হয়ত-বা পথভোলা সুবাস একটা, লাইলাক ফুলের মিষ্টি গন্ধ। মুহূর্তে নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়লেন ব্রোকার। গন্ধটার মালিক মিস লেসলি—এটা তার নিজস্ব।

'হ্যাঁ, হয়েছে। আজই বলব ওকে। আগে বলি নি কেন ভাবছি।' সশব্দ চিন্তা করেন তিনি।

বেঁটে লোক দ্রুত হাঁটতে গেলে যেমন পা ফেলে, সেরকম ভঙ্গিতে পাশের ঘরে ঢুকলেন তিনি, দাঁড়ালেন স্টেনোগ্রাফারের ডেস্কে ভর দিয়ে।

মৃদু হেসে স্টেনোগ্রাফার তাঁর দিকে চাইল। গালের ওপর পলকে লালিমা খেলে গেল তার। চোখে একটা সদয় আন্তরিকতার ভাব। ডেস্কে কনুই রাখলেন ম্যাক্রওয়েল। তখনো হাতের ওপর কাগজের তাড়া আর ডান কানে ফাউন্টেনপেন।

'মিস লেসলি', চটপট বলে চললেন তিনি। 'হাতে সময় খুবই কম। এরি ভেতর তোমাকে কিছু বলতে চাই। আমার স্ত্রী হবে তুমি? আর-আর লোকের মতো ভালোবাসবার সময় পাই নি জীবনে কিন্তু তবু সত্যি তোমাকে ভালোবেসেছি। দয়া করে জবাব দাও, তাড়াতাড়ি—হুলুস্থুল বাধিয়ে বসেছে ওরা।'

'কী সব বকছ আবোল-তাবোল?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল যুবতী! ছানাবড়া চোখ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'বুঝতে পারছ না? তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই। মিস লেসলি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, সত্যি। কাজের চাপ একটু কমতেই ছুটে এসেছি কথাটা বলব বলে। ঐ দেখ, ফোনে ডাকাডাকি করছে। ওদের একটু থামতে বল, পিচার। তুমি রাজি হবে না, মিস লেসলি?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল স্টেনোগ্রাফার। গোড়ায় মনে হল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে সে, তারপর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার দু-গাল বেয়ে। তারপর মিষ্টি হেসে ব্রোকারের গলা জড়িয়ে ধরে। নরম গলায় বলল, 'এবারে বুঝেছি। ব্যবসা তোমার মাথা থেকে ঘিলু বের করে ছেড়েছে। গোড়ায় ভয় পেয়ে গিছলাম। তোমার মনে নেই, হার্ভি? কাল সন্ধে আটটায় মোড়ের ছোট্ট গির্জেটায় যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।'

www.pathagar.com

একটি অসমাপ্ত কাহিনী

টফেটের লেলিহান অগ্নিশিখার কথা কাউকে বলতে শুনলে এখন আর আমরা নিজেদেরকে ধিক্কার দিই না, আর্তনাদও করে উঠি না। কেননা, প্রচারকরাও এখন বলতে শুরু করেছেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং রেডিয়াম, ইথার বা কোনো বৈজ্ঞানিক যৌগিক পদার্থের সংমিশ্রণ মাত্র। আমাদের মতো নচ্ছারেরা অপকৃষ্টতম যেটুকু আশা করতে পারি, সে হচ্ছে এর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া। অনুমানটি বেশ সুখকর, তবু যেন সনাতন গোঁড়ামির কী এক মঙ্গলময় আতঙ্ক আমাদের মন-প্রাণে দোলা দিতে থাকে।

কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিয়ে কেবল দুটো বিষয়েই অব্যাহত আলোচনা চালিয়ে যাওয়া যায়, কোনোরকম বাদ-প্রতিবাদের সম্ভাবনা সেখানে থাকে না। কী স্বপ্ন দেখেছ বা তোতাপাখিকে কী বলতে শুনেছ, তার বর্ণনা তুমি যেমন খুশি করে যেতে পার, কেউ প্রতিবাদ করবে না। কেননা, তোমার স্বপ্ন-দেবতা বা পাখিটা কোনোক্রমেই তোমার কথার সত্যাসত্য সম্পর্কে সাক্ষী দিতে আসবে না। সুতরাং শ্রোতাদের সাধ্য কি তোমার বক্তব্যের ওপর আক্রমণ চালায়? তাই ভিত্তিহীন একটা কল্পনার জালকেই গল্পের বিষয়বস্তু বলে বেছে নিচ্ছি।

একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। পুরাকালের বিচার-আদালতের তত্ত্বজাত উচ্চমার্গের সমালোচনা থেকে স্বপ্নটি বেশ আলাদা। জিব্রাইল তুরুপ মেরে চলে গেলেন। আমরা যারা তা পারলাম না, তাদেরকে পরীক্ষার জন্য হাজির করা হল। একপাশে পেছনে বোতাম-আঁটা গাম্ভীর্যপূর্ণ কালো পোশাক-পরা একদল পেশাদার ক্রীতদাসকে লক্ষ করলাম। মনে হল এদের মালিকানা-ব্যাপার নিয়ে কিছু গোলমাল রয়েছে। এরা আমাদের কাউকেও ছাড়বে বলে মনে হল না।

একজন স্বর্গীয়-পুলিশ মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এসে তার বাম পাখার ওপর আমাকে উঠিয়ে নিল। পাশেই সমৃদ্ধি-মণ্ডিত নাদুস-নুদুস চেহারার একদল দেবদূত দাঁড়িয়ে, জবাবদিহি করার জন্য। পুলিশটি জিজ্ঞেস করল—'তুমি কি ঐ দলেরই একজন?' আমি বললাম—'এরা কে?' সে বলল 'কেন? এরা হল...।'

এই অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারটি অহেতুকই আমার গল্পে জায়গাটুকু দখল করে নিচ্ছে।

ডালসি একটি বিভাগীয় স্টোরে কাজ করত—গোলমরিচের গুঁড়োভর্তি কৌটো আর ছোট ছোট গাড়ি বা আরও ছোটখাটো জিনিসপত্র যা একই ধরনের দোকানে রাখা হয় তা-ই তাকে বিক্রি করতে হত। যা সে রোজগার করত তার থেকে সপ্তাহে ছয় ডলার করে নিজে রাখত—বাকি পাওনা তারই বাবদ জমা থাকত অন্যের হিসাবে—আর সেই খতিয়ানের খাতাটি ছিল 'জি—' নামে এক স্বনামধন্য ডাক্তারের,—তুমি বলছ আদিম কর্মশক্তির কথা—বেশ তাহলে বল খতিয়ানের খাতা ছিল 'আদিম কর্মশক্তির'।

www.pathagar.com

প্রথম বছর ডালসিকে সপ্তাহে পাঁচ ডলার করে দেয়া হত। জেনে রাখা ভালো, কী করে সে একই টাকাতে চালাত। কুচ পরোয়া নেই, আচ্ছা বেশ, তুমি হয়ত আরও বেশি পেতে উৎসুক। ছয় ডলারের চেয়ে তো বেশি বটেই। এবার বলছি শোন, কেমন করে সে ছয় ডলার দিয়ে সপ্তাহের খরচ চালাত।

একদিন সন্ধে ছ-টায় হ্যাটে পিন লাগাতে লাগাতে ডালসি তার বান্ধবী স্যাডিকে (যে মেয়েটি তোমারই বামে দাঁড়িয়ে) বলছিল—'স্যাডি, আজ সন্ধ্যায় পিগির সাথে ডিনারে যাব বলে ঠিক করেছি।'

'কখনো যাওনি ওর সাথে!' প্রশংসাসূচকভাবে বলল স্যাডি,—'সত্যিই তুমি ভাগ্যবতী। পিগি অতিমাত্রায় উচ্ছ্বাসপ্রবণ আর উচ্ছ্বাসপ্রবণ করে তোলার জন্যই সে মেয়েদেরকে টেনে নিয়ে যায়। গানের উচ্ছ্বাসে নিজেদেরকে ডুবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই এক বিকেলে ব্লাসকে সে নিয়ে যায় হফম্যান হাউসে। ডালসি তোমারও বেশ উচ্ছ্বাসমুখর হয়ে উঠবার অবকাশ মিলবে।'

ডালসি তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে রওনা হল। চেহারায় তার জীবনের প্রকৃষ্ট ছাপ দীপ্ত হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে উজ্জ্বলতায় আর গোলাপি গণ্ডে ঠিক যেন উষার আগমনি সঙ্কেত। দিনটি ছিল শুক্রবার—গত সপ্তাহের মাইনের পঞ্চাশ সেন্ট তখনও তার পকেটে।

রাস্তাগুলোতে অসম্ভব ভিড়। ব্রডওয়ের বৈদ্যুতিক আলোগুলো জ্বলছে প্রদীপ্ত আভায়। আশেপাশের অন্ধকার থেকে পোকা এসে পড়ছে আলোগুলোর ওপর! এ-যেন ঝলসিয়ে পুড়ে মরার এক উন্মত্ত উৎসব। লোকগুলো সব ফিটফাট কেতা-দুরস্ত হয়ে চলছে রাস্তা দিয়ে আর ফিরে-ফিরে দেখছে ডালসিকে। কোনোদিকে লক্ষ না করেই সে দ্রুত এগিয়ে চলল রজনীগন্ধার সুগন্ধে ভরপুর শুভ্র পাপড়িগুলো সবে উন্মুক্ত হয়েছে।

কম দামের জিনিসপত্রের একটি দোকানে ঢুকে ডালসি পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে ইমিটেশান লেসের একটি কলার কিনে নিল। অথচ এই টাকা থেকেই ১৫ সেন্ট আর ১০ সেন্ট তার খরচ করার কথা রাত্রির আর সকালবেলার খাবারের জন্য, বাকি কয়েক সেন্ট যোগ হত তার সামান্য সঞ্চয়ের খাতায়। অবশ্যি যষ্টিমধু কিনে পাঁচ সেন্ট খরচ করার কথাও ছিল। সেটা দিয়ে সে হয়ত তার দাঁতগুলোকে আর একটু চকচকে করতে পারত। এটা অবশ্য মদ্যপানের মতোই একটা বড়মানুষি বিলাসিতা—তবুও আনন্দহীন জীবনেরই বা মূল্য কী?

ডালসি বাস করত একটি সুসজ্জিত কামরায়। বোর্ডিংঘর আর সুসজ্জিত নিজস্ব কামরা—এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, নিজস্ব কামরায় কেউ কখনো যদি অভুক্ত বা ক্ষুধার্ত থাকে তবে বাইরের কেউ তার খবর পায় না। ডালসি তার কামরায় ঢুকল। কামরাটি তেতলায়। ঘরে ঢুকেই সে গ্যাস-বাতিটা জ্বেলে দিল। বৈজ্ঞানিকরা হিরাকেই কঠিনতম পদার্থ বলে থাকেন; কিন্তু এটা তাঁদের ভুল। বাড়িউলিরা এমন একটা পদার্থের সংমিশ্রণের কথা জানেন, তার তুলনায় হিরা নেহাতই মামুলি জিনিস। গ্যাস-বাতির গোড়ায় এই জিনিসটিকে গুঁজে দিতে হয়। আঙুলগুলো ফ্যাকাশে ও ক্ষত-বিক্ষত না হওয়া পর্যন্ত এ-কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। যাহোক, ডালসি তার গ্যাসের বাতিটা জ্বালিয়ে দিল। মোমবাতির চেয়ে স্তিমিত আলোকরশ্মিতে এবার ঘরটির আশেপাশে নজর বুলোনো যাক, কী বল?

www.pathagar.com

আরাম-কেদারা, ড্রেসার, টেবিল, চেয়ার—যা দেখছ ওগুলো সবই বাড়িউলির সম্পত্তি—বাকিগুলো ডালসির নিজস্ব। ড্রেসারের ওপর রয়েছে তার নিজস্ব সম্পত্তিগুলো—যেমন, একটি চাইনিজ ফুলদানি (যেটা তাকে স্যাডি উপহার দিয়েছিল), একটি ক্যালেন্ডার, স্বপ্নের পবিত্রতা বা ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কীয় একখানি বই, কাচের বাটিতে কিছুটা চাউলের গুঁড়ো আর গোলাপি ফিতেয় বাঁধা কৃত্রিম চেরির একটি থোকা—থরে-বিথরে সাজানো। আয়নার উল্টোদিকে জেনারেল কিচেনার, উইলিয়ম মালডুন, ডাচেস অব মার্লবরো, বেনভেনুটো সেলিনির ফটোগুলো টাঙানো।

ঘরের একটি দেয়ালে প্যারির তৈরি একটি ফলকে রোমান শিরস্ত্রাণ-পরা ও কালাহানের প্লাস্টার-করা একখানি ছবি। তার পাশেই একটি ওলিওগ্রাফ, তাতে কমলা রঙের একটি ছেলে একটি আগুনে-রঙের প্রজাপতিকে মারবার জন্যে তাড়া দিয়ে ফিরছে। আর্ট সম্বন্ধে ডালসির রুচিজ্ঞানের এই হল শেষ পরিচয়, এর ওলোটপালট কোনোদিন আর হয়নি। ছবিগুলোর সমালোচনা করে কেউ কোনোদিন তার মনের ধৈর্য নষ্ট করারও প্রয়াস পায় নি।

পিগির আসবার কথা সকাল সাতটায়। ডালসি এখন প্রসাধনে ব্যস্ত—এই অবসরে তার জীবনের আর-একটা দিক সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

কামরাটির জন্য ডালসিকে সপ্তাহে দু-ডলার দিতে হত। রবিবার ছাড়া প্রত্যেকদিন সকালে নাস্তায় তার ব্যয় হয় দশ সেন্ট। প্রসাধন করতে-করতেই গ্যাসবাতির সাহায্যে সে কফি তৈরি ও একটি ডিম সেদ্ধ করার কাজ সেরে নেয়। রোববার সকালে 'বিলি' রেস্তোরাঁয় পঁচিশ সেন্ট খরচ করে মাংসের চপ আর ভাজা আনারসের টুকরো দিয়ে রাজকীয় কায়দায় তার নাস্তা করার অভ্যেস। পরিচারিকাকে দশ সেন্ট বকশিশও তার দিতে হয়। নিউইয়র্ক শহর মানুষকে অমিতব্যয়ী করে তোলার কত-কত উপকরণই না অহরহ তুলে ধরছে লোকচক্ষুর সামনে। প্রতি হপ্তায় ষাট সেন্ট দিয়ে একটি বিভাগীয় স্টোরের রেস্তোরাঁয় সে মধ্যাহ্ন-ভোজ পর্বটির সমাধান করে। নৈশভোজের খরচও বেশ। তারপর সান্ধ্য পত্রিকা—যা নিউইয়র্কের প্রত্যেক লোকের হাতেই দেখা যায়—বাবদও খরচ পড়ে ছয় সেন্ট। তার ওপর আবার আছে দু-খানা রবিবাসরীয় কাগজ—একটি চিঠিপত্র স্তম্ভের জন্য, আর-একটি পড়বার জন্য—এ-দুটোর দামও ধরুন দশ সেন্ট। তাহলে সব মিলিয়ে হল ৪ ডলার ৭৬ সেন্ট। এরপর কাপড়ের বাবদ খরচ তো রয়েই গেছে—আর... ...।

এটা না-হয় ছেড়েই দিলাম। রেশমি আর পশমি কাপড়ের আশ্চর্য রকমের দরকষাকষির কথা প্রায়ই শুনি—সুই-সুতোর অপূর্ব কারুকার্যের কথাও শুনেছি, তবু কেমন যে একটা সন্দেহ মনের কোণায় থেকেই যায়।

ডালসির জীবনে স্বর্গীয় ন্যায়াচারের অলিখিত পবিত্র স্বাভাবিক ও সুপ্ত বৃত্তিনিচয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত আনন্দমিশ্রিত নারীসুলভ গুণাবলি যোগ করতে গিয়ে আমার লেখনীটি আমি বৃথাই থামিয়ে রাখছি। দু-দু-বার সে কনি দ্বীপে গিয়ে সুখের ঘোড়ায় চেপেছে—ঘণ্টা হিসেবে আনন্দানুভূতিকে পরিমাপ না করে বছর হিসেবে পরিমাপ করা বিরক্তিকর ব্যাপারই বটে।

পিগি সম্বন্ধে দু-একটি কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে বলা দরকার। তার সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে তার সম্ভ্রান্ত পরিবারের ওপর একটা অহেতুক কলঙ্ক লেপন করা যেন

www.pathagar.com

মেয়েদের একটা স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। পিগির জীবন-বৈশিষ্ট্য পুরনো 'বানানবোধ শিক্ষা'র তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ তালিকার আকর্ষণ বিশেষ। দেখতে সে নাদুস-নুদুস, আত্মাটি ইঁদুরের, আচার-আচরণ বাদুড়ের মতো, আর উদারতায় সে বেড়াল-সদৃশ। দামি পোশাক-পরা ছিল তার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া, অনাহার-অনশনের বিচক্ষণ সমঝদার ছিল সে। দোকানি মেয়েদের দেখেই সে বলে দিতে পারত চা ও পানতুয়ার চেয়ে অধিক পুষ্টিকর কোনো খাদ্য কতক্ষণ হল সে খেয়েছে। দোকানবহুল এলাকায় ঘোরাঘুরি করত সে এবং বিভাগীয় স্টোরে নিমন্ত্রিত হয়ে ডিনার খেতে যেত। ভদ্রলোকেরা, যাঁরা কুকুর সাথে নিয়ে বেড়াতে বের হতেন—তাঁরা তাকে প্রায়ই অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখতেন। এক-কথায় বলতে গেলে সে নিজেই একটি বিশেষ ধরনের লোক। সুতোরের মন নিয়েও আমি যখন তার প্রতি সুবিচার করতে পারছি না তখন আর বৃথা তাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে সময় নষ্ট করে লাভ কী।

সাতটা বাজবার দশমিনিট বাকি থাকতেই ডালসি প্রস্তুত হয়ে নিল। ঢাকনাওলা আয়নাটা খুলে তাতে নিজের চেহারা দেখে সে বেশ মুগ্ধ হল। গাঢ় নীল পোশাক, কালো পালকের টুপি, হাতের দস্তানা, সবকিছু মিলে ওর চেহারাটিতে একটা শালীনতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

কিছুক্ষণের জন্য সবকিছু ভুলে ডালসি তন্ময় হয়ে শুধু ভাবতে লাগল তার অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা—মনে হল জীবনের রহস্যাবৃত একটি দিক যেন উন্মোচিত হয়েছে তার সামনে—আর জীবনের গভীরতম বৈচিত্র্যগুলিও সে যেন আজ মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে। কোনো ভদ্রলোক এর আগে কখনো তাকে সঙ্গে নিতে চায় নি। আর আজ চটকদার পৃথিবীর বুকে অফুরন্ত আনন্দ-উল্লাসের মাঝে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে ডুবিয়ে রাখবার সুযোগ তার হাতে।

মেয়েরা বলত, পিগি অমিতব্যয়ী লোক। কাজেই আজকের ডিনারটা নিঃসন্দেহেই হবে খুব জমকালো—তাতে যে-সব খাদ্যসামগ্রী থাকবে তার নাম করতে গেলেও মেয়েদের জিভে লালা ঝরবে। তাছাড়া সাথে থাকবে গান-বাজনার প্রশস্ত ব্যবস্থা। তার তদারকের ভার থাকবে সুসজ্জিতা একদল মেয়ের ওপর। ভবিষ্যতেও যে সে এইরকম উৎসবে নিমন্ত্রিতা হবে এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহই নেই তার।

হঠাৎ তার মনে পড়ল এক দোকানে সে একটি সুন্দর নীল স্যুট ঝোলানো দেখেছিল, জিনিসটা খুব পছন্দ হয়েছিল তার। সে ভাবতে থাকে, যদি সপ্তাহে দশ সেন্টের বদলে বিশ সেন্ট করে সে জমা করে তবে দেখা যাক কতদিনে—উহ্! তার দাম উঠতে পুরো একটি বছর লেগে যাবে! অবশ্যি, আর-একটি পুরনো পোশাকের দোকানও তো রয়েছে সেভেনথ এভিনিউতে, সেখানে... ...।

দরোজায় কে যেন টোকা দিল। ডালসি এসে দরজা খুলে দিল। দেখল, মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বাড়িউলি সেখানে দাঁড়িয়ে। যেন চুরি করে গ্যাসের আগুনে রান্নার ব্যাপারটি হাতে-নাতে ধরার আগ্রহ নিয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি।

'মি. উইগিনস বলে এক ভদ্রলোক তোমার সাথে দেখা করবার জন্য নিচে দাঁড়িয়ে আছেন'—তিনি বললেন।

অপরিচিত লোকের কাছে এ-রকম গুণবাচক ভূষণেই পিগি পরিচিত হত—যাতে করে তারা তাকে একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখে।

www.pathagar.com

ডালসি রুমাল নেবার জন্য ড্রেসারের দিকে এগিয়ে গেল কিন্তু পরমুহূর্তেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। আয়নার দিকে তাকাতেই মনে হল ওটা যেন পরিদের রাজ্য আর নিজে যেন সে পরিদের রাজকুমারী। সুদীর্ঘ নিদ্রার অবসানে ঘুমক্লান্ত চোখ মেলে এইমাত্র যেন এসে দাঁড়িয়েছে সে।

তন্ময়তার ঘোরে সে ভুলেই গেল যে, ব্যথাকাতর লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে যে তাকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে, সে-ই তার কার্যকলাপের একমাত্র প্রশংসা বা নিন্দাকারী।

ড্রেসারের ওপরে নকশা করা ফ্রেমের মধ্য থেকে লম্বা দোহারা চেহারার সুদর্শন পুরুষ জেনারেল কিচেনার যেন বিষাদভরা চোখে তাকিয়ে রয়েছে ডালসির দিকে, কিছুটা যেন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতেই।

কলের পুতুলের মতো হঠাৎ বাড়িউলির দিকে ফিরে দাঁড়াল ডালসি। বোকার মতো চেঁচিয়ে উঠল,—'বলে দিন, আমার শরীর খারাপ, বা অন্নি কিছু। বলে দিন, এখন আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।'

দরজা বন্ধ হোতেই ডালসি উপুড় হয়ে বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খুব কাঁদল। জেনারেল কিচেনারই তার একমাত্র বন্ধু। ডালসির কাছে সে ছিল আদর্শ বীরের প্রতিমূর্তি। কি এক অব্যক্ত ব্যথার অভিব্যক্তি ছড়িয়ে আছে তার সারাটা চোখেমুখে। আর গোঁফে এক স্বপ্নের আবেশ। তার চোখের কোমল-কঠিন দৃষ্টি ডালসির প্রাণে একটু ভীতির সঞ্চারই করত।

মাঝে মাঝে ও ভাবত, একদিন-না-একদিন জেনারেল কিচেনার ওকে দেখা দিতে আসবেই: আর তার কোমরে ঝোলানো তলোয়ারের সঙ্গে বুটের-ঠোক্করে ভেসে আসবে একধরনের মৃদু শব্দ। একদিন একটি ছেলেকে বাইরে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে লোহার শিকল ঠুকে মৃদু আওয়াজ করতে শুনে ডালসি জানলা খুলে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল, জেনারেল কিচেনারকে দেখতে পাবে এই আশায়। কিন্তু তার সে আশা সফল হয় নি। সে জানত, জেনারেল কিচেনার বহু দূরে—জাপানে বসে দুর্ধর্ষ তুর্কদের বিরুদ্ধে নিজের সৈন্যদল পরিচালনা করে চলেছেন। তাই, নকশা করা ফ্রেমের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জেনারেল কিচেনার তার ডাকে সাড়া দেবে, এ আশা তার বৃথা। তবু ফ্রেমে-আঁটা কিচেনারের একটি-মাত্র দৃষ্টিতেই ঐ রাত্রের জন্য পিগি হয়েছে পরাস্ত—হ্যাঁ, অন্তত ঐ রাত্রির জন্য।

অবশেষে রান্না শেষ করে ডালসি উঠে তার সুন্দর সাজ-সজ্জা খুলে ফেলে পুরনো নীল 'কিমোনোটা' পরে নিল। রাতের খাবার তাগিদও তার আর নেই। গুনগুনিয়ে একটা গানের দুটো কলি গাইতে-গাইতে হঠাৎ যেন নাকের পাশের একটি ছোট্ট লাল জড়ুলের প্রতি সে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠল। এ-ব্যাপারে যা করার শেষ করে ক্ষীণকায় টেবিলের কাছে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে পুরনো একতাড়া তাসের সাথে সে ভাগ্য গুনতে বসল।

খেলতে-খেলতে হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল—উহ, কী ভয়ঙ্কর নির্লজ্জ—অসহ্য! এমন চিন্তা সে কী করে করেছে? আমি তাকে এমন কোনো কথা কখনো বলি নি বা এমন ব্যবহার কক্ষনো তার সাথে করি নি যার থেকে সে এ-রকম কিছু ভাবতে পারে।

রাত ন-টায় ডালসি উঠে তার ট্রাঙ্ক খুলে একটিন ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট আর এক কৌটো জ্যাম বের করে তা দিয়ে রীতিমতো একটা ভোজ সেরে নিল। একখানা বিস্কুটে

www.pathagar.com

জ্যাম লাগিয়ে জেনারেল কিচেনারের সামনে তুলে ধরল—কিন্তু ফ্রেমে-আঁটা কিচেনার কোনো সাড়া তো দিলেনই না বরং মরুভূমির বুকে স্ফিংক্স যেমন করে প্রজাপতির দিকে চেয়ে থাকে (অবশ্য মরুভূমিতে যদি প্রজাপতি থেকে থাকে)—তেমনি লুব্ধ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল ডালসির দিকে।

এবার ডালসি বলল—'ইচ্ছে না হয় খেয়ো না—কিন্তু দোহাই তোমার, অমন ভাবভঙ্গি আর তিরস্কারের চাউনিতে তুমি আমায় দগ্ধে মেরো না। মাত্র ছয় ডলারে যদি তোমাকে একটি সপ্তাহ চালাতে হত, তবে কী করে তুমি এত আভিজাত্য আর গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলতে পারতে—আমি তো ভেবেই পাই না।'

জেনারেল কিচেনারের প্রতি এতটা কঠোর হয়ে ওঠা যেন ডালসির পক্ষে সত্যি বড় অশোভন মনে হল। তারপর বিশেষ একধরনের মুখভঙ্গি করে বেনভেনুটো সেলিনির ছবিখানা তার দিকে ফিরিয়ে নিল ডালসি। তার এ-আচরণ ক্ষমার যোগ্য; কারণ সে সব-সময়ই সেলিনিকে অস্টম হেনরি বলে ভাবত আর তাকে পছন্দও সে করত না কোনোদিন।

রাত সাড়ে ন-টায় ড্রেসারের ওপর রাখা সমস্ত ছবির ওপর শেষ দৃষ্টি বুলিয়ে বাতি নিভিয়ে ডালসি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। জেনারেল কিচেনার, উইলিয়াম মালডুন, ডাচেস অব মার্লবরো, আর বেনভেনুটো সেলিনির প্রতি বিদায়-সম্ভাষণী দৃষ্টি বুলিয়ে শুতে যাওয়া সত্যি একটা বিশ্রী ব্যাপার।

এ-কাহিনীর সত্যিই কোনো শেষ নেই। বাকিটুকু আবার শুরু হবে বেশ কিছুটা পরে, তখনই যখন পিগি আবার তার সাথে ডিনার খাবার জন্য ডালসিকে নিমন্ত্রণ জানাবে এবং ডালসিও আগের চাইতেও অনেক বেশি নিঃসঙ্গ মনে করবে নিজেকে—আর ঘটনাক্রমে জেনারেল কিচেনারের দৃষ্টিও অন্যদিকে ঘুরে যাবে—। আর তারপর...।

এখন আবার সেই পূর্বপ্রসঙ্গ—অর্থাৎ আমি যে বলেছি, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যেন সমৃদ্ধি-মণ্ডিত নাদুস-নুদুস চেহারার একদল দেবদূতের পাশে আমি দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় একজন স্বর্গীয় পুলিশ তার বাম পাখায় আমাকে তুলে নিলে আমিও সেই দলেরই একজন কি না জিজ্ঞেস করছিল।

আমি বললাম—'ওরা কে?'

সে বলল—'কেন? ওদেরকে চেন না? ওরা তারাই যারা শ্রমজীবী মেয়েদের ভাড়া করে তাদের ভরণ-পোষণের জন্য সপ্তাহে পাঁচ বা ছয় ডলার করে পারিশ্রমিক দিত। এখন বল—তুমিও কি ওদেরই দলের একজন?'

'না ভাই তোমাদের ঐ বিশেষ দলের কেউ নই, আমি,' আমি বললাম। 'আমার অন্যায় শুধু এইটুকুই যে, একটি অনাথ আশ্রম আমি পুড়িয়ে দিয়েছিলাম আর পয়সার লোভে একটি অন্ধ লোককে খুন করেছিলাম।'

www.pathagar.com

সবুজ দরোজা

মনে করুন বেশ একপেট খেয়ে ঢেকুর তুলতে-তুলতে বড় রাস্তায় পায়চারি করছেন আপনি। দশ মিনিট ধরে উপভোগ করবেন বলে মুখের জ্বলন্ত সিগারেটটায় টান দিচ্ছেন মোলায়েম করে। মনে-মনে নিজেকে প্রশ্ন করছেন রাস্তায় কোনো বিয়োগান্ত ঘটনা বা গুরুগম্ভীর কোনো ব্যাপার, কোন্‌টা ঘটতে দেখলে বেশি খুশি হবেন। এমন সময় আপনার কাঁধের ওপর কেউ হাত রাখল। পাশ ফিরে দেখলেন এক সুন্দরী নারী—জ্বলজ্বল করছে তার চোখ; হিরের গয়না আর রাশিয়ার তৈরি বেজির চামড়ার কোটে অপূর্ব দেখাচ্ছে তাকে। চটপট আপনার হাতে একটা গরম বাটার-রোল গুঁজে দিল সে—এত গরম যে হাত পুড়ে যাবার দশা—ছোট্ট একখানা কাঁচি বের করে আপনার ওভারকোটের মাঝের বোতামটা কেটে দিল, তারপর অর্থপূর্ণভাবে তাকিয়ে বলল 'চতুর্ভুজ!', তারপর দ্রুতপদে পাশের রাস্তা দিয়ে চলে যেতে যেতে সভয়ে পেছন ফিরে আপনার দিকে তাকাল।

নিখাদ অ্যাডভেঞ্চার। মানতে রাজি আছেন? জানি, মানবেন না আপনি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবেন, ভূত দেখার মতো সভয়ে বাটার-রোলটা হাত থেকে ছুড়ে ফেলে দেবেন, তারপর বোতামটা হারিয়ে গেল বলে বিড়বিড় করতে-করতে ব্রডওয়ে ধরে এগিয়ে যাবেন। মুষ্টিমেয় যেসব ভাগ্যবানদের ভেতর অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা আজো মরে যায় নি, তাদের একজন না হলে অবশ্যি এ-ই করবেন আপনি।

সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় লোক কিন্তু খুব বেশি নেই। ছাপার হরফে যাঁরা এ-ধরনের গল্প লিখে বেড়ান তাঁদের প্রায় সকলেই ব্যবসাদার আর তাঁদের পদ্ধতিও আনকোরা। ঈপ্সিত বস্তুর পেছনেই তাঁরা ধাওয়া করেন, যেমন—সোনার হরিণ, সুন্দরীশ্রেষ্ঠাদের পাণি, রত্নভাণ্ডার, রাজমুকুট, এইসব। সত্যিকারের মানুষ দুঃসাহসিক লক্ষ্যহীনভাবে এগিয়ে যান হিসেব-নিকেশের তোয়াক্কা না রেখে, নিয়তিকে বরণ করে নেন দু-বাহু বাড়িয়ে। এর চমৎকার উদাহরণ হল পুরা-কথার সেই পিতৃদ্রোহী পুত্র, যখন সে ঘরমুখো হয়েছিল আবার।

এদের তুলনায় আধা-দুঃসাহসীদের সংখ্যা অবশ্য অনেক বেশি, ক্রুসেড থেকে প্যালিসেডের যুগ পর্যন্ত এঁরা ইতিহাস ও উপন্যাসের কলা এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করে রেখেছেন। কিন্তু তাঁদেরও সবার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট! এই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে সবলে পদাঘাত করেছেন তাঁরা, কুড়োল হাঁকিয়েছেন! ক্ষমতা বা অর্থের পিপাসা মিটিয়েছেন, কিনেছেন সুনাম। কাজেই সত্যিকারের দুঃসাহসী এঁদের বলা যায় না।

রোমান্স আর অ্যাডভেঞ্চার—দুটি যমজ বোনের মতোই এরা প্রণয়ী খুঁজতে বেরোয় বড়-বড় শহরে। পথ চলতে সলজ্জ চাউনি ফেলে এরা আমাদের ওপর, হরেক রকম ছদ্মবেশে আমাদের মোকাবেলা করে। বিনা কারণেই হয়ত চোখ তুলে কোনো জানালায় একটি মুখ দেখে মনে হল এ তো নিতান্ত অন্তরঙ্গ কোনো মুখচ্ছবি; ঘুমিয়ে-পড়া রাজপথে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম দরোজা-জানলা আঁটা কোনো খালি বাড়ি থেকে যাতনা ও ভীতির আর্তি; ঠিক জায়গায় না নামিয়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভার হয়ত নামিয়ে দিল অচেনা এক দরোজার সামনে, আর

www.pathagar.com

অচেনা এক হাসিমুখ দরোজা খুলে আমন্ত্রণ জানাল ভেতরে; সুযোগের খড়খড়ি দিয়ে মোড়ানো একটি চিরকুট এসে গড়িয়ে পড়ল আমাদের পায়ের সামনে; ধাবমান পথিকদের সাথে মুহূর্তের জন্যে বিনিময় হল ঘৃণার, প্রেমের, প্রীতির, ভয়ের চাউনি; হঠাৎ করে বৃষ্টি এল, খোলা ছাতার নিচে আশ্রয় দিলাম হয়ত পূর্ণশশীর দুলালি বা নক্ষত্রদের ভাইপো-ভাইঝিদের; মোড়ে মোড়ে রুমাল পড়ে, আঙুল নড়ে, দৃষ্টির বাণ ছুটে দুঃসাহসিকতার উদ্দাম, রহস্যময়, সর্বনেশে সূত্রগুলো ছিটকে এসে পড়ল হাতের মুঠোয়। কিন্তু আমাদের ভেতর খুব কম লোকই এসব সূত্র ধরে এগোয়। সংস্কারের চাবুক খেয়ে পিঠ শক্ত হয়ে যায় আমাদের, আমরা নামমাত্র বেঁচে থাকি। তারপর বৈচিত্র্যহীন জীবনের শেষে এসে হয়ত মনে পড়ে দুটি-একটি বিয়েতেই রোমান্স আমাদের বাঁধা পড়েছে, সে যেন সুরক্ষিত দেরাজে বন্ধ একটুকরো সাটিন আর জীবনটা তাপবিকিরকযন্ত্রের সাথে ধাক্কা খাওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস।

রুডলফ স্টেইনার একজন খাঁটি দুঃসাহসী মানুষ। শোবার ঘর ছেড়ে অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনার সন্ধানে সে বেরোত না এমন সন্ধে খুব কমই ছিল তার। হয়তো সামনের মোড়ে যা অপেক্ষা করে আছে, সেটাই তার জীবনের সবচাইতে মজার ব্যাপার। এরজন্যে কম ভুগতে হয়নি তাকে। দু-দু-বার তাকে রাত কাটাতে হয়েছে হাজত-ঘরে, বারবার করে প্রতারকদের খপ্পরে পড়তে হয়েছে তাকে। একবার এক প্রলোভনের মাশুল হিসেবে ঘড়ি আর টাকা-পয়সা খোয়াতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু অদম্য উৎসাহে সে অনুসরণ করে চলেছে প্রতিটি অ্যাডভেঞ্চারের সম্ভাবনার।

এক সন্ধেয় শহরে পুরনো এলাকার মাঝামাঝি রাস্তায় পায়চারি করছিল রুডলফ। রাস্তার দু-ধারে যখন অগুনতি মানুষের সারি—ঘরমুখো তারা, যে-সব সদাচঞ্চল মানুষ ক্ষণে ক্ষণে শুনতে পাচ্ছে আলোকোজ্জ্বল হোটেলের আবেদন।

আমাদের নবীন দুঃসাহসী সুদর্শন, সতর্কদৃষ্টি মেলে খোশ-মেজাজে এগিয়ে চলছে। দিনের বেলা সে পিয়ানোর দোকানে সেলসম্যান। স্টিক পিনের বদলে পোখরাজ বসানো একটি রিং দিয়ে তার নেকটাইটা আটকানো। একবার এক সাময়িকীর সম্পাদকের কাছে সে লিখেছিল যে, মিস লিবির লেখা 'জুনির প্রেম-পরীক্ষা' তার জীবনকে সবচাইতে বেশি প্রভাবিত করেছে।

চলতে-চলতে কাচের আলমারির ভেতর অতিকায় দু-পাটি দাঁতের কটরমটর শুনে তার দৃষ্টি প্রথমে আকৃষ্ট হল একটা রেস্তোরাঁর দিকে, কিন্তু একটু খেয়াল করতেই পরের দরজার ওপরে বিজলি-আলোর হরফে লেখা দাঁতের ডাক্তারের সাইনবোর্ডটা নজরে পড়ল তার। বুঁটিকাটা লাল কোট, হলদে প্যান্ট আর মিলিটারি টুপি-পরা অতিকায় এক নিগ্রো সেখানে পথচারীদের হাতে গছিয়ে দিচ্ছিল একখানা করে কার্ড।

দাঁতের ডাক্তারদের এ-ধরনের বিজ্ঞাপন রুডলফের কাছে পরিচিত ব্যাপার। সাধারণত নিগ্রোটা ওকে কখনো কার্ড দেয় না। কিন্তু আজ একখানা কার্ড সে বেখেয়ালে তাকে দিয়ে ফেলেছে ভেবে হাসল রুডলফ, কার্ডখানা ধরাই রইল তার হাতে।

একটু দূরে গিয়ে কার্ডখানার দিকে চোখ বুলোতেই বিস্মিত হল সে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল, তার আগ্রহ আরও গেল বেড়ে। কার্ডখানার একদিকটা সাদা, অন্যদিকে হাতের অক্ষরে লেখা 'সবুজ-দরোজা'। সে দেখল একটা লোক নিগ্রোটার দেয়া কার্ডখানা ছুড়ে ফেলে দিল। তুলে নিল রুডলফ। দাঁতের ডাক্তারের নাম-ঠিকানা ছাপা তাতে দাঁত তুলে দেবার গালভরা প্রতিশ্রুতিও।

www.pathagar.com

মোড়ে দাঁড়িয়ে দুঃসাহসী পিয়ানো-বিক্রেতা ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর রাস্তা পার হয়ে কিছুদূর পেছনে হাঁটল, আবার রাস্তা পার হল, লোকের ভিড়ের সাথে মিশে আবারো একখানা কার্ড নিল সে। খানিক এগিয়ে দেখল কার্ডখানা। একই হস্তাক্ষরে 'সবুজ-দরজা' কথাটা লেখা। পথচারীদের ফেলে দেয়া তিন-চারখানা কার্ড পড়ে আছে সামনে—পেছনে। সেগুলি উল্টে-পাল্টে দেখল সে, কিন্তু সব-কটিতেই সেই দন্ত-চিকিৎসকের নাম-ঠিকানা।

অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি দু-দু-বার পাওয়া গেছে কার্ড মারফত, কাজেই তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল দুঃসাহসিকতার প্রিয় শিষ্য রুডলফ। দানবাকৃতি নিগ্রোটার কাছে ফিরে গিয়ে বিকট দাঁতওয়ালা কাচের আলমারিটার পাশে দাঁড়াল রুডলফ। এবার কিন্তু কার্ড পেল না সে। পোশাক সঙের মতো হলেও বুনো আত্মমর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিগ্রোটা, খুশিমতো কোনো-কোনো পথিকের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে একখানা কার্ড, অন্যদের চলে যেতে দিচ্ছে নির্বিবাদে আর মাঝে-মাঝে দুর্বোধ্য, কর্কশভাষায় কী বলে যেন বিড়বিড় করছে। শুধু যে সে কার্ড দিল না এবারে তা নয়, রুডলফের মনে হল যেন সুস্পষ্ট অবজ্ঞা আর ঘৃণার ছায়া দেখল সে নিগ্রোটার কুচকুচে কালো মুখে।

তার চাউনি খোঁচা দিল দুঃসাহসীকে। সে চাউনিতে সে যেন পরিষ্কার পড়তে পেল ভিতু, কাপুরুষ বলে অভিযোগের ভাষা। কার্ড-দুখানার রহস্যময় লেখার মানে যা-ই হোক, ভিড়ের ভিতর বেছে বেছে সেটা তাকেই দিয়েছে নিগ্রোটা, আর এবারে যেন তাকে গালাগাল দিচ্ছে নির্বোধ, অনুপযুক্ত বলে।

ভিড়ের একান্তে দাঁড়িয়ে পলকে বাড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল সে। বাড়িটা পাঁচতলা। নিচের তলায় ছোট একটা রেস্তোরাঁ। অ্যাডভেঞ্চারটা নিশ্চয়ই এ-বাড়িতে কোথাও হবে। নিচের তলার বন্ধ ঘরটা ফার বা এই জাতীয় কোনো জিনিসের দোকান বলে মনে হচ্ছে। মিটমিটে বিজলি-আলোর সাইনবোর্ডটা নির্দেশ করছে দোতলাটার ওপর দাঁতের ডাক্তারের অধিকার। এর ওপরে গাদাগাদি করা সাইনবোর্ডগুলো দেখলে বোঝা যাবে জ্যোতিষ, দরজি, গায়ক ও ডাক্তারের অস্তিত্বের। সবচেয়ে ওপরের জানলায় পর্দা ও দুধের বোতলের অস্তিত্ব পারিবারিক জীবনের সন্ধান দেয়।

পর্যবেক্ষণ শেষ করে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল রুডলফ, থামল একেবারে ওপরের তলায়। দুটি গ্যাসবাতির ম্লান আলোয় সিঁড়ির মুখটা আবছা আলোকিত—একটা দূরে ডাইনে, অন্যটা বাঁ হাতের কাছাকাছি। বাঁ দিকে চাইতেই দেখা গেল, গ্যাসবাতির সবুজ দরজা একটা। ইতস্তত করল সে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে। মনে পড়ল আফ্রিকানটার অবজ্ঞাভরা চাউনি। তারপরেই দরজাটার সামনে গিয়ে কড়া নাড়ল সে।

সাড়া পাবার আগে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। ইতিমধ্যে কল্পনা করুন দুঃসাহসীর হৃৎপিণ্ডের দ্রুত আলোড়ন! কী না থাকতে পারে সবুজ দরজাটার আড়ালে! মাতাল জুয়াড়ি; দক্ষতার সাথে ফাঁদ পেতে অপেক্ষমাণ চতুর দুরাত্মা; দুঃসাহসপ্রিয় সুন্দরী হয়তো অপেক্ষা করছে দুঃসাহসীর; বিপদ, মৃত্যু, প্রেম, হতাশা, বিদ্রূপ—এদের যে-কোনো কিছু সাড়া দিতে পারে কড়া নাড়ার প্রত্যুত্তরে।

একটা মৃদু শব্দ শোনা গেল হঠাৎ, তারপরেই ধীরে-ধীরে খুলে গেল দরজাটা। দেখা গেল কুড়ি বছরেরও কম বয়সের একটি মেয়ে, ফ্যাকাশে মুখ, কাঁপছে সে। দরজার হাতলটা ছেড়ে দিয়ে এক হাতে আশ্রয় খুঁজতে-খুঁজতে টলতে লাগল মেয়েটা। ওকে ধরে ফেলল রুডলফ, বসিয়ে দিল দেয়ালের সাথে লাগানো রঙ-জ্বলা কৌচের ওপর। দরজাটা

www.pathagar.com

বন্ধ করে দিয়ে গ্যাসবাতির ম্লান আলোয় চারদিকে তাকাল সে। যে ছবিটি ভেসে উঠল সেটি পরিচ্ছন্নতা অথচ সুতীব্র দারিদ্র্যের।

নিস্পন্দ পড়ে আছে মেয়েটা, যেন মূর্ছা গেছে। উত্তেজিত রুডলফ খুঁজতে লাগল একটা পিঁপে। এ-রকম সময় পিঁপের ওপর রেখে গড়াতে হয়—না, না, সে তো শুধু জলে-ডোবাদের জন্যে। হ্যাট দিয়ে ওকে বাতাস করতে লাগল সে। এতে কাজ হল বলতে হবে, কারণ টুপির ধারটা নাকে লাগতেই চোখ খুলল মেয়েটা। আর তক্ষুনি যুবক টের পেল তার মনের ছবিঘর থেকে এই একটি প্রতিকৃতি খোয়া গেছে। সেই আয়ত, ধূসর চোখ, শীর্ষপ্রান্ত ওপরদিকে বাঁকানো ছোট্ট নাক, মাথায় মটরলতার মতো পাকানো বাদামি চুল—এ সবই যেন তার দুঃসাহসিক অভিযানের উপযুক্ত পুরস্কার। কিন্তু ভয়ানক শুকনো আর ম্লান সে মুখ।

ওর দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে ম্লান হাসল মেয়েটা। 'মূর্ছা গিছলাম, না?' দুর্বল স্বরে বলল সে। 'তা কে-ই বা না যাবে? তিন দিন কিচ্ছু না খেয়ে থেকে দেখ, নিজেই টের পাবে।'

'তাই নাকি?' তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল রুডলফ। 'আসছি এখুনি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সে। বিশ মিনিট পর ফিরে এসে পা দিয়ে আবার দরজাটা ধাক্কা দিল। রেস্তোরাঁ আর মুদির দোকান থেকে দু-হাত বোঝাই জিনিসপত্র এনেছে সে। টেবিলের ওপর রাখল সেগুলো—রুটি, মাখন, ঠাণ্ডা মাংস, কেক, পিঠে, ঝিনুক, রোস্ট-করা মুরগি, এক বোতল দুধ, আর এক বোতলে গরম চা। 'অসহ্য', গলায় অনেকখানি উত্তাপ নিয়ে বলল রুডলফ, 'এই না-খেয়ে থাকাটা! উঠে এসো, খাবার তৈরি।' ওকে ধরে টেবিলের ধারে একখানা চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিল সে। 'চায়ের বাটি আছে?'

'জানলার ধারে তাকের ওপর', জবাব হল। পেয়ালা নিয়ে ফিরে এসে সে দেখল আনন্দোজ্জ্বল চোখে ঠোঙা থেকে একটা বড়সড় পিঠে বের করে নিয়েছে মেয়েটা। সেটা ছিনিয়ে নিয়ে পেয়ালা ভর্তি করে দুধ ঢালল সে। 'এটা খেয়ে নাও আগে', আদেশের সুরে বলল সে। 'তারপর চা খাবে একটু। তারপর মুরগিটার ডানা একখানা। নষ্ট না হয়ে গেলে কাল সকালে একটা পিঠে খেতে পারবে। তোমার অতিথি হবার অনুমতি পেলে আমিও খেয়ে নিই একই সাথে।'

একখানা চেয়ার টেনে বসল সে। চা খেয়ে উজ্জ্বল হয়ে এল মেয়েটার চোখ। কিছুটা রঙ ফিরে এল গালেও। অভুক্ত বুনো জানোয়ারের মতো হিংস্রতার সাথে খাচ্ছে যেন সে। যুবকের উপস্থিতি ও সাহায্যকে স্বাভাবিক বলেই যেন সে মেনে নিয়েছে। সংস্কারকে অগ্রাহ্য করছে না সে, কিন্তু যুবকের আত্মপ্রত্যয় তাকে উদ্বুদ্ধ করছে সংস্কারকে সরিয়ে রেখে মানবিক আবেদনকে অগ্রাধিকার দিতে। কিন্তু শক্তি আর সামর্থ্য ফিরে পাবার সাথে সাথে—ফিরে এসেছে সংস্কারও। তাকে সে বলল নিজের কাহিনী। শহরে প্রতিদিন যেসব হাজার-হাজার কাহিনী শোনা যাবে তেমনি একটি : দোকান কর্মচারিণীর গল্প, কম বেতন, 'জরিমানা' বাবদ সেটা আরও কমে যাওয়া আর দোকানের মুনাফা তাতে বৃদ্ধি পাওয়া; অসুখ হয়ে পড়ে থাকা; চাকরি যাওয়া; হৃত আশা, আর—তারপরই দরজায় দুঃসাহসীর করাঘাত।

কিন্তু রুডলফের মনে হল ইলিয়ড মহাকাব্যের চাইতেও বিরাট এ ইতিহাস, 'জুনীর প্রেম পরীক্ষা'র চাইতেও জটিল এর সঙ্কট।

'এতকিছু তোমাকে ভুগতে হয়েছে ভাবতেও কেমন লাগে,' বলল সে।

'হ্যাঁ, খুবই সাঙ্ঘাতিক', ধীরে ধীরে বলল মেয়েটা।

'তোমার আত্মীয় বা বন্ধু কেউ নেই শহরে?'

www.pathagar.com

'কেউ না।'

'এ দুনিয়ায় আমিও নিঃসঙ্গ', খানিক থেমে রুডলফ বলল।

'শুনে সুখি হলাম', চটপট জবাব দেয় মেয়েটা। ওর নির্বান্ধব-জীবন তার অনুমোদন পেয়েছে শুনে খুশি হল রুডলফ।

হঠাৎ চোখ নামাল তরুণী, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, 'বেজায় ঘুম পাচ্ছে, তাছাড়া অনেকটা সুস্থও বোধ করছি।'

উঠে হ্যাটটা হাতে নিল রুডলফ। 'তাহলে শুভরাত্রি। লম্বা একটা ঘুম চাঙা করে তুলবে তোমাকে।'

ওর প্রসারিত হাত ধরে মেয়েটিও বলল, 'শুভরাত্রি'। কিন্তু একটা সুস্পষ্ট, করুণ প্রশ্ন মূর্ত হয়ে উঠল ওর চোখে-মুখে। মুখ দিয়েই তার জবাব দিতে হল রুডলফকে। 'হ্যাঁ, তুমি কেমন আছ দেখতে আবার আসব কাল। এত সহজে রেহাই পাবে না আমার হাত থেকে।'

কীভাবে সে এল সেটা তার আসার চাইতে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও দরজায় এসে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'কী করে এখানে এলে তুমি?'

মুহূর্তখানেক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রুডলফ, কার্ডগুলোর কথা মনে পড়তেই হঠাৎ ঈর্ষার যাতনা টের পেল। তারই মতো অন্য কোনো দুঃসাহসীর হাতে কার্ডগুলো পড়লে কী হত? সে ঠিক করল ওকে জানতে দেয়া হবে না ব্যাপারটা। সে ওকে জানতে দেবে না যে, দুর্গতিতে পড়ে যে অস্বাভাবিক পন্থা সে বেছে নিয়েছে তা সে জানে।

বলল, 'আমাদের একজন পিয়ানোর মিস্ত্রি এ-বাড়িতে থাকে, ভুল করে তোমার দরজায় ঘা দিয়েছিলাম।'

সবুজ দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার আগে ঘরের যে জিনিসটা শেষ তার চোখে পড়ল সে হল, মেয়েটার হাসি। সিঁড়ির মুখে এসে চারদিকে তাকাল সে। নিচের তলায় নামল। বাড়িটার প্রতিটি দরজা সবুজ রঙ করা।

হতভম্ব হয়ে সে নেমে এল রাস্তায়। কিম্ভূতকিমাকার আফ্রিকানটা তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে। কার্ড দু-খানা হাতে নিয়ে ওর কাছে এগিয়ে গেল রুডলফ। বলল, 'এই কার্ড দু-খানা কেনই-বা আমাকে দিয়েছিলে আর এর মানেই-বা কী?'

ঠোঁট দু-খানা ফাঁক করে সে তার মুনিবের পেশার বাস্তব বিজ্ঞাপন দেখিয়ে দিল। তারপর রাস্তার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ঐ যে, মশাই। কিন্তু প্রথম অঙ্ক বোধ হয় এরি ভেতর শেষ হয়ে গেছে।'

সেদিকে তাকিয়ে রুডলফ দেখতে পেল, একটা তিয়েটারের দরজায় জ্বলজ্বলে বিজলিবাতির সাইনবোর্ড, 'সবুজ দরোজা।'

'শুনেছি নাকি প্রথম শ্রেণীর খেলা। বুঝলেন মশাই, এজেন্টটা আমাকে একটা ডলার দিয়ে ডাক্তারের কার্ডের সাথে ওদেরও কিছু কার্ড বিলোতে বলেছিল। ডাক্তারের একখানা কার্ড দেব কি?' বলল নিগ্রোটা।

বাড়ির কাছাকাছি এসে রুডলফ থামল একগ্লাস বিয়ার ও সিগার খাওয়ার জন্যে। সিগারটা জ্বালিয়ে কোটের বোতাম লাগাল সে, হ্যাটটা চেপে বসাল মাথায়, তারপর রাস্তার ল্যাম্পপোস্টকে উদ্দেশ করে বলল, 'সে যা-ই হোক, আমি বিশ্বাস করি নিয়তির হাতই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওকে খুঁজে বের করতে।'

এ-থেকে অবশ্যি স্বীকার করে নিতেই হবে যে রুডলফ স্টেইনার রোমান্স ও অ্যাডভেঞ্চারের সত্যিকার অনুসারী।

www.pathagar.com

প্রেমের পূজায়

শিল্পকে কেউ যখন ভালোবাসে তখন কোনো ত্যাগ স্বীকারই তার পক্ষে অসম্ভব হয় না।

এটা আমাদের প্রতিপাদ্য। এ-গল্পে এর থেকে একটা উপসংহার খুঁজে বের করা হবে। দেখানো হবে ধারণাটা ভুল। আর তর্কশাস্ত্রের পক্ষে সে হবে নতুন এক আলোচ্য বিষয়, চীনের প্রাচীরের চাইতেও প্রাচীন যে গল্পসাহিত্য, তার পক্ষেও সেটা নতুন ব্যাপার।

চিত্রকলার অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জো ল্যারাবি জন্মেছিল পশ্চিমাঞ্চলের এক ওক-কাঠের বাড়িতে। দু-বছর বয়সে একখানা ছবি এঁকেছিল সে, ছবিটার বিষয় ছিল শহরের একজন গণ্যমান্য লোক হনহনিয়ে চলেছে জলের পাম্পের পাশ দিয়ে। এক ওষুধের দোকানদার জানলার শিশি-বোতলের পাশে ছবিখানা বাঁধাই করে ঝুলিয়ে রেখেছিল। একুশ বছর বয়সে রঙচঙে নেকটাই পরে আর বুকপকেটে গোটাকয় টাকা সম্বল করে নিউইয়র্কের পথে পা বাড়িয়েছিল সে।

দক্ষিণের পাইন-ঘেরা গাঁয়ের উৎসব-অনুষ্ঠানে ডেলিয়া ক্যারুথার গান-বাজনায় এত বেশি নাম কিনেছিল যে তার আত্মীয়-স্বজনরা বেশকিছু মোটা পয়সা দিয়ে তাকে উত্তরে পাঠিয়ে দিল 'পোক্ত' হয়ে আসার জন্যে।

চারুকলা ও সঙ্গীতের ছাত্রছাত্রীরা একদিন এক স্টুডিও-তে রঙের ব্যবহার, ভাগনার, সঙ্গীত, রেমব্র্যার চিত্র, ছবি, ওয়ালদেন্তেফেল, দেয়ালের কাগজ, চফিন আর উলং নিয়ে বারোয়ারি আলোচনা করছিল। এখানেই প্রথম দেখা জো আর ডেলিয়ার।

খুব তাড়াতাড়িই পরস্পরের তারা গুণমুগ্ধ হয়ে উঠেছিল আর দিন-কয়েকের ভেতরেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। কারণ আগেই বলেছি শিল্পকে কেউ যখন ভালোবাসে, কোনো কিছুই তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

শহরের একান্তে নিরিবিলি এক ফ্ল্যাটে শুরু হয়েছিল ল্যারাবি-দম্পতির সংসার যাত্রা। সুখি হয়েছিল তারা, কারণ শিল্পচর্চার পাশাপাশি পরস্পরকে তারা পেয়েছিল। ফ্ল্যাটে যাঁরা থেকেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আমার কথায় সায় দেবেন যে এদের চাইতে সুখি আর কেউ হতে পারে না। ঘরে যদি সুখ থাকে তাহলে ফ্ল্যাটটা একটু ঘিঞ্জি হলেও এমন আর কী এসে যায়? কাপড় রাখার আলমারিটাকে ধরে নেয়া যায় বিলিয়ার্ড টেবিল বলে, তাকটাকে ভাবা যায় নৌকো বাইবার দাঁড় হিশেবে। তাহলে হাত ধোবার স্ট্যান্ডটারই-বা পিয়ানো হতে বাধা কোথায়?

খ্যাতনামা ম্যাজিস্টারের কাছে ছবি আঁকা শিখছিল জো—নামটা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন আপনি। প্রণামী তাঁর যেমন উঁচু, অধ্যাপনার চাপটা তেমনি নিচু, আর উচ্চাবচতার জন্যেই প্রচুর পেয়েছিলেন তিনি। ডেলিয়ার শিক্ষক ছিলেন রোজেনস্টক।

www.pathagar.com

পিয়ানোর রিডগুলোকে তাঁর চাইতে বেশি বিরক্ত আর কেউ করে নি—এ-কথাও আশা করি আপনার জানা।

যে কয়দিন টাকা ছিল ট্যাঁকে, বেশ সুখেই কেটেছিল তাদের। যেমন আর দশজনের কাটে তেমনি—কিন্তু তাই বলে ঠাট্টা করছি না। তাদের লক্ষ্য ছিল পরিষ্কার, দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ। শিগগিরই জো এমন সব ছবি আঁকবে যা কেনার জন্যে বিরল-কেশ আর মোটা পকেটঅলা বুড়ো ভদ্রলোকেরা বালির বস্তার মতো থপথপ করে নাজিল হবে তার স্টুডিওতে। ডেলিয়া হবে সঙ্গীত-শাস্ত্রের সাথে পরিচিত আর নিজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, যাতে বেশি দামের আসনগুলো খালি দেখলে সহজেই গলা ব্যথার ভান করে রেস্তোরাঁয় বসে বাগদা চিংড়ি গলাধঃকরণে বাধা না পড়ে।

আমার মতে এর চাইতেও রসালো ব্যাপার ছিল ছোট্ট ফ্ল্যাটটাতে ওদের দাম্পত্য-জীবন—দিনের কাজের শেষে ঘন হয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিশ্রম্ভালাপ, সুস্বাদু নৈশভোজ আর ধূমায়িত প্রাতরাশে আনন্দময়; পরস্পরকে ঘিরে ভবিষ্যতের স্বপ্নের জাল বোনা; আর—মাফ করবেন আমার রসজ্ঞানহীনতা—রাত এগারোটায় পুরুষ্টু জলপাই আর পনিরের স্যান্ডউইচ।

কিন্তু শিল্পের ঘোড়া চাবুক খেলো দিন কতেকের মধ্যেই। চাবকাবার লোক না থাকলেও এমনটি মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। চাষা-ভুষো লোকেরা বলে থাকে, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, আসবার নামটি নেই। মি. ম্যাজিস্টার আর হের রোজেনস্টকের দক্ষিণার টাকায় টান পড়ল একসময়। ভালোবাসার জন্যে অদেয় কিছু নেই। সুতরাং ডেলিয়া বলল, শূন্যায়মান থালা পূর্ণ রাখতে গান-বাজনা শেখা ছেড়ে দেবে সে।

দু-তিনদিন ছাত্রী খুঁজে বেড়াবার পর এক সন্ধেয় আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঘরে ফিরে এল সে।

'জো, জো, শোন প্রিয়তম। ছাত্রী পেয়েছি একটা! উহ, কী চমৎকার লোক ওরা! জেনারেল—জেনারেল এ. বি. পিঙ্কির মেয়ে—একাত্তর নম্বর রাস্তায় থাকে। কী সুন্দর বাড়ি, জো—তুমি যদি দেখতে! তুমি হয়ত বলবে বাইজান্টাইন ধাঁচের। সামনের দরোজাটা তোমার দেখা উচিত। আর ভেতর! এমন বাড়ি আর দেখি নি, জো!

'আমার ছাত্রী হল তাঁর মেয়ে ক্লিমেন্টিনা। এরি ভেতর ভালোবেসে ফেলেছি ওকে। রোগা মেয়ে—সাদাসিধে পোশাকে মোড়া, আর কী সুন্দর মিষ্টি ব্যবহার! মাত্র আঠার বছর বয়েস। হপ্তায় তিনদিন করে গান শেখাতে হবে ওকে, আর দেখ—রোজ পাঁচ ডলার করে। একটুও খারাপ লাগছে না আমার। এমনি আরো গোটা দু-তিন ছাত্রী পেলে হের রোজেনস্টকের কাছে আবার যাব। ও কী! কপাল কুঁচকোলে কেন লক্ষ্মীটি? এসো আজ জাঁকজমক করে খাওয়া যাক।'

কাঁটা-চামচ দিয়ে ভাজা মটরের থালাটায় চড়াও হয়ে জো বললে, 'তোমার তো হল, কিন্তু আমার? তুমি কি ভাবছ তোমাকে চাকরি করতে দিয়ে শিল্পের উচ্চাকাশে লাটসায়েবের মতো পায়চারি করব আমি? বেনভেনুতো সিলিনির দোহাই, ও আমি পারব না। খবরের কাগজ বিক্রি বা রাস্তায় পাথর বিছিয়েও কি দু-এক ডলার রোজগার করতে পারব না আমি?'

সোহাগে ওর গলা জড়িয়ে ধরল ডেলিয়া।

www.pathagar.com

'জো, লক্ষ্মীটি আমার! বোকামি কর না। তোমাকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতেই হবে। গান-বাজনা ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ তো কিছু করছি না আর। শেখাতে শেখাতে শিখব আমি। আর হপ্তায় ১৫ ডলারে রাজার হালে কাটবে আমাদের। তুমি কিন্তু মি. ম্যাজিস্টারকে ছাড়তে পারবে না।' তরকারির বাটির দিকে হাত বাড়িয়ে জো বলল, 'বেশ, কিন্তু তোমার ছাত্রী ঠেঙিয়ে বেড়ানোটাও আমার কিন্তু ভালো লাগবে না। ওটা শিল্প নয়। তবু লক্ষ্মী মেয়ে তুমি।'

'শিল্পকে কেউ ভালোবাসলে কোনো ত্যাগ স্বীকারই তার সাধ্যাতীত নয়', ডেলিয়া বলল।

'পার্কে বসে সেদিন যে ছবিটা এঁকেছিলাম তার আকাশটার প্রশংসা করেছে ম্যাজিস্টার। ছবির দোকানি টিঙ্কল ওর দোকানে ছবিটা টাঙাতেও রাজি হয়েছে। টাকাঅলা কোনো আহম্মকের চোখে পড়লে বিক্রিও হয়ে যেতে পারে ছবিটা।'

মিষ্টি হেসে ডেলিয়া বললে, 'আমি বলছি বিক্রি হবেই ছবিটি। এবারে এস জেনারেল পিঙ্কি আর মুরগির মোসাল্লামটাকে ধন্যবাদ দিই।'

পরের হপ্তায় ল্যারাবি-দম্পতি প্রাতরাশ খেল খুব ভোরে। সেন্ট্রাল পার্কে ভোরের ছবি আঁকায় জো-র খুব উৎসাহ দেখা গেল। সাতটার ভেতরই ওকে খাইয়ে-দাইয়ে চুমু খেয়ে বিদায় করে দিত ডেলিয়া। শিল্পকর্ম কাজটা খুব পরিশ্রমের—প্রায়ই সাতটার আগে ফেরা হত না ওর।

হপ্তার শেষে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে ১৫ ডলারের নোট এনে রাখল ডেলিয়া ৮ × ১০ ফুট ঘরের ৮ × ১০ ইঞ্চি টেবিলে।

কিছুটা ক্লান্ত-সুরে সে বলল, 'মাঝে মাঝে এত বিরক্তও করে ক্লিমেন্টিনা। বাড়িতে অভ্যেস করবে না মোটে, একই জিনিস বারবার বলে দিতে হয়। আর ওই সবসময় সাদা কাপড়—বড্ড একঘেয়ে। কী চমৎকার লোক বুড়ো জেনারেল পিঙ্কি। দেখতে যদি ওঁকে! মাঝে-মাঝে যখন ক্লিমেন্টিনাকে পিয়ানো বাজানো শেখাই, বুড়ো আসেন—বলেছি বোধ হয়, তিনি বিপত্নীক—সিগারেট খেতে-খেতে এমন মিষ্টি করে হাসেন! আর প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার সপ্তম-পঞ্চমের কাজ কদ্দূর এগুলো?'

'জো, তুমি যদি ওঁদের বৈঠকখানার আসবাব দেখতে! মেঝেয় কি বাহারের 'আস্ত্রাখান' কার্পেট! আর ক্লিমেন্টিনা সারাদিন খুকখুক করে কাশছে তো কাশছেই। বড্ড রোগা ও। বুঝলে জো, মেয়েটার ওপর বড্ড আদর পড়ে গিয়েছে আমার। এত ভদ্র ও! জেনারেল পিঙ্কির ভাই এক সময় বলিভিয়ায় রাষ্ট্রদূত ছিলেন।'

এতক্ষণে জো মন্টিক্রিস্টোর মতো বীরদর্পে পকেট থেকে একখানা করে দশ, পাঁচ, দুই আর এক ডলারের নোট বের করে ডেলিয়ার উপার্জনের পাশে রাখল।

'সেই জলছবিটা বিক্রি হয়ে গেছে। কিনেছে পিওরিয়ার একজন লোক'—ভারিক্কি চালে বলল সে।

'ঠাট্টা কর না', ডেলিয়া বললে। 'নিশ্চয়ই পিওরিয়ার লোক নয়।'

'একশ বার পিওরিয়ার! ওকে দেখলে তোমার হাসি পেত, ডেল। হাতির মতো মোটা, গলায় মাফলার আর সারাক্ষণ দাঁত খোঁচাচ্ছে। টিঙ্কলের দোকানে ছবিটা দেখে ও ভেবেছিল উইন্ড মিলের ছবি। যাক, কিনেছে তবু। একদম চিড়িয়া-মার্কা লোক। লাকাওয়ানা জাহাজ-ঘাটার আর-একখানা ছবির ফরমায়েশ দিয়ে গেছে—সঙ্গে নিয়ে

www.pathagar.com

যাবে। যাক, তোমার গানের মাস্টারিটা মন্দ না, অন্তত শিল্পের কিছুটা ছোঁয়াচ আছে।'

আপ্যায়িত হয়ে ডেলিয়া বলল, 'তুমি যে ছবি আঁকা শেখা ছাড়োনি তাতে বড্ড খুশি হয়েছি আমি। সাফল্য তোমার সুনিশ্চিত, বুঝলে প্রিয়? তেত্রিশ ডলার! একসঙ্গে খরচ করবার মতো এত টাকা আর পাই নি আমরা। আজ রাতে ঝিনুক খাওয়া যাবে।'

'আর চিংড়ির কাটলেট', বলল জো। 'আচার তুলবার কাঁটাটা কই গো?'

পরের শনিবারে জো আগে ঘরে ফিরল। টেবিলের ওপর ১৮ ডলারের নোট রেখে হাত থেকে ধুয়ে ফেলল এমন এক বস্তু, যাকে কালো রঙ বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। আরো আধঘন্টা পর ফিরল ডেলিয়া—ডান হাতটায় তার পটি বাঁধা।

স্বাভাবিক অভিনন্দন বিনিময়ের পর জোর নজর পড়ল সেদিকে। 'এটা কী?'—বলল সে। ডেলিয়া হাসল, কিন্তু খুব আনন্দে নয়।

'গান শেখার পর ক্লিমেন্টিনার পনির-দেয়া গরম রুটি খাবার ইচ্ছে হল! অদ্ভুত মেয়ে। জেনারেলও ছিলেন সেখানে। রুটি-পনির আনার জন্যে কী দৌড়টাই তিনি দিলেন! বাড়িতে যেন চাকর-বাকর নেই কেউ! ক্লিমেন্টিনারের স্বাস্থ্য ভালো নয় জানতাম, কিন্তু এত নড়বড়ে সে! টগবগে গরম পানির খানিকটা দিল হাতে ঢেলে। কী জ্বালাটাই না করছিল। শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে গেল মেয়েটা। আর জেনারেল পিঙ্কি! লোকটা যেন খেপে গেল জো।

'ছুটে গিয়ে কাকে যেন পাঠাল ওষুধের দোকানে। শেষ পর্যন্ত কী যেন একটা তেল এনে হাতটা বেঁধে দিয়েছে। এখন আর অবশ্যি তেমন জ্বালা করছে না।'

ওর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে ব্যান্ডেজের নিচের দিকটা দেখিয়ে জো বলল, 'এটা কী?'

'কী জানি নরম মতো কী যেন, তেলের সাথে মেশানো। আর-একটা ছবি বেচেছ, জো?' টেবিলের ওপরের নোট ক-খানার ওপর ওর নজর পড়েছিল।

'পিওরিয়ার সেই লোকটাকেই না হয় জিজ্ঞেস কর। জাহাজ-ঘাটার ছবিটা আজ নিয়ে গেছে। পার্কের আর-একটা ছবি আর হাডসন নদীর একটা দৃশ্যও কিনতে পারে বলেছে। আচ্ছা হাতটা তোমার কখন পুড়ল, ডেল?'

ডেলিয়া অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, 'পাঁচটার দিকে হবে বোধ করি। ইস্ত্রিটা—মানে রুটিটা ও-সময়ই চুলো থেকে নামানো হয়েছিল কি না? তুমি যদি জেনারেল পিঙ্কিকে তখন—'

'এখানে একটু বসো তো, ডেল', বলল জো! কৌচের ওপর বসে পড়ে ওকে টেনে নিল জো, ওর কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল :

'গত দু-হপ্তা ধরে কী করছ সত্যি করে বল তো?'

গোড়াতে কথাটা উড়িয়েই দিতে চাচ্ছিল ডেলিয়া। বার-দুই বিড়বিড় করে জেনারেল পিঙ্কি সম্বন্ধে কী যেন বলতে চাইল, তারপর মাথাটা নুয়ে এল আপনা থেকেই, আর বেরিয়ে এল সত্যি কথাটা।

'অনেক চেষ্টা করেও ছাত্রী জোটাতে পারি নি। তোমাকে ছবি আঁকা শেখা ছাড়তে হবে, সেও সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই ২৪ নম্বর রাস্তার বড় লন্ড্রিটাতে কাপড় ইস্ত্রি করার চাকরি নিয়েছি। জেনারেল পিঙ্কি আর ক্লিমেন্টিনার গল্পটা বেশ বানিয়েছিলাম যা

www.pathagar.com

হোক, কী বল, জো? আজ বিকেলে একটা মেয়ে গরম ইস্ত্রি যখন হাতের ওপর ফেলে দিল তখন থেকেই মনে-মনে রুটি-পনিরের গল্পটা ফাঁদলাম। রাগ কর নি তো জো লক্ষ্মীটি? তাছাড়া চাকরি না নিলে হয়তো পিওরিয়ার লোকটার কাছে তোমার ছবি বিক্রি করাও হত না।'

'ওর বাড়ি পিওরিয়ায় নয়', ধীরে ধীরে বলল জো।

'তাতে কী এসে যায়? কী চালাক তুমি, জো—চুক করে চুমু খাও দিকিনি একটা—আচ্ছা বলো তো কী করে তোমার সন্দেহ হল আমি ক্লিমেন্টিনাকে গান শেখাতে যাইনে?'

'আজ রাতের আগে সন্দেহ করি নি। ইস্ত্রি পড়ে নিচের তলার একটা মেয়ের হাত পুড়ে গিয়েছে শুনে ইঞ্জিনঘর থেকে আজ বিকেলে ব্যান্ডেজ ও তেলটা যদি নিজ হাতে না পাঠাতাম তাহলে আজো হয়তো সন্দেহ করতাম না। ঐ একই লন্ড্রির ইঞ্জিনে দু-হপ্তা ধরে কয়লা দিচ্ছি আমি।'

'তাহলে তুমি—'

জো বলল, 'আমার পিওরিয়ার খদ্দের আর তোমার জেনারেল পিঙ্কি একই বিদ্যের সৃষ্টি—তাই বলে একে তুমি গান বা ছবি আঁকা কোনোটাই বলতে পার না।'

বেশ একচোট হেসে নিল দু-জনে, তারপর বলতে শুরু করল জো, 'মানুষ যখন শিল্পকে ভালোবাসে, কোনো ত্যাগ স্বীকারই—'

তাড়াতাড়ি ওর মুখ চেপে ধরল ডেলিয়া। 'না, না—অমন করে নয়। শুধু একটু বলো—কেউ যখন প্রেমে পড়ে।'

www.pathagar.com

গরল অমিয় ভেল

'ব্লু লাইট ড্রাগ স্টোর'-এর অবস্থানটা মন্দ নয়। শহরের একান্তে, বাওয়ারি আর সিক্সথ এভিনিউর দূরত্ব যেখানে স্বল্পতম, সেখানে। ব্লু লাইটের মতে ওষুধপত্রের দোকান কেবল টুকটাক গন্ধদ্রব্য আর আইসক্রিম সোডারই প্রাপ্তিস্থান নয়। বেদনানাশক ওষুধ চাইলে এখানে বনবন দেয়া হয় না। আধুনিক ফার্মেসিগুলোর কাজ-বাঁচানো কায়দাকে 'ব্লু লাইট' ঘৃণা করে। এদের ওষুধপত্র এরা নিজেরাই তৈরি করে। আফিম তরল করতে কিম্বা লডানাম অথবা বেদনানাশক কোনো ওষুধ ছাঁকবার দরকার হলে এরা অন্যকে দিয়ে তা করায় না। এখনও পর্যন্ত লম্বা-লম্বা প্রেসক্রিপশনের যাবতীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে এদের। ডেস্কের পেছনেই এদের বড়ি তৈরির পাথরের পিঁড়ির ওপর ওষুধগুলো মাড়াই করে ছুরি দিয়ে ভাগ করার ব্যবস্থা রয়েছে। তারপর আঙুল দিয়ে গোল করে ক্যালসিনড ম্যাগনেশিয়াম ডুবিয়ে পিজাবোর্ডের তৈরি গোলাকার ছোট-ছোট বড়ি রাখার বাক্সে করে সেগুলো সরবরাহ করা হয়। এদের দোকানটা কোণের দিকে। আশেপাশে ময়লা ছেঁড়া কাপড়-পরা দুর্দান্ত ছেলেমেয়েরা খেলা করে, আর মাঝে-মধ্যে দৌড়ে এসে কয়েক ফোঁটা কাশির ওষুধ বা সিরাপ চেয়ে খায়।

আইকি সোয়েনস্টিন 'ব্লু লাইটের' রাতের কেরানি। খদ্দেরদের অত্যন্ত প্রিয় সে। এখানে ড্রাগিস্ট হলেন একাধারে পরামর্শদাতা, ধর্ম-উপদেষ্টা এবং অভিজ্ঞ ও উৎসুক প্রচারকও। কাজেই আইকির চোঙাকৃতি চশমা-পরা নাক, আর বিজ্ঞজনোচিত শীর্ণদেহ 'ব্লু লাইটের' আশেপাশের সবারই পরিচিত। তার উপদেশ এবং অনুগ্রহ তাই সবারই কাম্য।

দুটো স্কোয়ার দূরেই মিসেস রিডল-এর বাড়িতে আইকি থাকে-খায়। ভোরের চা খাওয়ার কাজও সে সেখানে সারে। মিসেস রিডল-এর মেয়ের নাম রোজি। অনর্থক হেঁয়ালি করে লাভ নেই—সকলেই বোধহয় বুঝেছেন—আইকি মনে মনে রোজিকে পূজা করে। তার সমস্ত চিন্তায় রঙের ছোঁয়াচ লাগিয়েছিল রোজি। তার কাছে রাসায়নিক পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার মূর্ত প্রতীক ছিল রোজি। 'ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী' বইখানাতেও তার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছুর নিতান্তই অভাব। কিন্তু আইকি এত বেশি ভীরু যে তার কুণ্ঠিত ও ভীত মানসিকতার সঙ্গে মনের আকাঙ্ক্ষাকে সে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারে না। কাউন্টারের পেছনে সে নিজের জ্ঞানবত্তা ও গাম্ভীর্য সম্পর্কে সদা-সচেতন উঁচুস্তরের মানুষ। কিন্তু বাইরে এলেই তার রূপ যেত বদলে। তখন তাকে দেখলেই মনে হত দুর্বল এবং প্রায় অন্ধ; যেন মোটরচালকদের গাল-খাওয়া পথচারী একজন। কাপড়-চোপড় বেমানান-তো বটেই, তার ওপর তা প্রায় সবসময়েই নানারকমের রাসায়নিক পদার্থে রঞ্জিত আর তা থেকে বেরোয় বিশ্রী ওষুধের গন্ধ।

www.pathagar.com

আইকির আশার গুড়ে মাছি হয়ে বসেছিল চাঙ্ক ম্যাকগাওয়ান। আইকির মতোই মি. ম্যাকগাওয়ানও রোজির মুখের উজ্জ্বল হাসিকে লুফে নেবার, অর্থাৎ তাকে নিজের করে পাবার জন্য সচেষ্ট ছিল। কিন্তু আইকির মতো মাঠের বাইরের খেলোয়াড় সে নয়, ব্যাট থেকে বলটা তুলে নিতেই সে উদ্যোগী। এদিকে সে আবার আইকর বন্ধু এবং খদ্দের। সন্ধেবেলায় বাওয়ারির দিকে হৈ-হল্লায় কাটাবার পর প্রায়ই আইকির দ্বারস্থ হত সে। কখনো-বা আহত স্থানে আয়োডিন বুলিয়ে নিতে, কখনো-বা কাটা জায়গায় রাবার-প্লাস্টার করাতে।

একদিন বিকেলে স্বাভাবিক শান্ত ও সহজভাবে 'ব্লু-লাইট'-এ ঢুকল সে। ঢুকেই একটা টুল টেনে নিয়ে বসল। গম্ভীর, মিষ্টি অথচ কর্তব্যকঠোর ও অদম্য।

আইকি তার হামানদিস্তা দিয়ে ম্যাকের উল্টোদিকে বসে গাম বেনজিন গুঁড়ো করতে শুরু করেছিল। মুখ খুলল ম্যাকগাওয়ান।

'আইকি', বলল সে। 'দয়া করে মন দিয়ে শোন। আমার কথাটা ভালো করে বুঝে ওষুধ দিতে হবে, বুঝলে?'

বৃথাই আইকি তার সারা দেহে চোখ বুলোল প্রত্যাশিত আঘাতের চিহ্নের স'ধানে।

'কোট খোল,' আদেশের সুরে বলল সে, 'নিশ্চয়ই পাঁজরাটা তোমার গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কতবার আমি তোমাকে বলেছি, ঐ ডেঁপো ছোকরাগুলো তোমাকে শেষ করবে।'

ম্যাকগাওয়ান হাসল, 'তারা নয়'। সে বলল, 'ডেঁপো ছোকরারা কিচ্ছু করেনি। রোগের মূলটা কিন্তু তুমি ঠিকই ধরেছ। সেটা আমার কোটের নিচে পাঁজরার কাছেই বটে। আর ভূমিকা করব না, সোজাসুজিই বলছি—আজ রাতেই রোজ আর আমি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করব ঠিক করেছি।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নোড়ার সজোর আঘাতে আইকির বাঁ হাতের একটা আঙুল একদম থেঁতলে গেল, কিন্তু সে কিছুই টের পেল না। ইতিমধ্যে ম্যাকগাওয়ানের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে সেখানে দেখা দিয়েছে এক হতবুদ্ধিভাব ও বিষণ্ণতা।

'অবশ্যি', বলে চলল সে। 'যদি ইতিমধ্যে তার মত না বদলায়! আজ দু-হপ্তা ধরে আমরা পালিয়ে যাবার মতলব করছি। সকালে রাজি হলে সন্ধেবেলাতেই আবার তার মত বদলে যায়। শেষপর্যন্ত আমরা আজ রাতে পালানো ঠিক করেছি। রোজি-ও পুরো দু-দিন ধরে 'হ্যাঁ' বলছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের এখনও পাঁচ ঘণ্টা বাকি। আমার ভয় হয় সে বোধ হয় শেষ মুহূর্তে আবার বেঁকে দাঁড়াবে।'

'তুমি কিন্তু ওষুধ চেয়েছিলে!'—বলল আইকি।

ম্যাকগাওয়ান একটু অস্বস্তি বোধ করল, একটু বিব্রতও হয়তো—যা তার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। অকারণ সতর্কতার সাথে একখানা পেটেন্ট ওষুধের বিজ্ঞাপন সে গোল করে পাকাতে লাগল আঙুলে।

'লাখ টাকা দিলেও আজকের রাতের অভিযানকে এ-সব বাধার অজুহাতে ব্যর্থ করতে আমি রাজি নই', বলল সে। 'এর মধ্যেই আমি হার্লেমে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি। ক্রিসানথিমাম দিয়ে টেবিল সাজিয়েছি। জলের কেৎলি পর্যন্ত প্রস্তুত। এখন পানি ফোটালেই হয়। একজন পাদ্রিকে ঠিক সাড়ে ন-টায় তার বাড়িতে প্রস্তুত থাকতে

www.pathagar.com

বলেছি। এ-চেষ্টা সার্থক হবেই। অবশ্য রোজি যদি ফের তার মত না বদলায়।' সন্দেহের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত ম্যাকগাওয়ান থামল।

'আমি এখনও বুঝছি না', সংক্ষেপে বলল আইকি, 'কেনই-বা তুমি ওষুধের কথা বলেছিলে?'

'বুড়ো রিডল আমায় একদম দেখতে পারে না,' দ্বিধাগ্রস্ত প্রণয়ী তার যুক্তিগুলোকে পরপর সাজাতে লাগল। 'একহপ্তা ধরে সে রোজিকে আমার সাথে দরজার বাইরে পা বাড়াতেও দেয় না। একজন বোর্ডারকে হারাবার ভয় না থাকলে বহু আগেই সে আমাকে নিশ্চয়ই ঘাড় ধরে বের করে দিত। বর্তমানে আমি হপ্তায় ২০ ডলার করে রোজগার করছি। চাঙ্ক ম্যাকগাওয়ানের সাথে পালাবার জন্য রোজিকে কোনোদিন অনুতাপ করতে হবে না।'

'আমায় মাফ কর চাঙ্ক', আইকি বলল। 'আমাকে এক্ষুনি একটা জরুরি প্রেসক্রিপশনের ওষুধ তৈরি করতে হবে।'

'আচ্ছা,' হঠাৎ ম্যাকগাওয়ান মুখ তুলে তাকাল। 'আচ্ছা আইকি, এমন কোনো ওষুধ নেই, মানে এমন কোনো গুঁড়ো যা কোনো মেয়েকে খাওয়াতে পারলে তার ভালোবাসা আরও বেশি করে আকর্ষণ করা যায়?'

উচ্চতর জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন আইকির ঠোঁট অবজ্ঞায় কুঁচকে উঠল। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই ম্যাকগাওয়ান আবার শুরু করল, 'টিম লেসি আমাকে বলেছে, শহরতলির একজন হাতুড়ের কাছ থেকে সে একবার ঐ ওষুধ কিনেছিল। সেটা সোডাওয়াটারের সাথে তার প্রিয়াকে খাওয়াতেই তার চোখে টিমই হল সব। আর সবাই হল কানাকড়ির সামিল। দু-হপ্তার মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল।'

কী বলিষ্ঠ অথচ কী সরল এই ম্যাকগাওয়ান। লোক-চরিত্র সম্বন্ধে আইকি যদি আরো একটু অভিজ্ঞ হত, তাহলে সে অনায়াসেই বুঝত যে, তার দেহের কঠিন কাঠামোটি মনের সঙ্গে সূক্ষ্ম তারে বাঁধা। শত্রুরাজ্য আক্রমণোদ্যত কোনো ভালো সেনাপতির মতো সেও সম্ভাবিত প্রতিটি ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করে নিচ্ছে।

'আমি ভাবছি', আশার সুরে বলল চাঙ্ক—'যদি আমি ঐরকম কোনো পাউডার রাতের খাবারের সাথে রোজিকে খাইয়ে দিতে পারি, তবে হয়তো সেটা ওর মনে একটু জোর এনে দিতে পারে তাতে করে সে আর তার প্রতিজ্ঞা থেকে পিছিয়ে পড়বে না। আমি অবশ্যি মনে করি না যে তাকে টেনে আনবার জন্য অশ্বতরের দরকার, তবে এটা ঠিক যে ওদের নিজেদের চলতে দেবার চেয়ে চালিয়ে নেয়াই বেশি ভালো। যদি ওষুধটা মাত্র দু-ঘণ্টার জন্যও কাজ করে, তবেই আমি কেল্লাফতে করতে পারি।'

'তোমরা কখন পালাবার মতলব করেছ?' আইকি জানতে চাইল।

'রাত ন-টায়। রাতের খাওয়া হবে ঠিক সাতটায়। আটটায় রোজি মাথা-ধরার অজুহাতে শুতে যাবে। রাত ন-টায় বুড়ো পারভেঞ্জানো আমাকে তার পেছনের উঠোনে ঢুকিয়ে নেবে। ঐ উঠোনের পাশেই রিডল-এর বেড়ার একটা কাঠ নেই। সেইপথে রোজির জানালার নিচে গিয়ে ফায়ার-এসকেপ দিয়ে তাকে নামিয়ে আনব। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে না পারলে পাদ্রিকে ধরা যাবে না। শেষমুহূর্তে রোজি যদি পিছিয়ে না যায়, তবে কাজটা কিছুই কঠিন নয়। তুমি কি আমাকে একটা ওষুধ দিতে পার আইকি?'

আইকি সোয়েনস্টিন তার নাকটা আস্তে আস্তে ঘষতে লাগল। 'চাঙ্ক' বলল সে।—এই সমস্ত ওষুধ সম্বন্ধেই ড্রাগিস্টদের সবচেয়ে সতর্ক হতে হয়। আমার পরিচিতদের

www.pathagar.com

মধ্যে একমাত্র তোমাকেই আমি এই ধরনের ওষুধ বিশ্বাস করে দিতে পারি। শুধু তোমার জন্যই এটা তৈরি করতে আমি রাজি। এই ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় রোজি কীভাবে তোমার চিন্তায় মগ্ন হয় দেখ।'

আইকি প্রেসক্রিপশনসহ ডেস্কের পেছনে চলে গেল। এমন দুটো বড়ি সে বেছে নিল যাদের প্রত্যেকটির মধ্যে সিকি-গ্রেন মর্ফিয়া আছে। বড়ি দুটো গুঁড়ো করে অল্প একটু সুগার-অফ-মিল্ক মেশাল। তারপর সবকিছু পরিচ্ছন্নভাবে সাদা কাগজে জড়াল। বয়স্ক লোকের এতে বিপদাশঙ্কা না থাকলেও যে খাবে তাকে ঘণ্টা-কয়েক নিঃসাড়ে ঘুমুতে হবে। ওষুধটা চাঙ্কের হাতে দিয়ে সে বলল, যদি সম্ভব হয় তবে ওটা যেন কোনো তরল পদার্থে মিশিয়ে দেয়া হয়। প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে ম্যাকগাওয়ান বিদায় নিল।

আইকির পরবর্তী কাজেই তার ফন্দি পরিষ্কার বোঝা গেল। লোক পাঠিয়ে মি. রিডলকে ডেকে আনাল সে। রোজি ও ম্যাকগাওয়ানের পালাবার পুরো প্ল্যানটা খুলে বলল তাঁকে। মি. রিডল বলিষ্ঠ দেহের তামাকে রঙের মানুষ এবং ত্বরিত-কর্মাও বটেন।

'বাধিত হলাম', আইকিকে বললেন তিনি। 'হতভাগা আলসে আইরিশ বদমায়েশ! আমার ঘরটা রোজির ঘরের ঠিক ওপরেই। খাওয়ার ঠিক পরেই সেখানে গিয়ে বন্দুকে গুলি ভরে অপেক্ষা করব আমি। যদি সে সত্যিই আসে তবে তাকে বিয়ের গাড়ির বদলে অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে বেরোতে হবে!'

কয়েক ঘণ্টার জন্য গভীর নিদ্রামগ্ন রোজি আর প্রতীক্ষারত, সতর্কীকৃত ও সশস্ত্র পিতৃদেব—আইকি উপভোগ করল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর আসন্ন পরাজয়ের গ্লানি।

দুর্ঘটনার খবর পাবার জন্য সে সারারাত অপেক্ষা করল, কিন্তু কোনো খবরই এল না।

পরদিন সকাল আটটায় দিনের কেরানি এল। আইকিও সঙ্গে সঙ্গে মি. রিডল-এর বাড়ির দিকে পা বাড়াল। রাতের ঘটনা সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত ছিল না তার। কিন্তু পথে নামতেই একটা ট্যাক্সি থেকে কে যেন লাফিয়ে নেমে তার হাত চেপে ধরল। 'আরে এ-যে ম্যাকগাওয়ান।' তার মুখে বিজয়ীর হাসি। মনের উল্লাস যেন চেপে রাখতে পারছে না। 'সব ঠিকমতোই হয়ে গেছে', চাঙ্ক এমনভাবে বলল যেন সে স্বর্গ হাতে পেয়েছে। 'নির্দিষ্ট মুহূর্তে রোজি বেরিয়ে এসেছে। ঠিক ন-টা সোয়া তিরিশ মিনিটে আমরা পাদ্রির কাছে হাজির হয়েছি। রোজি আমার ফ্ল্যাটে আছে, সকালে সে নীল রঙের কিমোনো পরে ডিম রান্না করেছে। হায় খোদা! আমার মতো ভাগ্য কার? আইকি, তুমি কিন্তু একদিন এসে আমাদের সাথে খাবে, কেমন? আমি পুলের কাছে একটা কাজ পেয়েছি, এখন সেখানেই যাচ্ছি।'

'পা-পা-পাউডারটা?' তোৎলাতে লাগল আইকি।

'ওঃ! যেটা তুমি আমাকে দিয়েছিলে?' চাঙ্কের মুখের হাসি উজ্জ্বলতর হল। 'ব্যাপারটা হল এই। কাল রাতে রিডলদের টেবিলে তো খেতে বসলাম। রোজির দিকে তাকাতেই মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। মনে-মনে নিজেকে বললাম—'দেখ চাঙ্ক, তুমি যদি মেয়েটাকে পেতে চাও, সোজাসুজিই পেতে চেষ্টা কর। ওর মতো মেয়ের সাথে কোনো ছলের আশ্রয় নিও না।' কাজেই ওষুধটা আমার পকেটেই রইল। একটু পরে আমার দৃষ্টি উপস্থিত আর একজনের ওপর পড়ল। আমার ধারণা, সে তার ভাবি জামাইর প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীল নয়, কাজেই সুযোগ বুঝে ওষুধটা বুড়ো রিডল-এর কফিতে মিশিয়ে দিলাম। এবারে বুঝলে তো?'

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি **'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র**

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841800438313

www.pathagar.com